দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৮২ ॥ ২০ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৪ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৬ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই শুধু অন্তর্বর্তী সরকারের নয় : রিজওয়ানা হাসান

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই শুধু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নয়, বরং সবার দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। শনিবার (১৯ অক্টোবর) রাজধানীর লেকশোর হোটেলে সিএসও অ্যালায়েন্সের আয়োজনে 'নাগরিক সমাজ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক জাতীয় মতবিনিময় সভায় নিজ বাসা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন তিনি। রিজওয়ানা হাসান বলেন, রাষ্ট্রের সংস্কারে নিজেদেরও পরিবর্তন করতে হবে। সরকারের কোনো উদ্যোগে ঘাটতি থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে।

গণফোরামের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে যমুনায় গণফোরামের নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপে অংশ নেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আবারও সংলাপ শুরু করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১৯ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় এই সংলাপ শুরু হয়েছে। প্রথমেই গণফোরামের প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রবেশ করেন। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে নয় সদস্যের প্রতিনিধিদল সংলাপে অংশ নিয়েছে। জানা গেছে, আজ বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সাত দল ও জোটের সঙ্গে সংলাপে করবেন প্রধান উপদেষ্টা। তবে বরাবরের মতো এবারও ডাকা হয়নি বিগত সংসদের প্রধান বিরোধীদল জাতীয় পার্টিকে (জাপা)। সাত দল ও জোটের মধ্যে রয়েছে গণফোরাম, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), লেবার পার্টি, ১২ দলীয় জোট, আন্দালিব রহমান পার্থর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও গণতান্ত্রিক মুক্তি কাউন্সিল। সংলাপে আমন্ত্রণ পাওয়া দল বা জোটের একাধিক নেতা জানান, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে তাদের আলোচনার মূলকেন্দ্র থাকবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচনকেন্দ্রিক সংস্কার এবং নির্বাচনী রোডম্যাপ। এ ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার সামনে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব পেশ করবেন তারা। এছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন থেকে আওয়ামী লীগের দোসরদের সরানো, গণহত্যার বিচার এবং আওয়ামী লীগের আমলে বিরোধী নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা-গায়েবি মামলা

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে যা জানাল গণফোরাম

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আজ ফের সংলাপে বসেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এরই অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রথমেই গণফোরামের সঙ্গে বসেন তিনি। শনিবার (১৯ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল এই সংলাপে অংশ নেয়। সংলাপ শেষে দলটির সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান মোস্তফা মহসিন মন্টু সাংবাদিকদের বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান বাজার অবস্থা, নিরপেক্ষ নির্বাচন ও পাচার হয়ে যাওয়া টাকা ফিরিয়ে আনার বিষয় উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সংস্কার করে স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচনের কথাও বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন। আমরা সেই কমিশন করার প্রস্তাব দিয়েছি। গণফোরামের সমন্বয় কমিটির এই চেয়ারম্যান বলেন, সংস্কার কমিশনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য একটি লিখিত প্রস্তাব গণফোরাম থেকে দেওয়া

২-এর পাতায় দেখুন

দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজশাহী প্রতিনিধি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে পুলিশ সদস্যরা কাজে যোগ দেননি, তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের জন্য বেশ কয়েকবার আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপরও এখন পর্যন্ত ১৮৭ জন সদস্য কাজে যোগ না দিয়ে পলাতক অবস্থায় রয়েছেন। গা-ঢাকা দেওয়া এই পুলিশ সদস্যদের এখন থেকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। শনিবার (১৯ অক্টোবর) দুইদিনের সফরে রাজশাহীতে গিয়ে এ ঘোষণা দেন তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, পুলিশ বাহিনীর ১৮৭ জন সদস্য কাজে যোগ না দিয়ে পলাতক রয়েছে। তারা এখন সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দেখামাত্রই তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। তিনি বলেন, পুলিশ পুরোদমে কাজে যোগদান করতে পারছে না, এ কথা সত্যি। জনগণের যে গুঞ্জন এটা মিথ্যা না। ৫ আগস্ট এরপর যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা থেকে এখন অনেকটা উত্তরণ হয়েছে। ইম্প্রুভ তো করেছে। সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের উত্তরে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে মেধার বাইরে দলীয় বিবেচনায় বিসিএসে

২-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ৬ হাজার ৮৯৭ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের উভয় পুঁজিবাজারে বিদায়ী সপ্তাহে (১৪ থেকে ১৭ অক্টোবর) প্রধান সূচকেরে পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই-সিএসই) টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। একইসঙ্গে বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) মোট বাজার মূলধন কমেছে ৬ হাজার ৮৯৭ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। শনিবার (১৯ অক্টোবর) ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তথ্য মতে, সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৬৪.০৮ পয়েন্ট বা ৩.০৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২৫৭ পয়েন্টে। অপর সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ৫৪.৫৯ পয়েন্ট বা ২.৭৫ শতাংশ কমে ১ হাজার ৯৩০ পয়েন্টে, ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৩১.৭৪ পয়েন্ট বা ২.৬৩ শতাংশ কমে ১ হাজার ১৭৪ পয়েন্টে এবং ডিএসএমইএক্স সূচক (এসএমই ইনডেক্স) ১.৫২ পয়েন্ট বা ০.১৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১১৩ পয়েন্টে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬৯ হাজার ১১৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের

আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৭৪ হাজার ৪১৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৫ হাজার ২৫০ কোটি ৩ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৭২ কোটি ২ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৪৬৬ কোটি ৭২ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন কমেছে ১৯৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৩৪টির, দর কমেছে ৩৪৫টির ও দর অপরিবর্তিত রয়েছে ১৭টির।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদার ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী, ঢাকা-১৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মোহনা টেলিভিশনের চেয়ারম্যান কামাল আহমেদ মজুমদারের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বৈষম্যবিরোরধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর শাহ আলী থানা এলাকায় ইকরামুল হক হত্যা মামলায় তার এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

শনিবার (১৯ অক্টোবর) তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাকে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কাফরুল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হারুন উর রশীদ। আসামি পক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন

২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে যানজট, দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন সরকারি প্রতিষ্ঠানের আউটসোর্সিং কর্মীরা। শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে এ অবরোধ শুরু করেন তারা। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কে অবরোধের কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১০টার দিকে কয়েকশ কর্মচারী শাহবাগে জড়ো হয়ে আশেপাশের এলাকায় যান চলাচল বন্ধ করে দেন। সৃষ্টি হয় যানজটের। ভোগান্তিতে পড়ে সড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা। এ সময় অনেক যাত্রীকে বাস থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশে যেতে দেখা যায়। শাহবাগে বিক্ষোভ, চাকরি জাতীয়করণ চান আউটসোর্সিং কর্মচারীরা বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসে বিপাকে পড়েছেন সাভারের বাসিন্দা রানী বেগম। তিনি বলেন, সকালে ডায়াবেটিসের ডাক্তার দেখাতে হাসপাতালে আসছি। এখন ডাক্তার দেখানো শেষ হয়েছে, কিন্তু বাড়ি যাওয়ার গাড়ি পাচ্ছি না। আর দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে।আন্দোলনকারীদের অনুরোধ করছি গাড়িগুলো ছেড়ে দিতে।

মোহাম্মদপুরগামী আরেকজন পথচারী বলেন, আমি শনিরআখড়া থেকে মেয়ের বাসা মোহাম্মদপুর যাবো। রাস্তায় জ্যাম দেখে গুলিস্তান থেকে হেঁটে আসছি। এখানে এসে দেখি আন্দোলন হচ্ছে। বাকি পথও মনে হচ্ছে হেঁটে যেতে হবে। উত্তরা থেকে আসা সুমি ইসলাম বলেন, সকালে উত্তরা থেকে এসে শাহবাগে প্রায় এক ঘণ্টা আটকে আছি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন আন্দোলনকারী বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত অবস্থায় আছি। আমাদের জাতীয়করণ করতে হবে। আমাদের এক দফা। এই দফা মানতে হবে।' শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর গণমাধ্যমকে বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের

২-এর পাতায় দেখুন

প্রতি রাতে কারওয়ান বাজারে ৫০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি হয় : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ দাবি করেছেন, প্রতি রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ৫০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি হয়। সেখানে নিত্যপণ্যের দাম বাড়বে স্বাভাবিক। অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ্য করে রিজভী বলেন, আপনারা কী করেন। এতদিনেও সিন্ডিকেট ভাঙতে পারছেন না। জনগণ তো বলবেই, শেখ হাসিনার সময়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়তো, এখনও বাড়ছে। তফাৎটা কী? শনিবার (১৯ অক্টোবর) ঢাকার জুরাইনে বিক্রমপুর প্লাজার সামনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এ দাবি করেন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ভয়ঙ্কর ডেঙ্গু শেখ হাসিনা বিদায় নিয়েছেন।

২-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে সড়ক পরিবহন গ্রুপ দখল নিয়ে দুই পক্ষের লীলাখেলা

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: ৫ আগষ্ট স্বৈরাচারী সরকার শেখ হাসিনা পতনের পরে বিএনপি'র কর্মীরা রাজশাহী সড়ক পরিবহন ভবন অবৈধভাবে দখল করার পলিকল্পনায় ব্যস্ত। মূলত বাস মালিকদের কাছে থেকে চাঁদাবাজি করায় এই সংগঠনের মূল কাজ। গত ৯ আগস্ট রাজশাহী সড়ক পরিবহন দখলে নেয় বিএনপির কিছু নেতাকর্মীরা। এরপর তারা দুইটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শুরু হয় লীলাখেলা। এক পক্ষের মানববন্ধন বন্ধ করতে গিয়ে দুই পক্ষের হাতাহাতি শুরু হয়। যে পক্ষ মানববন্ধনে বাধা দেই আবার সেই পক্ষই সংবাদ সম্মেলনে দাবি করে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এক পক্ষ চাই দখল নিয়ে থাকতে আরেক পক্ষ চাই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে চলবে সড়ক পরিবহন গ্রুপ। ১৮ অক্টোবর (শুক্রবার) রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের ভবনে সকাল ১১:৩০ মিনিটে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম হেলাল সহ আরো নেতাকর্মীরা। সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করে গত ১৬ অক্টোবর দুপুর আনুমানিক ১২:৩০ মিনিটে জেলা প্রশাসন মহোদয়ের নিকট

স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে আওয়ামী লীগের কিছু সন্ত্রাসীরা তাদের উপরে হামলা চালায়। এ বিষয়ে তারা রাজপাড়া থানায় একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, ৯ আগষ্ট রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের বিএনপি নেতাকর্মীরা এবং বাস মালিক শ্রমিক কর্মকর্তারা একত্রে রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের ভবনে হামলা চালিয়ে, ভয় ভীতি দেখিয়ে ভবনটি দখলে নেয় তারা। ঘটনার সেইদিন সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকরা গেলে দুই জন সাংবাদিকের উপরে হামলা ও ক্যামেরা ভাঙচুর করে। সেই সংবাদটি বিভিন্ন অনলাইন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশ হয়েছিল। এরপর কে বসবে কোন চেয়ারে, কিভাবে বাস মালিকদের কাছে চাঁদা নেওয়া হবে, কার থেকে কত টাকা, কোন বাস মালিকদের সুযোগ সুবিধা দিবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা দুইটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পরে। একপক্ষ চাই চেয়ার ধরে রাখতে আরেক পক্ষ চাইছে এখন নির্বাচন করে যাকে বাস মালিক ও শ্রমিকরা বেছে নিবে তারাই থাকবে চেয়ারে। এ বিষয়ে গৌতম মোহন চৌধুরী রাকেশ জানায়, গত ১৬ তারিখে রাজশাহী কোর্টে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষ করে জেলা

২-এর পাতায় দেখুন

ছাত্র-জনতা এগিয়ে না এলে গর্তেই পড়ে থাকতাম : সাবেক বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন বলেছেন, ছাত্র-জনতা এগিয়ে না এলে আমরা যে গর্তে ছিলাম, সেখানেই পড়ে থাকতাম। গতকাল শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস ফর ট্রানজিশন টু ডেকোক্রেটিক গভর্নেন্স' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্ট্যাডিজ (বিআইপিএস) এ আয়োজন করে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সৈয়দ দস্তগীর হোসেন বলেন, আমরা একজনের কথায় উঠা-বসা করতাম। সোনার বাংলাকে তামা বানিয়ে দিয়ে গেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বলবো, সংস্কার কমিটি আর বাড়ায়েন না, সবাই একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেন। কমিটি করে কিছু হবে না। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত আরেক

২-এর পাতায় দেখুন

সুদানে কলেরার ঝুঁকিতে ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) সতর্ক করে বলেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ কলেরার ঝুঁকিতে রয়েছে। খবর সিনহুয়া নিউজের। ইউনিসেফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ বলেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সী পাঁচ লাখ শিশুসহ ৩১ লাখ মানুষ কলেরার ঝুঁকিতে রয়েছে। ইউনিসেফের মতে, ২০২৩ সালের এপ্রিলে সুদানে সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর টিকাদান কর্মসূচি ৮৫ শতাংশ থেকে প্রায় ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। পোস্টে বলা হয়েছে, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে ৭০ শতাংশের বেশি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে এবং ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের কয়েক মাস ধরে বেতন দেওয়া হয়নি। সুদানে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কলেরা, ম্যালেরিয়া, হাম ও ডেঙ্গু জ্বরের মতো মহামারি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে,

যার ফলে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সুদানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চলতি বছরের আগস্টে দেশটিতে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘোষণা করে। সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যেকার সংঘাত রাজধানী খার্তুম এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে, বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। জাতিসংঘের মতে, সুদানের সংঘাত বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুতি সংকট তৈরি করেছে। জাতিসংঘের ধারণা, চলমান সংঘাতে সুদানে ১ কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে- দেশটির জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ। এর মধ্যে ২০ লাখেরও বেশি সুদানি প্রতিবেশি দেশে পালিয়েছে। উত্তর আফ্রিকার এই দেশটিতে টানা ১৮ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধে ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। তবে অনেকের মতে, এ সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি হতে পারে।

যে ১২ বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : 'দলবাজ, দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসিস্টের দোসর' বিচারকদের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট বিভাগের ১২ বিচারপতিকে রোববার থেকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হবে বলে জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। কিন্তু তিনি তাদের নাম প্রকাশ করেননি। তবে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে রোববারের জন্য প্রকাশিত কার্যতালিকায় ১২ বিচারপতির নাম নেই। সেই বিচারপতিরা হলেন - বিচারপতি আতাউর রহমান খান, বিচারপতি নাইমা হায়দার, বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ, বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার, বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস, বিচারপতি খিজির হায়াত, বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামান, বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান, বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন, বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান, বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম, বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলন। গত ১০ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের ডাকেই

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ২০ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৪ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

চ্যালেঞ্জিং সময় পার করে পোশাক শিল্প এখন স্থিতিশীল : বিজিএমইএ

স্টাফ রিপোর্টার : পোশাক শিল্প একটি চ্যালেঞ্জিং সময় পার করে বর্তমানে স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলছেন, সরকার, মালিক, শ্রমিক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবার সহযোগিতায় বিজিএমইএ বোর্ড বিপর্যয়কর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। শনিবার (১৯ অক্টোবর) রাজধানীর উত্তরার বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সবাই আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন উল্লেখ করে খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, এজন্য বিজিএমইএ বোর্ড সরকার ও সেনাবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাছাড়া ক্রেতারাও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ওপর আস্থা রেখেছে। বিজিএমইএ বোর্ডের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকারের নির্দেশনায় পোশাক কারখানাগুলোর নিরাপত্তায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী গঠন হয়েছে এবং যৌথবাহিনী গার্মেন্টস অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়মিতভাবে টহল পরিচালনা করেছে। বিজিএমইএ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় কমিউনিটি পুলিশিং চালু করেছে। তিনি বলেন, পোশাক কারখানাগুলোতে আগস্ট মাসের বেতন পরিশোধে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় বিজিএমইএ থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়ে অর্থ উপদেষ্টাকে চিঠি দেওয়া হয়। বিজিএমইএ বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গেও দেখা করেছে।

তারপর বিজিএমইএ এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক আগস্ট মাসের বেতনভাতা পরিশোধের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, শ্রম অসন্তোষে আশুলিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৯টি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সেপ্টেম্বর মাসের বেতনভাতা পরিশোধের সক্ষমতা ছিল না। বিজিএমইএ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সেপ্টেম্বর মাসের বেতনভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ৩৯টি পোশাক কারখানাকে সুদবিহীন সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ সময় বোর্ডের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায় ৯ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি আটাবের

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায় শৃঙ্খলা, সমতা ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ৯টি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব)। গতকাল শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে এক হোটেলে 'ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট' বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি তুলে ধরা হয়। তাদের উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো- অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) ব্যবসা পরিচালনার যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। এয়ার টিকিটের মজুতদারি ও সিন্ডিকেট বন্ধ করে গ্রুপ টিকিটিংয়ের নীতিমালা করা। টিকিটের গায়ে এজেন্সির নাম, যোগাযোগের ফোন নম্বর, টিকিটের মূল্য উল্লেখ বাধ্যতামূলক করা। বিদেশি ওয়েবসাইট-এপিআইগুলো যাতে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ব্যবসা করতে না পারে সে জন্য বিদেশি ব্লক করা ও অর্থপাচার বন্ধ করা। তৃতীয় দেশ (যাত্রা ও গন্তব্যের দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশ যেমন ভারত, দুবাই, সিঙ্গাপুর) থেকে বিক্রি করা টিকিটের যাত্রী বাংলাদেশ বিমান বন্দরে অনবোর্ড বন্ধ করলে

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকার পতনে জয়ী ভাবা অনেক দলের এজেন্ডায় রাষ্ট্র সংস্কার চিন্তা নেই : ড. ইফতেখারুজ্জামান

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনে নিজেদের জয়ী ভাবছে অনেক দল। অথচ এসব দলের এজেন্ডায় রাষ্ট্র সংস্কারের চিন্তা-চেতনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিটির প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নতুন বাংলাদেশ গঠন নিয়ে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সবাই এখন আশাবাদী। তবে তুমুল এ আন্দোলনের পর নিজেদের যারা জয়ী ভাবছেন, তাদের অনেকের এজেন্ডার মধ্যে রাষ্ট্র সংস্কারের চিন্তা-চেতনাটাও নেই। তাদের মধ্যে এখনো বিভিন্নভাবে বৈষম্য জিইয়ে রাখা বা প্রতিষ্ঠিত করার এজেন্ডা রয়েছে।' শনিবার (১৯ অক্টোবর) 'নাগরিক সমাজ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক জাতীয় পরামর্শ সভায় সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে এ সভার আয়োজন করা হয়। দেশে কাজ করা তিন শতাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সংগঠন ও প্ল্যাটফর্ম, নারী আন্দোলন, মানবাধিকার সংগঠন, সামাজিক উদ্যোক্তা

৭-এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সুখবর দিল মালয়েশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়েছে মালয়েশিয়া। ২০২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ন্যূনতম মজুরি ১৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১৭০০ রিঙ্গিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা প্রায় ৪৭ হাজার ২০৬ টাকা। শাক্রবার জাতীয় সংসদে বাজেট ২০২৫ পেশকালে এ ঘোষণা দেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। আনোয়ার ইব্রাহিম জানান, ছোট নিয়োগকর্তাদের জন্য নিয়মে শিথিলতা আছে। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যবসা পরিচালনার জন্য তারা এ মুজুরি বৃদ্ধি কার্যকর করতে ছয় মাস সময় পাবেন। পাঁচজনের কম শ্রমিকের নিয়োগকর্তাদের জন্য মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর করতে ২০২৫ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত ছয় মাসের বিলম্ব মঞ্জুর করা হবে। তিনি জানান, জুন মাসে প্রগতিশীল মজুরি নীতির জন্য একটি পাইলট প্রোগ্রাম

৭-এর পাতায় দেখুন

মূল্যায়ন ও সংশোধনে আটকা স্কুল ফিডিং

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়া ঠেকাতে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। শিশুদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে কর্মসূচিটি গত বছরের অক্টোবরে চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বছর পেরিয়ে গেলেও তা চালু করা সম্ভব হয়নি। এমনকি চলতি বছরেও এটা চালু করা সম্ভব নয় বলে জানা গেছে। জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি নতুন করে চালু করতে একটি প্রকল্প নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু নানা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকার কারণে শিশুদের জন্য জরুরি এই প্রকল্প প্রস্তাবটির অনুমোদন মিলছে না। প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে একের পর এক আলোচনা-পর্যালোচনা আর সংশোধন চলছে। মূলত আলোচনা, মূল্যায়ন আর সংশোধনে আটকে আছে প্রকল্পের অনুমোদন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালে 'সরকারি স্কুল ফিডিং কর্মসূচি-১' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে খরচ হবে ৪ হাজার ৫৩১ কোটি টাকা। যদিও প্রাথমিক প্রস্তাবে প্রকল্পের ব্যয় ৪ হাজার ৭৫৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল; কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় ২২৮ কোটি টাকা কমানো হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন পেলে তিন বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উপস্থিতির হার

৭-এর পাতায় দেখুন

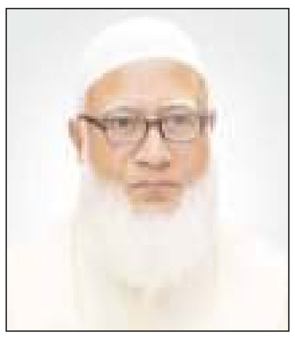

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেই আ.লীগের বিচার চান জামায়াতের আমির

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'ভোটাধিকার হরণ করা আওয়ামী লীগ সরকার যে আইনে (আন্তর্জাতিক অপরাধ) ট্রাইব্যুনাল গঠন করে নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা করেছে, সে আইনেই তাদের বিচার দেখতে আমরা দেখতে চাই। আশা করি, সে আদালতেই আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের বিচার হবে।' শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শংকরবাটি

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোরধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর বাড্ডা থানায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আলামিন হত্যা মামলায় রিমান্ড শেষে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। শনিবার (১৯ অক্টোবর) দুই দিনের রিমান্ড শেষে তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে ১৪ অক্টোবর এ মামলায় তার দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরী। গত ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে

৭-এর পাতায় দেখুন

ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়ে রিভিউ আবেদনের শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের হাতে এনে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করা আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের ওপর আজ রোববার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শনিবার প্রকাশিত আজ রোববারের কার্যতালিকায় রিভিউ আবেদনটি শুনানির জন্য রয়েছে। ফলে আজ রোববার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৬ বিচারপতির আপিল বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হবে। এর আগে গত ১৫ আগস্ট বিচারপতিদের অপসারণে সংসদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আনা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ করে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন শুনবেন বলে জানিয়েছিলেন আপিল বিভাগ। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রাষ্ট্রপক্ষের রিভিউ আবেদনের ওপর শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ দিন ধার্যের আদেশ দেন। আদালতে রিভিউ আবেদনটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করেন রিটকারী আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। এর আগে ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়। পরে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা দেওয়া হয় সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের কাছে। মার্শাল প্রক্লেমেশনে করা পঞ্চম সংশোধনীতে এ ক্ষেত্রে ৯৬ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। পরে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ষোড়শ সংশোধনীতে সেটা বাতিল করে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয় সংসদকে। বিলটি পাসের পর একই বছরের ২২ সেপ্টেম্বর তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। সংবিধানের এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ওই বছরের ৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। এ রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

৭ মার্চ-১৫ আগস্ট বাতিলের প্রতিবাদে সমাবেশে হামলা

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ ঘোষিত দুই দিবস ৭ মার্চ ও ১৫ আগস্ট (শোক দিবস) বাতিলের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ক্রিয়েটিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ ঘটনা ঘটে। হামলাকারীদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় ক্রিয়েটিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। সংগঠনটির মুখপাত্র কুতুব হিলালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, ৭ মার্চ ও ১৫ আগস্ট বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করেন ক্রিয়েটিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্তত ২৫

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের সড়ক নেটওয়ার্কের বিশাল অংশই বন্যা-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সড়ক নেটওয়ার্কের বিশাল অংশই বন্যা-বৃষ্টিতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সারা দেশে সওজ অধিদপ্তরের ২২ হাজার কিলোমিটারের বেশি সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে। কিন্তু চলতি বর্ষায় বৃষ্টিপাত ও একাধিক বন্যার কারণে ওই সড়ক নেটওয়ার্কের বড় একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত আগস্টের বন্যায় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ১৪ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সওজ'র প্রায় এক হাজার কিলোমিটার সড়ক। আর শেরপুর, ময়মনসিংহ এলাকায় চলমান বন্যা পরিস্থিতিতেও সওজ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্ক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বন্যা ছাড়াও বৃষ্টিপাতের কারণে ছোট-বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কগুলো যান চলাচল। সওজ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কগুলোর মতো রাজধানীর সড়কগুলোয়ও বৃষ্টিতে বেহাল দশা দেখা দিতে শুরু করেছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন ওসব সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। ঢাকার প্রধান সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২০০ কিলোমিটার। এর সঙ্গে সংযুক্ত আরো ১৬০ কিলোমিটার মহাসড়ক। এর বাইরে সরু সড়ক রয়েছে ২ হাজার ৬৪০ কিলোমিটারের মতো। রাজধানীর ওয়ারী, জুরাইন, গুলিস্তান, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী এলাকার অনেক সড়কের অবস্থা বেহাল। সূত্র জানায়, দেশে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর অনেক ঠিকাদার আত্মগোপনে চলে গেছে। ফলে সড়ক উন্নয়নের অনেক কাজই স্থবির হয়ে পড়েছে। ফলে দুই সিটি কর্পোরেশনকেই আগের টেন্ডার বাতিল করে নতুন টেন্ডার দেয়ার প্রক্রিয়া করতে হচ্ছে। ভাঙাচোরা অবস্থার কারণে ওসব সড়কে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি ওসব সড়ক যানজট পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তুলছে। তাছাড়া দেশে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে পাকা সড়ক রয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার কিলোমিটার। স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) মালিকানাধীন ওই সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা আরো খারাপ। এর মধ্যে শুধু বন্যায় অন্তত ১০

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববাজারে সোনার দামে নতুন ইতিহাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ববাজারে সোনার দাম আবার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এতে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে এরই মধ্যে সোনার দামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো এক আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৭০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ববাজারে সোনার দাম এমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ায় দেশের বাজারেও যে কোনো সময় বাড়ানো হতে পারে। এতে দেশের বাজারেও সোনার দামে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে দেশের বাজারে এক ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) সোনা ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকার ওপরে বিক্রি হচ্ছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি বছরের জুন মাস থেকে সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়। গত ৭ জুন প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ২ হাজার ২৯৩ ডলার। এরপর দফায় দফায় দাম বেড়ে ১৬ জুলাই প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৪৬৮ ডলারে ওঠে। অবশ্য এখানেই সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা থামেনি। এরপরও

৭-এর পাতায় দেখুন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এনআইডি দালাল ধরবে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপন ও পেজের বা গ্রুপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন করে দেওয়ার কথা বলে ফাঁদে ফেলছে একটি চক্র। এদের ধরতে এবার উদ্যোগ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। জানা গেছে, আগেও বিষয়টি ইসির নজরে এসেছে। ক্ষেত্র বিশেষে গ্রুপ, পেজ ও প্রোফাইলগুলো চিহ্নিত করে তা বিটিআরসির মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কারও বিরুদ্ধ আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে এবার সেদিকে যাচ্ছে সংস্থাটি। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, গ্রুপ, পেজ বা প্রোফাইল বন্ধ করে দিলে নতুন করে আবার খোলা হয়। এতে আসলে তেমন কাজ হয় না। তাই মামলা দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। এছাড়া সশরীরে অনেক দালাল চক্র নির্বাচন ভবনের আশপাশে ঘোরাফেরা করে। তাদেরও ধরে পুলিশের দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এনআইডি শাখার এক উপ-পরিচালক এ বিষয়ে বলেন, দালাল চক্রকে ধরার জন্য আমাদের লোকবল উৎ পেতে রয়েছে। এদের ছাড় দেওয়া হবে না। এ নিয়ে ইসি সচিব শফিউল আজিম ইতোমধ্যে মাঠ কর্মকর্তাদের একটি লিখিত নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি অফিসকে সেবাকেন্দ্র বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে বসবাসকারী এবং প্রবাসী নতুন ভোটার নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন, ভোটার স্থানান্তরসহ সব কাজে সেবা প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সেবা দিতে হবে। কোনো সেবা প্রার্থী যেন হয়রানির স্বীকার না হয় এবং কোনো দালাল সুযোগ না পায় সেজন্য প্রত্যেকটি অফিসের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ক্লোজ মনিটরিং করতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ সেবাগ্রহিতার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা দিতে সবাইকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। এদিকে চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের এনআইডি সেবা আরও সহজ হচ্ছে। মূলত সময় কমছে। কেননা এখন থেকে সমতলের কেউ নতুন ভোটার হতে এলে আঙুলের ছাপ রোহিঙ্গা ডাটাবেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে না। এতে সময় কম লাগবে। আগে কেউ আবেদন করলে আগে তার আঙুলের ছাপ ১০ লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হতো। এখন এ ব্যবস্থা কেবল চট্টগ্রাম অঞ্চলের নতুন ভোটারদের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে।

নেতানিয়াহুর বাসভবনে হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের উপকূলীয় শহর সিজারিয়ায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। শনিবার (১৯ অক্টোবর) ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল দানিয়েল হাগারি এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। খবর আলজাজিরার। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নিশ্চিত করেছে, শনিবার সকালে লেবানন থেকে তেল আবিবের উত্তরে সিজারিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়। তবে হামলার সময় নেতানিয়াহু, তার স্ত্রী এবং পরিবার সিজারিয়াতে ছিল না। এছাড়া এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে ড্রোন হামলায় নেতানিয়াহুর একটি বাসভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে কার্যালয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ড্রোনটি লেবানন থেকে ছোড়া হয়েছিল এবং এটি সরাসরি নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত

৭-এর পাতায় দেখুন

আউশ ধান মাড়াইয়ে ব্যস্ত কৃষকেরা। গোসাইবাড়ী, সোনাতলা, বগুড়া

গাজার জাবালিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় ২১ নারীসহ নিহত ৩৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে দখলদার ইসরায়েলের হামলায় ২১ নারীসহ ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জাবালিয়ার বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা সরকারের মিডিয়া অফিস হতাহতের এই তথ্য জানিয়েছে। অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকায় নিহতের সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। এছাড়া এসব হামলায় আরও ৮৫ জন আহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। জাবালিয়ায় একদিনে এত নারীর মৃত্যুর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি দখলদার ইসরায়েল। জাবালিয়া গাজার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে গত দুই সপ্তাহ ধরে আবারও ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। কারণ শরণার্থী ক্যাম্পটিতে পুনরায় সংগঠিত

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস উল্টে ১৫ জন আহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সেন্টমার্টিন পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় নাফ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। এতে উভয় বাসের কমপক্ষে ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে মহাসড়কের মোগড়াপাড়া চৌরাস্তা এলাকার আসিয়া ফিলিং স্টেশনের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নাফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস যাত্রী নেওয়ার জন্য আসিয়া ফিলিং স্টেশনের পাশে গতি কমিয়ে থামানোর চেষ্টা করছিল। ওই সময় পেছন থেকে সেন্টমার্টিন পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নাফ বাসটিকে ধাক্কা দেয়। এতে নাফ বাসটি উল্টে যায়। অপরদিকে সেন্টমার্টিন পরিবহনের বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে উভয় বাসের কমপক্ষে ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, নাফ পরিবহনের বাসটি কাঁচপুর টু চিটাগাং রোডে চলাচল করে। ঘটনার সময়ে বাসটি যাত্রী নিয়ে চিটাগাং রোডের দিকে যাচ্ছিল। আর সেন্টমার্টিন পরিবহনের বাসটি চট্টগ্রাম থেকে সাইনবোর্ডের দিকে যাচ্ছিল। কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী ওয়াহেদ মোর্শেদ বলেন, 'ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে গাড়ি সরিয়ে দিয়েছে। অনেক যাত্রী আহত হয়েছেন। তবে নির্দিষ্ট করে সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তবে এই ঘটনায় কেউ নিহত হয়নি। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে

৭-এর পাতায় দেখুন

মেডিকেল টেকনোলজি ও ফার্মেসি শিক্ষার্থীদের ৬ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : স্বতন্ত্র পরিদপ্তর গঠন ও ডিপ্লোমাধারীদের দশম গ্রেড (দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড) পদমর্যাদা প্রদানসহ ৬টি দাবি জানিয়েছে মেডিকেল টেকনোলজি ও ফার্মেসির শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী টেকনোলজিস্টদের পদায়ন করার আহ্বান জানান তারা। গতকাল শনিবার ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বৈষম্যবিরোধী মেডিকেল টেকনোলজি ও ফার্মেসি সংগ্রাম পরিষদ। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক সালাহউদ্দিন। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ১ জন চিকিৎসকের বিপরীতে ৩ জন নার্স ও ৫ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট থাকা প্রয়োজন। দীর্ঘ ১৪ বছরেরও বেশি সময় প্রশাসনিক জটিলতায় মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ থাকায়

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

রাজশাহীতে সড়ক

প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কর্মসূচি করতে যায়। সেখানে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম হেলালসহ, বিএনপি কর্মী, আওয়ামী লীগ কর্মী, বাস মালিক শ্রমিক ও বহিরাগত সন্ত্রাসী নিয়ে আমাদের মানববন্ধন বন্ধ করে। নির্বাচনের দাবিতে আমরা শান্তি মূলক ভাবে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছিলাম সেখানে তারা এসে আমাদের উপর হামলা করে এবং ব্যানার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করাই দুই পক্ষের হাতাহাতি শুরু হয়। তাৎক্ষণিক সেখানে রাজপাড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় ও রাজপাড়া থানার ওসি কে অভিযোগ দিলে তারা আমাদের বলেন, মামলায় না যেয়ে দুই পক্ষ বসে সমাধান করেন। কিন্তু আমাদের উপর হামলা করে উল্টো আমাদের নামেই তারা রাজপাড়া থানায় অভিযোগ দাখিল করেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিভিন্ন অনলাইন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ভিডিও সংবাদ প্রকাশ হয়। আমাদের শান্তি পূর্ণ কর্মসূচিতে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম হেলালসহ তার ভাড়া করা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীরা আমাদের উপর হামলা করে। যেখানে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কারা হামলা করেছিল। এ বিষয়ে রাজপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জানান, সড়ক পরিবহন গ্রুপের ২ পক্ষরই একই অভিযোগ। একপক্ষ থানায় এসে অভিযোগ করেছেন আরেকপক্ষ তারা অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে অবস্যই মামলা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম হেলাল কোন বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

রাজধানীতে যানজট

আউটসোর্সিং কর্মীরা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে শাহবাগ এলাকায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। তাদের এই অবরোধের কারণে শাহবাগ ও এর আশপাশ এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্ট হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদার ৩

করেন। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে অবস্থান নেন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) দিবাগত রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে কাফরুল থানা-পুলিশ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট মিরপুর-১০ এ হযরত শাহ আলীর (র.) মাজারের সামনে গুলিতে আহত হন ইকরামুল হক। চিকিৎসার জন্য তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ১৪ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় ৭ সেপ্টেম্বর শাহ আলী থানায় একটি হত্যা মামলা করেন ইকরামুল হকের বাবা জিয়াউল হক।

ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়ে রিভিউ

একই বছরের ৯ নভেম্বর এ সংশোধনী কেন অবৈধ, বাতিল ও সংবিধান পরিপন্থি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রুল শুনানি শেষে ২০১৬ সালের ৫ মে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে রায় দেন বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি পাওয়ার পর ২০১৭ সালের ৪ জানুয়ারি এ বিষয়ে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। ওই আপিলের শুনানি শেষে ২০১৭ সালের ৩ জুলাই হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত রায়টি দেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে ৭ জন বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চ। পরবর্তীকালে একই বছরের ১ আগস্ট ৭৯৯ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়টি প্রকাশিত হয়। ওই রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে ২০১৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। এরপর কয়েক দফা মামলাটি শুনানির জন্য কার্যতালিকায় আসলেও রিভিউয়ের শুনানি হয়নি।

যে ১২ বিচারপতিকে বিচারকাজ

হাইকোর্টে জড়ো হন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তাদের দাবির প্রেক্ষাপটে ওইদিনই পদত্যাগ করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি। এরপর ১৫ অক্টোবর রাতে 'দলবাজ, দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসিস্টের দোসর' বিচারকদের পদত্যাগের দাবিতে হাইকোর্ট ঘেরাও করতে ফেসবুকে ঘোষণা দেন সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম। ১৬ অক্টোবর দুপুরে মিছিল নিয়ে হাইকোর্ট চত্বরে আসেন শিক্ষার্থীরা। সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে দক্ষিণ গেট দিয়ে ঢুকে তারা হাইকোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সামনে অবস্থান নেন। সঙ্গে ছিলেন আরেক সমন্বয়ক সারজিস আলম। আদালত প্রাঙ্গণে হাসনাত-সারজিসসহ অন্য শিক্ষার্থীদের নানা স্লোগান দিতে শোনা যায়। আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করে শিক্ষার্থীদের আরেকটি অংশ। এর সঙ্গে হাইকোর্ট বিভাগের 'দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ' বিচারপতিদের পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে বৈষম্যবিরোধী আইনজীবী সমাজ। এই কর্মসূচি চলার মধ্যে বেশ কয়েকজন বিচারপতি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে আলোচনার পর ১৬ অক্টোবর বিকেলে ছাত্রদের সামনে এসে বক্তব্য দেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। তিনি বলেন, আমি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হিসেবে আপনাদের যে দাবি, আপনাদের যারা লিডার আমার চেম্বারে বসেছেন; দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলেছি। সঙ্গে আমার দুইজন সহকর্মী ছিলেন। আপনারা জানেন, বিচারপতি পদত্যাগ বা অপসারণের একটা প্রক্রিয়া আছে। বর্তমানে দেশে এ-সংক্রান্ত কোনো আইন বিদ্যমান নেই। বিগত সরকার সংসদের মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। একটা সংশোধনী হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সেটা বাতিল করে দিয়েছেন। সরকার সেটা রিভিউ আকারে পেশ করেছে। রোববার সেটা প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগে শুনানি হবে। এক নম্বর আইটেমে রাখা হয়েছে সেটা। বিচারপতি অপসারণের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল বলেন, বিচারপতিদের পদত্যাগে আপনাদের যে দাবি, আসলে বিচারপতিদের নিয়োগকর্তা হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। পদত্যাগ বা অপসারণ; সেই উদ্যোগও রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে হয়ে থাকে। এখানে প্রধান বিচারপতির যেটা করণীয় উনি সেটা করেছেন। আপাতত ১২ জন বিচারপতিকে প্রাথমিকভাবে কোনো বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না। বেঞ্চ না দেওয়ার অর্থ হলো, ২০ তারিখ (আজ রোববার) যে কোর্ট খুলবে, তারা বিচার কাজে অংশ নিতে পারবেন না। এই মামলাটার শুনানি আছে ২০ তারিখে। অ্যাটর্নি জেনারেল প্লেস করবেন বলে আশা করছি। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো শুরু হবে। আর বিচারপতি অপসারণের সঙ্গে এককভাবে সুপ্রিম কোর্ট জড়িত না। রাষ্ট্রপতি, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাও জড়িত আছে। আপাতত ১২ জনকে বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে শুনানির মাধ্যমে বাকিগুলো আপনাদের সামনে আসবে। পরে সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বিচারপতি অপসারণের সংশোধনী নিয়ে মামলাটি চলমান। ২০ তারিখ ওই মামলায় যদি সমাধান চলে আসে, তাহলে বিচারপতি অপসারণের দায়িত্ব হচ্ছে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের। তাহলে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিচারপতিদের পদত্যাগ করতে হবে। অপসারণ করা হবে। এখন রোববার বিকেল পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। আমরা অবজার্ভ করব। তাদের অপসারণের জন্য কী রায় আসে। তারপর হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ।

ঢাকা-কক্সবাজার রুটে পাঁচ দিনে

কক্সবাজার স্পেশাল-১ এর প্রথম ট্রিপ ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন থেকে রাত ১১টায় ছেড়ে চট্টগ্রাম পৌঁছাবে রাত ৪টায় মিনিটে। সেখানে ২০ মিনিট বিরতি দিয়ে রাত ৪টা ২০ মিনিটে ছেড়ে কক্সবাজার স্টেশনে পৌঁছাবে সকাল সাড়ে ৭টায়। ট্রেনটির শেষ ট্রিপ ঢাকা ছাড়বে ২৬ অক্টোবর। অন্যদিকে আগামী ২৪ অক্টোবর কক্সবাজার স্পেশাল-২ এর প্রথম ট্রিপ কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে চট্টগ্রাম পৌঁছাবে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে। চট্টগ্রামে ২০ মিনিট বিরতি দিয়ে বিকেল ৫টায় ছেড়ে বিরতিহীনভাবে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে রাত ১০টায়। ট্রেনটির শেষ ট্রিপ কক্সবাজার ছাড়বে ২৭ অক্টোবর।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে

প্রয়োজন মনে করছে না, সে কারণে আমাদের সংলাপে ডাকেনি। এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। সরকারের একাধিক সূত্র জানিয়েছে ভিন্ন কথা। তারা বলছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দলটির ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সহযোগী বা দোসর ছিল জাতীয় পার্টি। সে কারণে জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতৃত্বের পক্ষ থেকে দলটির ব্যাপারে আপত্তি আসে। সেটি বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। যে কারণে আজকের সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি তাদের (জাপা)। তবে তারা আওয়ামী লীগের দোসর ছিলেন না বলে দাবি জাপা নেতারা। দলটির নেতারা বলছেন, দলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে বাধ্য হয়ে তাদের একটি ভূমিকা নিতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। প্রথম দফায় ৫ অক্টোবর বিএনপিসহ পাঁচটি দল ও তিনটি জোটের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ হয়েছে। মাঝে পূজার ছুটির কারণে সংলাপ বন্ধ ছিল। এই দফায় আজ বিকেলে গণফোরাম, এলডিপি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, ১২ দল, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, লেবার পার্টি ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে সংলাপে বসবেন ড. ইউনূস।

ছাত্র-জনতা এগিয়ে না এলে গর্তেই

বিচারপতি এম এ মতিন বলেন, রায়ের তোয়াক্কা না করে নিজের সিদ্ধান্তে তত্ত্বাবধায়ক বাতিল করে দেন শেখ হাসিনা। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা হয়নি, শুধু তোষামোদি হয়েছে। বিচার বিভাগ ও সংসদ ভূমিকা হারিয়েছিল। বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা জরুরি। স্বাধীন বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও মিডিয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করেনি, ক্ষমতাসীনদের আজ্ঞাবহ ছিল। বিচার বিভাগে স্বাধীনতা নিশ্চিতে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ পুর্নবহাল করা প্রয়োজন। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে, না হয় সংশোধন করতে হবে। সাবেক বিচারপতি মতিন আরও বলেন, সব অধিকার সংবিধানে লেখা থাকে না। কিছু অধিকার সবকিছুর উর্ধ্বে, ছাত্ররা এবার বিপ্লবে তাই প্রয়োগ করেছে। মিডিয়াকে কুক্ষিগত করা হয়েছিল। মিডিয়াকে হত্যা করতে সাইবার সিকিউরিটি আইন করা হয়েছিল। দৈনিক ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, বিগত সরকারের আমলে কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানই ঠিক মতো দাঁড়াতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, সংবিধান পুর্নলিখনের ক্ষমতা বর্তমান সরকারের নেই। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনলে রাষ্ট্র পরিচালনা কঠিন হয়ে যাবে।

বন্যার কারণে নিত্যপণ্যে প্রভাব

বিষয়টিকেও দুর্যোগ হিসেবে দেখছে এবং এর সমাধানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। উপদেষ্টা আরও বলেন, ভূমিকম্পে উদ্ধার কাজের বিষয়ে আমাদের আলোচনা চলছে। দ্রুত রেসপন্স করার জন্য ফায়ার সার্ভিসের কী কী প্রয়োজন, তা জানার চেষ্টা করেছি। বাস্তবতা হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে অনেক এলাকায় ভারী উদ্ধারকারী যানবাহন ঢুকতে পারবে না। এ ধরনের বিপর্যয়ের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নিচ্ছি। এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুল হাসান, বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর জেনারেল নাহিদ আসগর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতি রাতে কারওয়ান বাজারে ৫০

আরেক ডেঙ্গু হাজির হয়েছে। ঢাকা শহরের মধ্যে যাত্রাবাড়ী জুরাইন এলাকায় সবচাইতে বেশি ডেঙ্গু। এই এলাকায় অনেক জলাবদ্ধতা রয়েছে। শেখ হাসি-নার উদ্দেশ্য জনসেবা ছিল না, ছিল জনগণের টাকা মার আর বিদেশে পাচার করা। ম্যান-পাওয়ার সিন্ডিকেট করে আওয়ামী সিন্ডিকেটবাজরা হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছে। শেখ হাসিনা কিংবা তার পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদের কারাগারে পাঠানো হতো। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি কারাগার ছিল শেখ হাসিনার আয়নাঘর। তার বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে, গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলবে, তাদের সেই ঘরে বন্দী করে রাখা হতো। শুধু বিএনপি নেতাকর্মী নয়। এদেশের জনগণ যারা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন, তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চলেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্যে রিজভী বলেন, জনগণ আওয়ামী লীগকে বিদায় করে একটু মুক্ত হয়েছে। একটু শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তদের কালো টাকা এখনো আমাদের সমাজের আনাচে-কানাচে গভীরে ছড়িয়ে আছে। তারা নাশকতা করে যাচ্ছে, করবে। আমরা আগে বলেছিলাম, তারা নাশকতা করবে। কারণ সরকারি সংস্থায় আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের লোক রয়েছে, তারা এসব করবে। 'বিদ্যুৎ বোর্ড করেছে, স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তারা (আওয়ামী লীগ) এটাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। তারা ৫০টি পল্লী বিদ্যুৎকেন্দ্র শাটডাউন করলেন, তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে। তাহলে হাসিনার আমলে কেন করলেন না? সে সময় দাবি করলেন না কেন? আপনাদের ন্যায্য দাবি থাকতে পারে, কিন্তু শাটডাউন করলেন কেন? কার স্বার্থে করলেন। হাসিনাকে প্রত্যাবর্তন করাতে চান? আবার বাংলাদেশ ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক লুট করার ব্যবস্থা করতে চান? রিজভী আরও বলেন, আপনারা যদি হাসিনার দোসরদের মেইন মেইন জায়গায় বসান, তাহলে নাশকতা তো হবেই। ঘুরেফিরে দেখছি দুটো শক্তিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বসাচ্ছে। একটা স্বাধীনতা বিক্রি করার শক্তি আর একটা স্বাধীনতার বিরুদ্ধের শক্তি। এদের বসানোর কারণেই যারা স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে, তারা ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। যার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়ছে। তিনি বলেন, গড়িমসি না করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচন হলে নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থাকবে। একজন এমপিকে কিছু না কিছু ভাল কাজ করতে হয়। শেখ হাসিনার এমপি নয়। সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যাকে পছন্দ করে নির্বাচিত করবে, সেই এমপি। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আমরা ১৬ বছর যুদ্ধ করেছি। আমাদের কথা হল যেই ক্ষমতা আসুক, জনগণের ক্ষমতা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি সালাহ উদ্দিন আহমেদ, বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম ও সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. পারভেজ রেজা কাকন। প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি সভাপতি তানভীর আহমেদ রবিন, মেহেবুব মাসুম শান্ত প্রমুখ।

দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া

নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। কৃষিখাতে যান্ত্রিকীকরণ ও সারের দুর্নীতির বিষয়ে তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রে শুধু যান্ত্রিকীকরণই নয়, সারের ক্ষেত্রে একটা বড় দুর্নীতি হয়েছে। এটার ক্ষেত্রে আমরা একটা ইনকয়ারি করছি। যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে যা

হবে। জানা গেছে, আজ বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সাত দল ও জোটের সঙ্গে সংলাপে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। তবে বরাবরের মতো এবারও ডাকা হয়নি বিগত সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টিকে (জাপা)। সাত দল ও জোটের মধ্যে রয়েছে- গণফোরাম, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), লেবার পার্টি, ১২ দলীয় জোট, আন্দালিব রহমান পার্থর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও গণতান্ত্রিক মুক্তি কাউন্সিল। সংলাপে আমন্ত্রণ পাওয়া দল বা জোটের একাধিক নেতা জানান, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে তাদের আলোচনার মূল কেন্দ্র থাকবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচনকেন্দ্রিক সংস্কার এবং নির্বাচনী রোডম্যাপ। এ ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার সামনে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব পেশ করবেন তারা। এ ছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন থেকে আওয়ামী লীগের দোসরদের সরানো, গণহত্যার বিচার এবং আওয়ামী লীগের আমলে বিরোধী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা-গায়েবি মামলা প্রত্যাহার প্রসঙ্গেও নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবে দলগুলো। এর আগে, গত ৫ অক্টোবর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাকি দলগুলোর সঙ্গে আজ সংলাপ করবেন তিনি। সবশেষ তৃতীয় দফার সংলাপ শেষের পর এবারের দফায় জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির আমন্ত্রণ পাওয়ার জোর গুঞ্জন উঠলেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সমর্থকদের প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত ডাকা হয়নি দলটিকে।

গণফোরামের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার

প্রত্যাহার প্রসঙ্গেও নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবে দলগুলো। এর আগে ৫ অক্টোবর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস। বাকি দলগুলোর সঙ্গে আজ সংলাপ করবেন তিনি। সর্বশেষ তৃতীয় দফার সংলাপ শেষের পর এবারের দফায় জিএম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির আমন্ত্রণ পাওয়ার জোর গুঞ্জন উঠলেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সমর্থকদের প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত ডাকা হয়নি দলটিকে।

বোনের বাড়িতে আত্মগোপনে থাকা যুবলীগ নেতাকে ডেকে নিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বোনের বাড়িতে আত্মগোপনে থাকা মো. ফিরোজ খান (৩৫) নামের এক যুবলীগ নেতাকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার লালানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফিরোজ খান বারৈয়ারঢালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি উপজেলার উত্তর কলাবাড়িয়া এলাকার মৃত কামাল উদ্দিনের ছেলে। নিহতের ফুফাতো ভাই মোশারফ হোসেন জানান, ফিরোজ খান যুবলীগের রাজনীতি করতেন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে তিনি নিজের বাড়িতে থাকতেন না। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তার এক বোনের বাড়িতে থাকতেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, গত শুক্রবার রাত ১টার দিকে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল তাকে বোনের বাড়ি থেকে ডেকে খালি জমিতে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে বোনের বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সীতাকুণ্ড থানার ওসি মো. মজিবুর রহমান বলেন, 'বোনের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ফিরোজ খান নামের এক যুবককে কে বা কারা হত্যা করেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জিয়ার মাজার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করলো ছাত্রদল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করলেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদের নেতৃত্বে এই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যাতে ৩০ জন ছাত্রনেতা অংশ নেন। এ সময় রাজু আহমেদ বলেন, আমরা সাংগঠনিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজার প্রাঙ্গণে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেছি।

নাটোরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের রেজুর মোড় এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস ও মাছবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। হতাহতরা সকলেই বাসযাত্রী। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা হলেন ইবনে সিনা ফার্মাসিটিক্যালসের প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম এবং পুঠিয়া উপজেলার পরিতোষ কুমারের ছেলে উৎসব দত্ত। জানা যায়, গত শুক্রবার রাত ১০টার দিকে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের রেজুর মোড় এলাকায় ন্যাশনাল ট্রাভেলসের একটি বাস ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখে যাচ্ছিল। ওই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকাগামী একটি মাছবাহী ট্রাক বাসটিকে অতিক্রম করার সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু ও ৩ জন আহত হন। বনপাড়া হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি মো. ইসমাইল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গতকাল শনিবার সকালে লাশগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আহতরা আশঙ্কামুক্ত। খবর পেয়ে বনপাড়া ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে।

কুমিল্লায় নিরাপত্তাপ্রহরীকে হাত-পা বেঁধে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে রবি অজিয়াটা মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক টাওয়ারে হামলা করে নিরাপত্তাপ্রহরী আবুল হাশেমকে (৬৫) হত্যা করা হয়েছে। নিহত আবুল হাশেম ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার করোটি চকবাড়ী গ্রামের মৃত আকবর আলী ছেলে। গতকাল শনিবার ভোররাতে চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম ফাল্গুনকরা রবি টাওয়ারে এ ঘটনা ঘটে। চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি মো. আকতারুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতের মুখ, হাত-পা গামছা দিয়ে বাঁধা, নাক থেতলানো, পুরো মাথা গামছা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়। ঘটনাস্থলে রবি টাওয়ার কোম্পানির ব্যাটারির স্তূপ দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, চুরি করার উদ্দেশ্যে চোর চক্রের হামলায় এই ঘটনা ঘটেছে। এন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটি সার্ভিসের সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেন জানান, নিহত আবুল হাশেম ছাড়াও হাফেজ শফিউল্লাহ সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে ফাল্গুনকরা রবি টাওয়ারে দায়িত্ব পালন করেন। ঘটনার দিন তিনি ছুটি ছাড়াই অনুপস্থিত ছিলেন। ঘটনাস্থলে সরজমিন তদন্ত করছেন এসপি সার্কেল নিশাদ তাবাসসুম, চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি মো. আকতারুজ্জামানসহ পিবিআই কুমিল্লার ফরেনসিক টিম। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নিহত আবুল হাশেম রবি টাওয়ারে গত ২০ বছর থেকে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন। দীর্ঘদিন থেকে থাকার সুবাদে পৌরসভার ফাল্গুনকরা এলাকায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি।

সিলেটে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেট নগরীর সাগরদিঘীর পাড় এলাকায় বিরোধের জেরে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে শাওন আহমদ (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে রাত সাড়ে ৭টার দিকে শাওনের ওপর হামলা চালায় ও ছুরিকাঘাত করে। নিহত শাওন নগরীর সুবিদবাজার বনকলা পাড়ার সেলিম মিয়ার ছেলে। সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের দুটি পক্ষের বিরোধের জেরে হামলা চালানো হয় শাওনের ওপর। একপর্যায়ে শাওনকে ছুরিকাঘাতে করে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। জানা যায়, কিছুদিন ধরে নগরীর বাগবাড়ি ও সাগরদিঘী পাড়ের কিশোরদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। কয়েক দিন আগে কিশোরদের সিনিয়ররা বিষয়টি সমাধান করে দেয়। তবুও ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ চলছিল। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টায় বাগবাড়ির কয়েকজন সাগরদীঘির পাড়ে এসে শাওনকে ছুরিকাঘাত করে ফেলে যায়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : শারদীয় দুর্গাপূজা ও পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমের ছুটি শেষে আজ রোববার থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। এদিন সকাল ৯টা থেকে যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. এস এম মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, শারদীয় দুর্গাপূজা ও পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম উপলক্ষে গত ৯ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। ছুটি শেষে ২০ অক্টোবর যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে।

অবৈধ অনুপ্রবেশকালে মৌলভীবাজারে বিজিবির হাতে আটক ২ ভারতীয়

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় মৌলভীবাজারে দুই ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল শনিবার আটক দুই ভারতীয়কে কুলাউড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। থানার ওসি মো. গোলাম আফসার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার আলীনগর সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতের উনুকোটি জেলার ইরানি থানার অধিবাসী আবদুল জলিল (৪৫) ও আবদুল আহাদকে (৩৯) আটক করা হয়। পরে তাদের কুলাউড়া থানায় হস্তান্তর করে বিজিবি সদস্যরা। ৪৬ বিজিবির শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে আলীনগর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেন জলিল ও আহাদ। এ সময় তাদের কাছে আলীনগর বিজিবির সদস্যরা কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কেউই বাংলাদেশে প্রবেশের বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। পরে তাদের আটক করে গতকাল শনিবার সকালে কুলাউড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়। ৪৬ বিজিবির শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এবিএম শাহরিয়ার সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ট্রেনের দরজায় বসে দুই পা ভাঙল যাত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর রেললাইনের পাশে থাকা ইটবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় ট্রেনের দরজায় বসা ইব্রাহিম মিয়া (৩৭) নামে এক যাত্রীর দুই পা ভেঙে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টায় নরসিংদী রেলস্টেশনের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ইব্রাহিম মিয়া রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্ধি গ্রামের দৌলত মিয়ার ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী ট্রেন যাত্রী বাবুল হোসেন জানান, সকাল ৭টা ১০ মিনিটে নরসিংদীর রায়পুরার আমিরগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে ঢাকা অভিমুখী তিতাস কমিউটার ট্রেন উঠেন ইব্রাহিম মিয়া। এ সময় এ স্টেশন থেকে উঠা অন্য যাত্রীরা ট্রেনের ভেতরে অবস্থান করলেও ইব্রাহিম মিয়া ট্রেনটির দরজায় পায়ের দুই হাঁটু বের করে বসে থাকেন। পরে ট্রেনটি সকাল ৭টা ২৬ মিনিটে নরসিংদী রেলস্টেশনে যাত্রা বিরতি দিয়ে পরবর্তী স্টেশনের উদ্দেশে ছেড়ে আসে। তারপরও তিনি ট্রেনের দরজায় বসা ছিলেন। এদিকে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ট্রেনটি নরসিংদীর দগরিয়া এলাকার মসজিদের সামনে পৌঁছায়। এ সময় রেললাইন ঘেঁষে একটি ইটবোঝাই ট্রলি অবস্থান করছিল। আর ট্রেনের দরজায় পায়ের হাঁটু বের করে বসা ছিল ইব্রাহিম মিয়া। পরে অসাবধানতার কারণে ইটবোঝাই ট্রলির সঙ্গে তার হাঁটুর ধাক্কা লেগে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই পা ভেঙে গুরুতর আহত হয় ইব্রাহিম মিয়া। এ সময় ট্রেনের যাত্রীরা তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক সেবা দিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মোবাইল যোগাযোগ করেন। সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে তিতাস কমিউটার ট্রেন বিমানবন্দর রেলস্টেশনে পৌঁছানোর পর গুরুতর আহত ইব্রাহিম মিয়াকে স্বজনদের কাছে বুঝিয়ে দেয়। পরে স্বজনরা ইব্রাহিমকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যায়। নরসিংদী থেকে নিয়মিত ঢাকা যাতায়াত করা ট্রেন যাত্রী তারেক, জুয়েল আলমাস ও ইকবালসহ অন্য যাত্রীরা জানান, প্রায় সময়ই ট্রেনের ভেতর জায়গা থাকার পর কিছু যাত্রী ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ দরজায় বসে থাকেন। এ নিয়ে প্রায় সময় ঝগড়া হয়। এমনকি মারধরের ঘটনাও ঘটে। এ ছাড়া ট্রেন সিগন্যালের সঙ্গে সংঘর্ষে দরজায় ঝুলে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। যেসব যাত্রী ট্রেনের ভেতর জায়গা থাকার পরও দরজায় বসে থাকে অথবা ঝুলে থাকে তাদের জন্য আজকের দুর্ঘটনাও একটি সর্তক বার্তা।

ঝালকাঠিতে ২ জেলেকে এক বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : ঝালকাঠিতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ শিকার করার অপরাধে মো. মেহেদী ও জিয়া খান নামে দুই জেলেকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের দণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল শনিবার সকাল পর্যন্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা ইয়াসমিন ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে আটক জেলেদের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এসময় ২৫ হাজার মিটার জাল, ১৫ কেজি মাছ ও একটি নৌকা জব্দ করা হয়। মাছগুলো বিভিন্ন এতিম খানায় বিতরণ করা হয়। আটককৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে নৌকা ভেঙে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলাম জানান, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় মো. মেহেদী ও জিয়া খান নামে দুই জেলেকে আটক করে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। মা ইলিশ রক্ষায় জেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের এ অভিযান ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নাজিরহাট পৌরসভা এলাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে মো. জামাল উদ্দিন (২০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে নাজিরহাট বাজারের দরবার সড়ক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জামাল উদ্দিন হাটহাজারীর চারিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং মোহাম্মদ ছালামের ছেলে। ভবন মালিক মো. কাশেম জানান, জামাল উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণাধীন ৬ তলা ভবনে কাজ করছিল। সকালে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে যায়। আহত অবস্থায় ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত ডা. নাহিদ শারমিন বলেন, সকাল ১১টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে নিয়ে আসা হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে।

বরিশালে খালে মিলল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায় নিখোঁজের একদিন পর খাল থেকে ইয়াসিন (১৫) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গত শুক্রবার বিকেলে বানারীপাড়া উপজেলার সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের আউয়ার বাজার সংলগ্ন খাল থেকে ভাসমান অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয়। ইয়াসিন বানারীপাড়া উপজেলার তালাপ্রসাদ গ্রামের মাওলানা সিরাজুল ইসলামের ছেলে ও উপজেলার আউয়ার দারুল উলুম মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র ছিল। বানারীপাড়া থানার ওসি দায়িত্বে থাকা পরিদর্শক (তদন্ত) মোমিন উদ্দিন জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আউয়ার দারুল উলুম মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র ইয়াসিনের সন্ধান পাচ্ছিলো না মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা স্বজনদের জানালে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছিল ইয়াসিন উজিরপুরের সাতলায় নানা বাড়িতে গিয়েছে। কিন্তু রাত অবধি সে সেখানে না পৌঁছালে রহস্যের সৃষ্টি হয়। তিনি জানান, গত শুক্রবার বিকেলের দিকে মাদ্রাসার অদূরে থাকা আউয়ার বাজার সংলগ্ন খালে একটি লাশ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে লাশটি ইয়াসিনের বলে শনাক্ত করা হয়। তবে ইয়াসিনের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে তা জানা যায়নি। এমনকি বৃহস্পতিবার নিখোঁজের আগ মুহূর্তে ওই খালে মাদ্রাসার অন্য শিক্ষার্থীরা ইয়াসিন গোসল করতে দেখেনি। তাই বিষয়টি নিয়ে রহস্য থাকায় আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলেও জানান পরিদর্শক মোমিন উদ্দিন।

বরিশালে জেলেদের হামলায় ইউএনওসহ ৫ জন আহত

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের মেঘনা নদীতে হিজলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে অভিযানে জেলেরা হামলা চালিয়েছে। এতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্তত পাঁচ জন আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার বিকেলে পরিচালিত অভিযানে হামলা করা হয় বলে হিজলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর হোসেন জানিয়েছেন। তিনি জানান, র‌্যাব-কোস্টগার্ড, আনসারসহ উপজেলার মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে মা ইলিশ রক্ষায় মেঘনা নদীতে অভিযান করা হয়। এ সময় নদীতে জাল ফেলে অবস্থান করা একটি নৌকাসহ জেলেদের আটক করা হয়। তখন জেলেদের ডাকে আরো তিনটি নৌকায় করে লোক এসে তাদের ওপর হামলা করেন বলে জানান জাহাঙ্গীর হোসেন। জেলেরা তাদের নৌযানে ইট, লাঠির মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে নিক্ষেপ শুরু করেন। এতে তিনিসহ (ইউএনও) একজন আনসার সদস্য, চার জন কর্মচারী আহত হন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‌্যাব সদস্যরা ১১ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেন। তখন হামলাকারীরা পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থল থেকে ১১ জেলেকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। বাকি চারজন অপ্রাপ্ত বয়সী হওয়ায় তাদের কাছ থেকে মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

নিষেধাজ্ঞার ছয়দিনে সাড়ে ৫ হাজার কেজি ইলিশ জব্দ: এদিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অপরাধে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীতে অভিযান চালিয়ে গত ছয়দিনে ৯৪ জেলেকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১০ লাখ ৬২ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। বিভাগীয় মৎস্য অফিস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৩ থেকে ১৮ অক্টোবর মধ্যরাত পর্যন্ত বরিশাল বিভাগে ৭১১টি অভিযান চালানো হয়েছে এবং ২৩০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার পাশাপাশি ২৫৯টি মামলা করা হয়েছে। এ সময়ে বরিশাল বিভাগে ১৪১ বার বিভিন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, ১ হাজার ৭০ বার বিভিন্ন মাছঘাট, এক হাজার ৯৯১ বার বিভিন্ন আড়ত ও এক হাজার ১৪৯ বার বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেছেন মৎস্য অধিদপ্তরে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা। আর গত দুই দিনের অভিযানে পাঁচ হাজার ৬৪৯ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি চার কোটি ৬৮ লাখ ৬০ হাজার ১০০ টাকা মূল্যের ২৫ লাখ ৮৮ হাজার ৭ শত মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া নৌকাসহ জব্দ হওয়া সরঞ্জাম নিলাম করে এক লাখ দুই হাজার ৬০০ টাকা বিক্রি করা হয়েছে। মৎস্য বিভাগের উপপরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জানান, গত ১৩ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে ২২ দিনের জন্য উপকূলের সাত হাজার বর্গ কিলোমিটারের মূল প্রজননস্থলসহ সারা দেশে ইলিশ আহরণ,পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ থাকছে। প্রসঙ্গত, বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার তিন হাজার ১৯ হাজার ৮৩০ জন জেলেকে সাত হাজার ৯৯৬ মেট্রিকটন চাল বিতরণ করা হবে।

শরীয়তপুরে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : শরীয়তপুরের নড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কামাল বেপারী (৪৫) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার রাতে নড়িয়া থানার ওসি আসলাম উদ্দিন মোল্লা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে দুপুরে উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের কাজিকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত কামাল বেপারী কাজিকান্দি এলাকার মৃত হোসেন বেপারীর ছেলে। তিনি একজন কৃষক ছিলেন। তার দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত নড়িয়া উপজেলার কাজিকান্দি এলাকার আলী হোসেন সরদারের সঙ্গে একই এলাকার কামাল বেপারীর দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতা গত শুক্রবার সকালে স্থানীয় একটি সাঁকো নিয়ে কামাল বেপারীর স্ত্রী মাসুদা বেগমের সঙ্গে প্রতিপক্ষ আলী হোসেনের চাচাতো ভাই আয়নাল সরদারের স্ত্রী শিরিন বেগমের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আলী হোসেন, আয়নাল সরদার ক্ষিপ্ত হন। পরে দুপুরে স্থানীয় আন্ধারমানিক বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার সময় আলী হোসেন, আয়নাল সরদারসহ ১০-১২ জন মিলে কামাল বেপারীকে কাজিকান্দি এলাকার ইদ্রিস সরদারের বাড়ির ভেতরে নিয়ে চাপাতি, হাতুড়িসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে এলাকার বেসরকারি হাসপাতাল দেওয়ান মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পরে বিকেলে ঢাকা মেডিকেলে তার মৃত্যু হয়। নিহত কামাল বেপারীর বড় ভাই সুলতান বেপারী বলেন, আধিপত্য নিয়ে আলী হোসেন, আয়নালদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব ছিল। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আমার ভাইকে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তারা। আমার ভাইয়ের হত্যাকারীদের বিচার দাবি করছি। অভিযুক্ত আলী হোসেন সরদার ও আয়নাল সরদারের বক্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেও তাদের পাওয়া যায়নি। ওসি আসলাম উদ্দিন মোল্লা বলেন, কাজিকান্দি এলাকায় এক কৃষককে কুপিয়ে জখম করেছে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে তার মৃত্যু হয়। লাশ ঢাকা মেডিকেলে আছে। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। এখনও কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্তদের ৮৮ ভাগই ডেন-২ ধরনের

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮৮ ভাগ রোগীর মধ্যেই পাওয়া গেছে ডেন-২ ধরনের ডেঙ্গু ভাইরাস। ১১ ভাগ রোগীর মধ্যে পাওয়া গেছে ডেন-৩ ধরন। এছাড়া গত বছরের ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জিনোম সিকুয়েন্স করে দেখা গেছে, ৫০ ভাগ রোগীর মাঝেই বিপজ্জনক কসমোপলিটান ধরন উপস্থিত, যা রোগের তীব্রতা ও জটিলতা বাড়িয়ে দিতে পারে। গত দুই বছর ধরে চট্টগ্রামের ডেঙ্গু রোগীদের নিয়ে চলমান গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এসপেরিয়া হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে চলমান এই গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছে আইসিডিডিআরবি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ। কসমোপলিটান ধরন এর কারণেই চট্টগ্রামে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির হার বেড়ে যাওয়া ও মৃত্যুর হারের ঊর্ধ্বগতি হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, ২০২৩ সালে চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৬৯ ভাগ রোগীই 'ডেন ২' সেরোটাইপে আক্রান্ত ছিল, আর এই বছর ৮৮ ভাগ রোগী 'ডেন ২' তে আক্রান্ত। গত বছর চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ ছিল পুরুষ, ডেঙ্গু রোগীদের প্রতি পাঁচজনে একজন ছিল শিশু। এছাড়াও চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি এলাকাকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চট্টগ্রামের ৬০ শতাংশ ডেঙ্গু রোগীর আবাসস্থল পাঁচটি এলাকায়, যেগুলোকে গবেষকরা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এলাকাগুলো হলো- বাকলিয়া, চকবাজার, কোতয়ালী, ডবলমুরিং এবং বায়েজিদ বোস্তামী। গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সীতাকুণ্ড, হাটহাজারী, পটিয়া, বোয়ালখালী এবং কর্ণফুলী এলাকা থেকে সবচেয়ে বেশি রোগী পাওয়া গেছে। গত বছর ১৫০০ রোগীর ওপর পরিচালিত এই গবেষণায় ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ।

হিরু সিন্ডিকেটের শেয়ার কারসাজির

সম্পর্কিত বিষয়ে আবুল খায়ের ও তার সহযোগীদের ওপর আরোপিত অর্থদণ্ড' প্রসঙ্গে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। একই সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। শেয়ার কারসাজির অভিযোগে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আবুল খায়ের, তার পরিবারের সদস্য এবং সহযোগীদের নাম উঠে এলেও কারো বিরুদ্ধে তেমন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পুনর্গঠিত বিএসইসির খন্দকার রাশেদ মাকসুদের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিশন আবুল খায়ের ও তার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এমনকি, আবুল খায়েরের ব্যবসায়িক পার্টনার বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকেও ছাড় দেয়নি বিএসইসি। অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মো. আবুল খায়ের পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারী। তার পরিচালিত বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলো হলো: ১২০১৯৫০০৬২১৬৪৫৩৫, ১২০২৬০০০৭১০৯১১১৬, ১২০৪৫৯০০৬৭৭১২৭৮১, ১২০৫৫৯০০৭১০৯১১১৬, ১২০৫৯৫০০৭১০৯১১১৬, ১৬০৪৫৩০০৬২১৬৪৫৩৫ ও ১৬০৫১১০০৭১০৯১১১৬। তিনি সরকারি কর্মচারী, সমবায় অধিদপ্তরে উপ-নিবন্ধক (ইপি) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি সহযোগীদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার লেনদেনে করসাজি করেছেন। ফলে, পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী। শেয়ার কারসাজির কারণে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আবুল খায়ের ও তার সহযোগীদের বিভিন্ন সময়ে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আবুল খায়ের ও তার সহযোগীদের বিভিন্ন সময়ে যে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, তা তুলে ধরা হলোড়২০২২ সালের ১৯ জুন গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান ও তাদের সহযোগীদের ৪২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ১৯ জুন ঢাকা ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান ও তাদের সহযোগীদের ৯৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ১৯ জুন এশিয়া ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের দেশ আইডিয়াল ট্রাস্ট কো-অপারেটিভকে ৭২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ২০২২ সালের ৬ জুলাই ফরচুন সুজের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের বাবা আবুল কালাম মাতবর এবং তার সহযোগীদের ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ৬ জুলাই এনআরবিসি ব্যাংকের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের বোন কনিকা আফরোজ এবং তার সহযোগীদের ৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ২০২২ সালের ২ আগস্ট ওয়ান ব্যাংকের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের বাবা আবুল কালাম মাতবর এবং তার সহযোগীদের ৩ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২ আগস্ট বিডিকম অনলাইনের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের প্রতিষ্ঠান ডিআইটি কো-অপারেটিভ এবং তার সহযোগীদের ৫৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর আইপিডিসি ফাইন্যান্সের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়ের এবং তার সহযোগীদের ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসানকে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের প্রতিষ্ঠান ডিআইটি কো-অপারেটিভকে ৩৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ২০২৪ সালের ২১ মার্চ জেনেক্স ইনফোসিসের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়ের এবং তার সহযোগীদের ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্যআবুল খায়ের এবং তার সহযোগীদের ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্য আবুল খায়েরের ব্যবসায়িক পার্টনার বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ৩১তম বিসিএসের সমবায় কর্মকর্তা আবুল খায়ের পাঁচ বছর আগেও বিনিয়োগকারীদের কাছে খুব একটা পরিচিত ছিলেন না। তবে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি যেন আলাদিনের চেরাগ নিয়ে হাজির হন পুঁজিবাজারে। তিনি দেশের পুঁজিবাজারে হিরু নামেই বেশি পরিচিত। ২০১৯ সালের নভেম্বরে প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে আলোচনায় আসেন আবুল খায়ের হিরু। প্যারামাউন্টের হাত ধরেই অন্যান্য ইন্স্যুরেন্সের কারসাজিতে নামেন তিনি। পরবর্তীতে ইন্স্যুরেন্সের পাশাপাশি অন্যান্য কোম্পানির শেয়ার নিয়েও তিনি কারসাজি করেন। হিরু নিজে এবং পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদ ও অন্য সহযোগীদের নিয়ে গড়ে তোলেন বিশাল সিন্ডিকেট। তার সিন্ডিকেটে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আছেন: স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান, বাবা আবুল কালাম মাতবর, মা আলেয়া বেগম, বোন কনিকা আফরোজ, ভাই মোহাম্মদ বাসার ও সাজিদ মাতবর এবং স্ত্রী সাদিয়া হাসানের ভাই কাজী ফুয়াদ হাসান ও কাজী ফরিদ হাসান। বাংলাদেশে শেয়ার কারসাজিতে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন আবুল খায়ের হিরু। শেখ হাসি-না সরকারের পতনের পর হিরুসহ তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাবের পাশাপাশি শেয়ার লেনদেনের বিও হিসাব জব্দ করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য চেয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএসইসির মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, 'শেয়ার কারসাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরুকে একাধিকবার জরিমানা করা হয়েছে। সম্প্রতি প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার লেনদেনে কারসাজির অভিযোগে তাকে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। যে কোনো কারসাজিকারীদের বিরুদ্ধে আগামীতে কমিশন আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে, আবুল খায়ের হিরুর কারসাজি ও জরিমানা আরোপ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ে কোনো চিঠি পাঠানো হয়েছে কি না, সেটা আমার জানা নেই।'

৭ মার্চ-১৫ আগস্ট বাতিলের

নেতাকর্মী। এ সময় পাশ থেকে ১৫-২০ জন আখ, বাঁশ ও কাঠ নিয়ে এসে তাদের ওপর হামলা চালায়। সংগঠনের লোকদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এ সময় সংগঠনটির বেশ কয়েকজন আহত হয়। ক্রিয়েটিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র কুতুব হিলালীর মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তার পরিচিত হুমায়ুন কবির নামের একজন ফোন ধরেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কুতুব হিলালীরা ৭ মার্চ ও ১৫ আগস্ট বাতিলের প্রতিবাদে প্রেসক্লাবের সামনে মিছিলে যাওয়ার সময় বিএনপি ও জামায়াতের ক্যাডাররা হামলা চালায়। তাদের অনেকে আহত হন। যার মধ্যে চারজন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, হামলাকারীরা যুবদলের নেতাকর্মী ছিল।

নেতানিয়াহুর বাসভবনে

বাড়িতে আঘাত হেনেছে। এটি লেবানন থেকে ৭০ কিলোমিটার উড়ে গিয়ে নেতানিয়াহুর বাড়িতে আছড়ে পড়ে। ড্রোনটি নেতানিয়াহুর বাসভবনে আঘাত হানার পর ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এসময় তেল আবিবে সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে। যে ড্রোনটি নেতানিয়াহুর বাসভবনে গিয়ে পড়েছে সেটির সঙ্গে আরও দুটি ড্রোন তেল আবিবে পাঠিয়েছিল হিজবুল্লাহ। তবে সেগুলো তেল আবিবে পৌঁছানোর আগেই ভূপাতিত করে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

মেডিকেল টেকনোলজি ও ফার্মেসি

সরকারি চাকরিতে কর্মরত মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সংখ্যা মাত্র ৪ হাজার ১০৬ জন এবং মোট পদের সংখ্যা ৫ হাজার ৯৭৫টি। তিনি বলেন, চিকিৎসক ও নার্সের বিদ্যমান সংখ্যার অনুপাত যেটি হওয়ার কথা ছিল ৮০ হাজারেরও বেশি। নিয়োগ জটিলতা শেষ হয়ে ২০২৩ সালের ১ আগস্ট সৃষ্ট নতুন পদে ৮৮৯ জনকে নিয়োগ দেয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ- যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় একটি বৃহৎ অংশের সরকারি চাকরিতে আবেদন বয়সসীমা পার হয়ে গেছে। নিজস্ব কোনো দপ্তর না থাকায় এ দক্ষ অথচ বেকার জনগোষ্ঠী একপ্রকার হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করছেন। এই খাতে বৈষম্য তুলে ধরে তিনি বলেন, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পেশাজীবীদের পেশাগত লক্ষ্য বাস্তবায়ন, বদলি, পদোন্নতি, উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, সময়মতো জন্য কোনো স্বতন্ত্র উইং কিংবা অধিদপ্তর নেই। এসময় ৬ দাবি তুলে ধরেন সদস্য সচিব জীবন ইসলাম। দাবিগুলো হলো- স্বতন্ত্র পরিদপ্তর গঠন করতে হবে। ডিপ্লোমাধারীদের দশম গ্রেড (দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড) পদমর্যাদা প্রদান করে ডব্লিউএইচও এর আনুপাতিক হারে পদ সৃষ্টি করে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ২০১৩ সালের স্থগিতকৃত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের নবম গ্রেডের পদ সৃষ্টি পূর্বক চাকরিজীবীদের আনুপাতিক হারে পদোন্নতির নিয়ম বহাল রেখে স্ট্যান্ডার্ড সেট আপ নিয়োগবিধি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঢাকা আইএইচটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে একটা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব আইএইচটি-তে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্ট শিক্ষকদের স্বতন্ত্র ক্যারিয়ার প্ল্যান গঠন করে বিদ্যমান নিয়োগ বিধি ও অসঙ্গতিপূর্ণ গ্রেড সংশোধন করতে হবে। মেডিকেল টেকনোলজি কাউন্সিল ও ডিপ্লোমা মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড গঠন এবং প্রাইভেট সার্ভিস নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। বি ফার্মসহ সব অনুষদের বিএসসি ও এমএসসি কোর্স চালু করা এবং স্কলারশিপসহ প্রশিক্ষণ ভাতা চালু করতে হবে। এসময় তারা চারদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর মধ্যে আছে - ২০ অক্টোবর সব আইএইচটিগুলোতে মানববন্ধন এবং অধ্যক্ষ বরাবর 'স্মারকলিপি প্রদান। ২১ অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব এবং সব জেলা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন। ২২ অক্টোবর সব জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন এবং 'স্মারকলিপি প্রদান। ২৪ অক্টোবর সব জেলার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রীবাহী

পাঠানো হয়েছে। বাসের চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছেন।' স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'সেন্টমার্টিন পরিবহনের বাসটি নাম্ব বাসকে ধাক্কা দিয়েছে। এতে করে বাসটি উল্টে যায়। এর ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।'

গাজার জাবালিয়ায় ইসরায়েলি

হয়েছিল হামাসের যোদ্ধারা। এছাড়া সেখানে বেসামরিক সরকারও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থিত হয়েছিল তারা। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। সেদিন ইসরায়েলের বিভিন্ন অবৈধ বসতিতে হামলা চালায় হামাসের যোদ্ধারা। ওই সময় তারা প্রায় ২৫০ জনকে ধরে গাজায় নিয়ে আসে এবং ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা করে। হামাসের এই হামলার প্রতিশোধ নিতে ওইদিনই গাজায় ব্যাপক হামলা চালানো শুরু করে ইসরায়েল। গত এক বছর ধরে চলা তাদের এসব নির্বিচার বর্বরতায় এখন।

বিশ্ববাজারে সোনার দামে নতুন

সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা চলতে থাকে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ইতিহাসে প্রথমবার প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬০০ ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। এই রেকর্ড গড়ার পরও সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬৮২ ডলার পর্যন্ত ওঠে। এই রেকর্ড দাম হওয়ার পর কমার প্রবণতা দেখা যায়। কয়েক দফায় দাম কমে ১ অক্টোবর প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬৩১ ডলারে নেমে আসে। এরপর কয়েক দফায় সোনার দামে উত্থান-পতন হলেও দাম কমার পাল্লাই ভারী হয়। এতে ১০ অক্টোবর লেনদেনের একপর্যায়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬০৬ ডলারে নেমে যায়। এই মূল্য সংশোধনের পর ১০ অক্টোবর লেনদেনের শেষদিকে আবার সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়। যা অব্যাহত থাকে সপ্তাহজুড়েই। এতে গত সপ্তাহের লেনদেন শেষে প্রতি আউন্স সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭২১ ডলারে। গত সপ্তাহের লেনদেন শুরু হওয়ার আগে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ২ হাজার ৬৫৭ ডলার। এ হিসাবে গত সপ্তাহে প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ৬৪ ডলার বা ২ দশমিক ৪২ শতাংশ। এর মধ্যে সপ্তাহের শেষদিন প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ২৭ দশমিক ৪৮ ডলার বা ১ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। এতে মাসের ব্যবধানে সোনার দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ১৮ শতাংশ। বিশ্ববাজারে সোনার এই দাম বাড়ার প্রেক্ষিতে দেশের বাজারে যে কোনো সময় সোনার দাম বাড়ানো হতে পারে বলে বাজুসের একজন দায়িত্বশীল সদস্য জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে যে হারে সোনার দাম বেড়েছে, তাতে দেশের বাজারে সোনার দাম অবশ্যই বাড়াতে হবে। বাজুসের সংশ্লিষ্ট কমিটি বৈঠক করে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেবে। এদিকে বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমার মধ্যে গত ২৯ সেপ্টেম্বর দেশের বাজারেও কিছুটা কমানো হয়। সে সময় সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১ হাজার ২৫৯ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৪৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১ হাজার ২০১ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৩১ হাজার ১৯৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১ হাজার ৩৮ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ১২ হাজার ৪৫৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম ৮৭৪ টাকা কমিয়ে ৯২ হাজার ২৮৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে এ দামেই দেশের বাজারে সোনা বিক্রি হচ্ছে। এই দাম কমানোর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর সব থেকে সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৩ হাজার ৪৪ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ হাজার ৮৯৩ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ হাজার ৪৯৬ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৯১ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম ২ হাজার ১২২ টাকা বাড়িয়ে ৯৩ হাজার ১৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। দেশের বাজারে এটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।

দেশের সড়ক নেটওয়ার্কের বিশাল

হাজার কিলোমিটার সড়কের ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া চলমান বর্ষায় চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এলজিইডির অনেক সড়ক। সংস্থাটির প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত অনেক সড়কেই ভারী মেরামত প্রয়োজন। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হবে।

এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক প্রসঙ্গে সওজ অধিদপ্তরের প্রকেন্শলীরা বলছেন, ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো মেরামতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। যেসব সড়ক বন্যার কারণে ক্ষতি হয়েছে, সেগুলোর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কারকাজ শুরুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলো এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হবে। অন্যদিকে এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান জানান, সওজর মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে এরইমধ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো সংস্কার করে যান চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। সড়কগুলো স্থায়ীভাবে সংস্কারের জন্যও মেরামত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ কিছু প্রক্রিয়া মেনে করতে হয়। কাজের পরিধি নিরূপণ ও মূল্যায়নের পর দরপত্র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বর্তমানে এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেই

হেফজুল উলুম ফায়েজা খানম কালিম মাদ্রাসায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে রুকন সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ২ হাজার নানী-পুরুষ রুকন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। জামায়াতের আমির বলেন, 'তারা (আওয়ামী লীগ) ১৬টি বছর গুম খুন করে ক্ষমতায় টিকে ছিল। সাধারণ মানুষকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।' তিনি বলেন, প্রতিদিন অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের নামে গুম খুন চাঁদাবাজি ধর্ষণসহ নানান অভিযোগ প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু জামায়াতে ইমলামীর ২ কোটি ৪২ লাখ রেজিস্ট্রার্ড কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে একটিও অভিযোগ আসেনি। আগামী দিনেও আসবে না। আগামী দিনে আমরা একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চাই, যে বাংলাদেশে কোনো বৈষম্য থাকবে না। জামায়াতের আমির আরও বলেন, 'সম্প্রতি আন্দোলনে বেহায়য়া-বেপরোয়া সরকার জনগণের বুকের ওপর যে গুলি ছুড়েছে-খুনের নেশায় মেতে উঠেছিল, তারা আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায়। কিন্তু আগে বিগত তাদের তামাসার নির্বাচনের বিচার করতে হবে। এরপর জনগণ সিদ্ধান্ত নেবেন।' চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আমির মাওলানা আবুজার গিফারীর সভাপতিত্বে রুকন সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনড় ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য সাবেক পৌর মেয়র মো. নজরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও রাজশাহী মহানগরী আমির ড. মাওলানা কেরামত আলী, সাবেক এমপি অধ্যাপক লতিফুর রহমান প্রমুখ।

শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সুখবর দিল

চালু হয়েছিল, যা আগামী বছর পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে। ২০০ মিলিয়ন রিঙ্গিত বাজেটে প্রোগ্রামটির মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক উপকৃত হবেন। এছাড়াও চরম দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকার 'পিপলস ইনকাম ইনিশিয়েটিভ' (আইপিআর) প্রোগ্রামে ২৫০ মিলিয়ন রিঙ্গিত বরাদ্দ করবে। এদিকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় শিল্প ও উৎপাদন প্রযুক্তিবিদদের জন্য প্রারম্ভিক বেতন ২২৯০ রিঙ্গিত, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ৩৩৮০ রিঙ্গিত এবং পেশাদার সৃজনশীল ডিজাইনারদের জন্য ২৯৮৫ রিঙ্গিত করা হবে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মজুরি ১৭শ' রিঙ্গিত করার সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নতুন ন্যূনতম মজুরি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতিমালা শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা বাড়াবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছে মালয়েশিয়া সরকার।

বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ডে খরচ

বাংলাদেশিরা।বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, একজন বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে গিয়ে প্রতি বছর ১২ হাজার ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে পারেন। এ অর্থ কার্ডের মাধ্যমে খরচ করতে পারেন, আবার বিদেশে যাওয়ার সময় নগদ ডলারও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন। তবে কার্ডের মাধ্যমে ডলার পেমেন্ট করতে গেলে একবারে সর্বোচ্চ ৩০০ ডলার পর্যন্ত খরচ করার সুযোগ রয়েছে।

মূল্যায়ন ও সংশোধনে

বৃদ্ধি, ঝরে পড়া ঠেকানো, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের স্বল্পসময়ের ক্ষুধা নিবারণ এবং বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের জুনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় 'প্রাইমারি স্কুল মিল' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করে। সম্পূর্ণ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ১৭ হাজার ২৯০ কোটি টাকা। প্রকল্প প্রস্তাবটি একনেক সভায় উপস্থাপন করা হলেও সেটি অনুমোদন না দিয়ে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পরিবর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তবসম্মত ও কার্যকর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে একনেক সভার নির্দেশনা অনুযায়ী, নতুন ডিজাইনে 'সরকারি স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প প্রস্তাব করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রস্তাবনা অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রকল্প প্রস্তাবটির অনুমোদন মেলেনি। পরিকল্পনা কমিশনের এক কর্মকর্তা বলেন, প্রকল্পটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই জরুরি। কিন্তু প্রকল্প প্রস্তাবে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকায় প্রকল্প সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাঠালে সেখানেও বেশকিছু অসংগতি রয়ে গেছে। এ কারণে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ না করে আবারও পিইসি সভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আলোচ্য প্রকল্পের ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় প্রস্তাবসহ নানা ত্রুটিবিচ্যুতিসহ বেশকিছু অসংগতি তুলে ধরে ডিপিপি সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। পরে ২৩ জুন আরেকটি সভা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৩ আগস্ট ও ৫ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে অধিদপ্তরের প্রকল্প পর্যালোচনা সভা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় কমিয়ে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই মাসে শুরু হয়ে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পাঠায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতেও বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ব্যয় এবং যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে বেশকিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকায় আবারও পিইসি সভার সিদ্ধান্ত নেয় পরিকল্পনা কমিশন। সেই সভায় সংশোধিত ডিপিপির বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ব্যয় প্রস্তাব ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পিইসি সভার কার্যপত্র সূত্রে জানা গেছে, আলোচ্য প্রকল্পের অফিস ভাড়া, দায়িত্ব ভাতা এবং ইনস্পকেশন খাতসহ বেশকিছু খাতে অতিরিক্ত ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে। পিইসি সভায় এসব খাতের ব্যয় প্রস্তাব এবং যৌক্তিকতা জানতে চায় পরিকল্পনা কমিশন। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় গাড়ি কেনার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হবে বলে জানা গেছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী, আলোচ্য প্রকল্পে 'খাদ্যসামগ্রী' কিনতে খরচ হবে ৪ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর) অনুযায়ী, তিন সদস্যবিশিষ্ট বাজারদর কমিটি গঠন করে বাজারদর যাচাই করে পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ প্রতিবেদন পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযোজনের কথা থাকলেও সংশোধিত ডিপিপিতে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়নি। খাদ্যসামগ্রী কেনার বাইরে খরচ হবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। শুধু খাদ্যসামগ্রী বিতরণ ও ব্যবস্থাপনায় খরচ ধরা হয়েছে ৩৬৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এর মধ্যে ভেন্ডর, গোডাউন, পরিবহন, সার্ভিস চার্জ, খাদ্য বিতরণ, প্যাকেজিং ফি বাবদ খরচ ২৮২ কোটি টাকা। অ্যাপ্রোন ও হ্যান্ডকারচিফে (রুমাল) খরচ ৩০ কোটি টাকা, আউটসোর্সিংয়ে খরচ ২৫ কোটি। প্রকল্পের আওতায় ১৫০টি অফিস ভাড়ার জন্য ১০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। 'ইন্সপেকশন ফি' খাতে ২০ কোটি টাকা এবং দায়িত্ব ভাতা খাতে ১৫৯ জনের বিপরীতে ৪ কোটি ৮ লাখ টাকা ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অফিস ভাড়ার প্রয়োজনীয়তা, ইন্সপেকশন ফি এবং দায়িত্বভাতার যৌক্তিকতা জানতে চেয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। এদিকে, অর্থবিভাগের জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সব ধরনের যানবাহন ক্রয় বন্ধের নির্দেশনার পরও আলোচ্য প্রকল্পে একটি জিপ, একটি মাইক্রোবাস এবং ১৫০টি মোটরসাইকেল কেনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। নির্দেশনার পরও যানবাহন কেনার প্রস্তাবের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। কার্যপত্র সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার বিতরণ ব্যবস্থাপনা ব্যয় কীভাবে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চায় পরিকল্পনা কমিশন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের কিছু অঙ্গের একক ও পরিমাণ থোক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এগুলোর অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সুনির্দিষ্টভাবে ডিপিপিতে উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পর্যায়ক্রমে সারা দেশের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ধাপে ১৫০টি উপজেলার প্রায় ১৮ থেকে ১৯ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকল্পের আওতায় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হবে। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে থাকবে দুধ, ডিম, রুটি এবং মৌসুমি ফল। তিনটি ধাপে পর্যায়ক্রমে শুকনা পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার বিতরণের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেফতার করা হয়। নিউমার্কেট এলাকায় দোকান কর্মচারী শাহজাহান আলীকে (২৪) হত্যার অভিযোগে করা মামলায় পরের দিন ১৪ আগস্ট তার ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশীদ। মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ৫ আগস্ট রাজধানীর বাড্ডা থানা এলাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ। এসময় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আলামিন গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ঘটনায় রাজধানীর বাড্ডা থানায় আলামিনের মা মনিহার বেগম একটি হত্যা মামলা হয়েছে।

সরকার পতনে জয়ী ভাবা অনেক

এবং গবেষকদের ঐক্যজোট সিএসও অ্যালায়েন্স এ পরামর্শ সভার আয়োজন করে। বিগত সরকার এনজিওগুলোকে প্রচণ্ড চাপে রেখেছিল অভিযোগ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'দেশি-বিদেশি যে উন্নয়ন সংস্থাগুলো, তারা মূলত সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতি রুখতে কাজ করে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে। অথচ বিগত ১৫ বছর এনজিও এবং সিএসও খাতের ওপর প্রচণ্ড ধরনের চাপ ছিল। হয়রানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করতে হয়েছে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে যে ক্ষমতার রাজনীতি, সেখানে এখনো যে সংকীর্ণতা; তাতে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করতে হয়। যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তারাই আমাদের চরম শত্রু ভেবেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে অসহযোগিতা করেছে। আবার হয়রানির জন্য মিথ্যা মামলাও করেছে।' টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'যখন আবার সেই দল ক্ষমতার বাইরে থেকেছে; বিরোধীদলে গেছে, তখন আমাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে সাধুবাদ জানিয়েছে। গত ১৫ বছরের যে ইতিহাস, সেখানেও কিন্তু ধারাবাহিক সেই প্রক্রিয়াই চলেছে। তাদের এমন কঠোরতা ও উদারতার কারণ হলো- একপক্ষের ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এবং অন্যপক্ষকে ক্ষমতায় যেতে হবে।' 'অথচ অনিয়ম-দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সুশাসনের ঘাটতির যে চিত্র, তা তুলে ধরে এনজিও এবং সিএসও খাতের সংস্থাগুলো মূলত সরকারকে সঠিক কাজটি করতে সহায়তা করে থাকে। সেটি কিন্তু বিগত সরকারগুলো অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে' যোগ করেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। বিদেশি উন্নয়ন সংস্থাগুলো চাপে রাখতে সরকার আইনেও পরিবর্তন এনেছিল উল্লেখ করে টিআইবির প্রধান বলেন, 'বিদেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে চাপে রাখার জন্য তারা আইনে নানান পরিবর্তনও এনেছিল। ফরেন ডোনেশন্স (স্বেচ্ছাসেবক অ্যাক্টিভিটিস) রেগুলেশন অধ্যাদেশ যেটি রয়েছে, ২০১৬ সালে তাতে ৪৩নং ধারা যুক্ত করা হয়। সেখানে ১৪ নম্বর উপধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি দেশের সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক ও অশালীন কোনো মন্তব্য করেন, তাহলে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এর মাধ্যমে সংস্থাগুলোকে সমালোচনা, সুশাসন ও মানবাধিকার কথা বলার ক্ষেত্রে বাধার দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে।' রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বাহি-নীকেও ব্যবহার করা হয়েছে অভিযোগ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'আমাদের চাপে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও ব্যবহার করা হয়েছে। দফায় দফায় বিভিন্ন ইস্যুতে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। বিদেশি অর্থায়ন রুখতে কাজ করা হয়েছে। নাগরিক অধিকার হরণের জন্যও ঠিক একইভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত কোনো দল, মত, সংস্থাকে টার্গেট করে আমি এসব কথা বলছি না। ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমি বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।' ক্ষমতায় গেলেই রাজনৈতিক দলের আচরণে পরিবর্তন আসে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'কোনো দল ক্ষমতায় থাকলে এক রকম, বাইরে থাকলে আরেক রকম যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করা হয়েছে, সেগুলো মাথায় রেখে আমরা কাজ করেছি। তবে ছাত্র-জনতা যেভাবে সংগ্রাম করে একটি প্রেক্ষাপট আমাদের সামনে এনেছেন, সেই জায়গা থেকে এখন আমরা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি। সংকীর্ণতা, হয়রানি থেকে মুক্তির পথ খুঁজছি। নতুন এ বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাগুলো নাগরিক সেবা দিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সেখানে নিরাপদে কাজ করার মতো একটি পরিবেশ আমরা প্রত্যাশা করছি।' উন্নয়মূলক কাজ করতে নানান রকম বাধা-বিপত্তি এখনো রয়েছে জানিয়ে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থাকা উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অন্যতম কাজ। বাস্তবে আমরা সে কাজটা থেকে এখনো পিছিয়ে আছি। মানবাধিকার লঙ্ঘন, জেন্ডার বৈষম্য, জাতিগত বিদ্বেষমূলক অপতৎপরতা ঠেকাতে যারা দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। এখন অনেক তথ্য পাচ্ছি, তারা কাজ করতে পারছেন না।' 'নারী অধিকার নিয়ে কাজ করতে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়ার ঘটনা সামনে আসছে। এক্ষেত্রে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আরও বেশি তৎপর হয়ে কাজ করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে। তারপর নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আসবেন, তারাও যেন সেই মূল্যবোধগুলো ধারণ করে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিতে পারেন, সেই পথ দেখিয়ে দিতে হবে' বলেন দুদক সংস্কার কমিটির প্রধান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিএসও অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক রাশেদা কে চৌধুরী। এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন পানিসম্পদ এবং বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সমাজকল্যাণ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রমুখ।

ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায় ৯ পদক্ষেপ

তৃতীয় দেশ থেকে টিকিট বিক্রি ও অর্থপাচার বন্ধ হবে। এয়ার টিকিট বিক্রির নামে শত শত কোটি টাকা অগ্রিম অর্থ সংগ্রহের বিপরীতে উৎসাহিত করা বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। এই সেক্টরে অরাজকতা ও জনস্বার্থহানি প্রতিরোধ করতে এবং ট্রেডে বৈষম্য কমাতে ট্রাভেল এজেন্সি এয়ারলাইন্সের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে টিকিটের ভাড়া প্রদর্শন, বিজ্ঞাপন, বিক্রি ও বিপণন করতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা দেওয়া। নিবন্ধনবিহীন ভুয়া এজেন্সিদের অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা, এয়ার টিকিট ও সেবা বন্ধের ব্যবস্থা করা। লাইসেন্সবিহীন কোনো ভুয়া এজেন্ট প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার জন্য অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) যাতে লগইন আইডি না দেয় সে নির্দেশনা দেওয়া। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এবং সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন আটাবের সভাপতি আবদুস সালাম আরেফ। তিনি বলেন, উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি এবং পরামর্শ দিয়েছি। আমাদের বক্তব্য মন্ত্রণালয় আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এগুলো বাস্তবায়ন করা না গেলে এই সেক্টরের শৃঙ্খলা থাকবে না। নিবন্ধনহীন এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা টিকিট দেওয়ার নামে জনগণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে এয়ার টিকিটের মূল্য কেন বেশি এটি আমরা বার বার বলেছি। গ্রুপের নামে টিকিট ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এটি কোনো গ্রুপ না। মূলত টিকিটের দাম বাড়াতেই কৌশলে এগুলো করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের কাজ হলো সরকারকে অনিয়ম অন্যায় দেখিয়ে দেওয়া। কাজ করবেন তারা। আমরা আশা করছি, এবারের এই ৯ বিষয়ের ওপর সরকার গুরুত্ব দেবে এবং এ সেক্টরের যে সমস্যাগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি তা দূর করতে উদ্যোগী হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন- মহাসচিব আফসিয়া জান্নাত সালেহ, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান হিরো, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান খান নেওয়াজ, যুগ্ম মহাসচিব আতিকুর রহমান প্রমুখ।

ঢাবিতে হামাস প্রধান সিনওয়ারের গায়েবানা জানাজা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারের গায়েবানা জানাজা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আশিক বিল্লাহ। গায়েবানা জানাজায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হলের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। জানাজার পর শহীদ সিনওয়ারের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এরপর একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভিসি চত্বর থেকে রাজু ভাস্কর্যে যান। জানাজার আগে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষক আরিফুল ইসলাম অপু। তিনি বলেন, রসুল স. যেমন ওসমান রা. কে হত্যা করা হয়েছে এমন একটি খবর আসার পরে সাহাবিদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে অবশ্যই তার রক্তের বদলা নিতে হবে, আমি আমার ছাত্র ভাইদের থেকে ওয়াদা নিতে চাই, আমরা পৃথিবীর সব জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, জাতিসংঘ একটি পুতুল সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তারা দাবি করে তারা গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করে। অথচ ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে ১৪৩ টি দেশ মত দেওয়ার পরও জাতিসংঘ সে কাজটি করছে না। মুসলমান বিশ্বের কাছে আমরা দাবি জানাই, আপনারা নতুন একটি জোট গঠন করুন যেটি আমাদের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে।

খুলনায় বজ্রপাতে নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনার পাইকগাছায় বজ্রপাতে লাকি খাতুন (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত লাকি লক্ষীখালী গ্রামের তোফাজ্জলের স্ত্রী। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আহতদের পাইকগাছা উপজেলা হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার কেওড়াতলা মৌজায় একটি মাছের ঘেরে এ ঘটনা ঘটে। পাইকগাছা থানার ওসি তুষার কান্তি দাস বলেন, মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মর্গে পাঠানো হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাসানুজ্জামান জানায়, উপজেলার কেওড়াতলা মৌজায় গতকাল শনিবার দুপুরে ভুট্টোর চিংড়ি ঘেরে চরজন ব্যক্তি শেওলা বাছোইয়ের কাজ করছিলেন। হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হয় এ সময় বজ্রপাত হলে লক্ষীখোলা গ্রামের লাকি খাতুন ঘটনাস্থলে মারা যান। ওড়াবুনিয়া গ্রামের মৃত হরিপদ মন্ডলের ছেলে সন্তোষ সানা ও তার স্ত্রী সুভদ্রা সানা এবং ওড়াবুনিয়া গ্রামের ফজিলা খাতুন আহত হয়। সন্তোষ ও ফজিলা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। সুভদ্রা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সেন্টমার্টিনে পর্যটক সীমিত ও রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ না করার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটক সীমিত ও রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ না করার দাবি জানিয়েছে পর্যটন শিল্পের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)। একই সঙ্গে দ্বীপের পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশবান্ধব পানির বোতল ও পানিরপাত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা, পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন এবং ময়লা ডাম্পিংয়ের স্থান নির্ধারণসহ সেন্টমার্টিনকে কুকুরমুক্ত করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল শনিবার রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দবি জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন টোয়াব সভাপতি মো. রাফেউজ্জামান এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ পরিবেশ ও পর্যটন রক্ষা উন্নয়ন জোটের চেয়ারম্যান শিবলুল আজম কোরেশী। এ ছাড়া ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব কক্সবাজার, ই-ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, সেন্টমার্টিন দোকান মালিক সমিতি, সেন্ট মার্টিন হেটেল মালিক সমিতি ও জাহাজ মালিক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে টোয়াব সভাপতি রাফেউজ্জামান বলেন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ আমাদের দেশের অন্যতম আকষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। প্রতি বছর হাজার হাজার দেশি-বিদেশি পর্যটক এ দ্বীপে ভ্রমণ করেন ও রাতে অবস্থান করে এর সৌন্দর্য উপভোগ করেন। সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটক সীমিত এবং রাত্রিযপন নিষিদ্ধ না করে এর ব্যবস্থাপনা সংস্কার প্রয়োজন। হাজার হাজার মানুষের জীবন, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়নমুখী জীবনধারণ অব্যাহত রাখতে পর্যটন শিল্পকে চলমান রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, দ্বীপের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যে নীতিমালা অনুযায়ী পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলেই এই দ্বীপ, এর অধিবাসী এবং সংশ্লিষ্ট সবার উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটবে বলে আস্থা রাখি। দেশে-বিদেশে প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে আরও মনোযোগী হতে হবে। তাহলে কক্সবাজারের পাশাপাশি এই দ্বীপ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য একটি দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠবে। পর্যটন রক্ষা উন্নয়ন জোটের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্নিং বডির সদস্য শিবলুল আজম কোরেশী বলেন, টেকনাফ থেকে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত পথ নির্ধারণ করে লাখো মানুষের জীবন-জীবিকা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দ্বীপে প্লাস্টিকমুক্ত এলাকা বাস্তবায়ন অথবা দ্বীপের প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিতে হবে। তিনি বলেন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বীপবাসী এবং সব স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সেন্টমার্টিনে পরিবেশবান্ধব বোতলজাত পানির কারখানা স্থাপন অথবা পরিবেশবান্ধব পানির বোতল ও পানির পাত্র সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও দাবি জানানো হয়, দ্বীপে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন এবং ময়লা ডাম্পিংয়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করতে হবে। সেন্টমার্টিনকে শতভাগ কুকুরমুক্ত করতে হবে, কারণ কুকুর কচ্ছপ এবং কচ্ছপের ডিম খেয়ে ফেলে। দ্বীপে উচ্চৈঃস্বরে সাউন্ডবক্স বাজানো যাবে না এবং সেন্টমার্টিনে রিসোর্টগুলোতে সন্ধ্যা ৭টা থেকে আলো সীমিত করতে হবে। পাশাপাশি সেন্টমার্টিন দ্বীপকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি একুশে পদকপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ ফজলুর রহমান খান ফারুক আর নেই। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নিজ বাস-ভবন থানা পাড়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ফজলুর রহমান খান ফারুক সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য। তিনি টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। গতকাল শনিবার বাদ আসর বেবি স্ট্যান্ড জামে মসজিদে জানাজা শেষে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে। মরহুমের ছোট ভাই বজলুর রহমান খান সাবু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ফজলুর রহমান ফারুক ১৯৪৪ সালে (১২ অক্টোবর) টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় ওয়ার্শী ইউনিয়নের কহেলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্স পাস করেন। ১৯৬০ সালে ছাত্রলীগের রাজনীতি শুরু করেন ফারুক। ১৯৬২ সালে টাঙ্গাইল মহকুমা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭০ সালে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ৬ দফা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণসহ তৎকালীন সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তিনি। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে বাকশাল গঠিত হলে টাঙ্গাইল জেলা বাকশালের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০১৫ সালের ১৭ আক্টাবর পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগের টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

দুদিনে ট্রাফিক আইনে ১৭৭৯ মামলা, জরিমানা ৭৩ লাখ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : গত দুই দিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ১৭৭৯টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। এ সংক্রান্তে ৭৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও অভিযানকালে ১৬৯টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৬৬টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

কর্মমুখী শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া দরকার

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে শিক্ষা একটি। আর এই শিক্ষা মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা শিক্ষাই মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে কর্মসংস্থানের ধারণা দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। নতুন নতুন কাজের দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। যার সঙ্গে বিশেষ শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। ফলে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্বও বাড়ছে। কর্মমুখী শিক্ষার ধারণা মূলত পেশাগত কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই শিক্ষা এক ধরনের বিশেষায়িত শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী করে তোলে। কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। এর কাজ জনশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। কর্মমুখী শিক্ষা মূলত চতুর্মুখী নীতি নিয়ে আবির্ভূত। এগুলো হলো- জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করানো এবং তার সুপ্ত গুণাবলিকে জাগ্রত করা। শিক্ষার্থীকে নৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা। গণতন্ত্রমনা, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিক হিসেবে তাকে গড়ে তোলা। কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করে তাকে কর্মমুখী ও উপার্জনমূলক জনশক্তিতে রূপান্তর করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সীমিত সম্পদের ওপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষিত বেকার ও তাদের মধ্যে হতাশা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে কিন্তু সেই হারে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ছে না। ফলে বেকারত্ব, আত্মহত্যা, দরিদ্র্যতাসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমাদের শিক্ষা এখনও অনেকটা পরাধীন যুগের। এখনও ব্রিটিশদের কেরানি বানানোর শিক্ষাব্যবস্থা দেশে প্রচলিত। প্রচলিত গ্রন্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করছে বটে; কিন্তু তা কর্মভিত্তিক না হওয়ায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে না। ফলস্বরূপ দেশ আজ ধীরে ধীরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এ অবস্থা পরিবর্তনে প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা। দেশব্যাপী কারিগরি শিক্ষার জন্য অনেক প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে স্বল্প খরচে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির উপর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স করার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও বিভিন্ন জেলা শহরে এমনকি উপজেলা পর্যায়েও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আবার কোথাও কোথাও এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকেও কারিগরি জ্ঞান আহরণের সুযোগ রয়েছে। দেশে কর্মমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা, লোকবল, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, আর্থিক ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রকট সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও বিভিন্ন জেলা শহরে এমনকি উপজেলা পর্যায়েও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আবার কোথাও কোথাও এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকেও কারিগরি জ্ঞান আহরণের সুযোগ রয়েছে। দেশে কর্মমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা, লোকবল, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, আর্থিক ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রকট সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রয়োজন

গণপরিবহনে নারীর দুর্ভোগের শেষ নেই

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভালো। শিক্ষিত নারীর হার যেমন বাড়ছে, তেমনি দেশের নারী কর্মজীবীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কর্মজীবী নারীর পাশাপাশি অন্যান্য কাজেও নারীরা এখন ঘরের বাইরে যাচ্ছেন। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরও প্রতিনিয়ত ঘরের বাইরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বাড়লেও সে তুলনায় বাড়েনি পরিবহণ সুবিধা। বাড়েনি নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যাও। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় পরিবহনগুলোয় নারীরা প্রায়ই অতিরিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হন। অফিসে আসা-যাওয়ার সময় সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। ওই সময় নগরের পথে পথে নারীরা গাড়ির জন্য দাঁড়ালেও পুরুষ যাত্রীদের কারণে তাঁদের বাসে উঠতে চরম বেগ পেতে হয়। পুরুষ উঠার পর গাড়িগুলোতে উপচে পড়া ভিড় থাকে। চালকের বামপাশে নারীর জন্য চারটি আসন থাকলেও সেখানে পুরুষ বসে থাকেন। অনেক সময় দাঁড়িয়ে পুরুষের সাথে গাদাগাদি করে যাওয়া-আসা করতে বাধ্য হন নারীরা। যেখানে একটি বাসে নারীদের সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যা থাকে ১২টি। বাকি সব আসন থাকে পুরুষদের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে নারীদের দাঁড়িয়ে যেতে হয়। আবার অনেক সময় বসার আসন না থাকলে বা রাত একটু বেশি হলে গণপরিবহনে নারীদের তোলা হয় না। আর বাসে নারীদের শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যে কারণে বাইরে কাজ করা থেকে অনেক নারী আগ্রহ হারাচ্ছেন। নারীদের জন্য বর্তমানে কোনো আলাদা বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া যে প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছে, অনেক প্রতিষ্ঠান থেকেই নারীদের পরিবহণ সুবিধা দেয়া হয় না। বেশির ভাগ নারীদের পাবলিক সার্ভিস বা গণপরিবহনে যাতায়াত করাটা বেশ কষ্টসাধ্য ও অনেকের কাছে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু কর্মজীবী নারীদের এ ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই চলাফেরা করতে হচ্ছে। দেশের গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় ৯৪ শতাংশ নারী মৌখিক, শারীরিক বা অন্য কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। নারীদের যৌন হয়রানির মূল কারণ হচ্ছে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকা, বাসে অতিরিক্ত ভিড়। নারীদের জন্য কয়েকবারই আলাদা বাস সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে বিআরটিসির মহিলা বাস সার্ভিস চালু করা হয়। ২০০১ সালে তা ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়। ২০০৯ সালে আবার এ সেবাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে বিআরটিসির পাশাপাশি পরিবহণ সংস্থা দোলনচাঁপা মিরপুর-১২ থেকে মতিঝিল পর্যন্ত প্রথম বেসরকারিভাবে নারীদের জন্য বাস সার্ভিস চালু করে। এক বছরের মাথায় ২০১৯ সালে 'দোলনচাঁপা' বাসের সংখ্যা দাঁড়ায় চারটিতে। তবে রাজধানীতে 'দোলনচাঁপা' বাস এখন আর দেখা যায় না। কবে থেকে কেন এ বাস বন্ধ হয়ে গেছে সে সম্পর্কে কেউ জানে না। দেশের সবক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিরাপদ বিড়ম্বনাহীন যাতায়াত ব্যবস্থা বা বাহন নিশ্চিত না হলে নারী উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে নারীদের যাতায়াত সমস্যা দূর করতে আলাদা বাসের ব্যবস্থা করা। বাসে সংরক্ষিত আসন বাড়ানো। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এ সমস্যা নিরসনে। পাশাপাশি নারীদের হতে হবে অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক।

সমস্যায় জর্জরিত কমিউনিটি ক্লিনিক

ড. আলা উদ্দিন

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে সফল এবং কার্যকরী উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দেশের দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন পর্যন্ত ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা গ্রামীণ ওয়ার্ড পর্যায়ের জনগণকে নানামুখী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। ৫ কোটির বেশি গ্রামের মানুষ এই ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে। এই স্বাস্থ্যসেবায় ১৩,৬৬৭ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) নিয়োজিত রয়েছেন। এই সংখ্যাই বলে দেয় সপ্তাহে ৬ দিন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে তাদের কী পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়। নানা অসুবিধার কারণে অনেকে চাকরি ছাড়েন, আগ্রহ পান না, আবার অনেকদিন পদ শূন্য থাকে। গবেষণার কল্যাণে বিভিন্ন সেবা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কর্মীদের বঞ্চনার কথা জানার সুযোগ হয়েছে। গড়ে প্রতিমাসে ৫০০-১০০০ রোগী প্রতেক ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবার জন্য আসে। ক্লিনিক প্রদত্ত সেবাসমূহ শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্যই নয়, বরং সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সাধারণত মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান কর্মসূচি, পুষ্টি এবং বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশেষত, মা ও শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা, যেমন- প্রসবপরবর্তী যত্ন এবং টিকাদান কর্মসূচি, অত্যন্ত কার্যকরীভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ক্লিনিকগুলোতে বিনামূল্যে ২৭ প্রকারের ওষুধ প্রদান করা হয়, যা দরিদ্র জনগণের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এই স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে তারা এমন সব সেবা পায়, যা তাদের জীবনের মান উন্নত করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন দুর্যোগের সময় এ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা পৌঁছে দেওয়ার নজির স্থাপন করে আসছে, যা তাদের সাহসিকতা এবং দায়িত্ববোধের প্রমাণ দেয়। বিশেষ করে করোনাভাইরাস মহামারির সময়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন এবং জনগণের কাছে আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন। তবে, কর্মীদের সঠিক বেতন এবং সুযোগ-সুবিধার অভাব তাদের মনোবলকে দমিয়ে দিচ্ছে, যা এই গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লবের সূচনা করেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আগে কোনো স্বাস্থ্যসেবা পেত না, তারা এখন এই ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য এই ক্লিনিক একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বিশেষ করে, নারীদের স্বাস্থ্যসেবা, শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি, স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সাফল্য অনস্বীকার্য। এই ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হওয়ায় নারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বোঝার মানসিকতা পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক এলাকায় বাল্যবিয়ে রোধ এবং নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই ক্লিনিকের কর্মীদের অবদান অসাধারণ। তাদের প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, যা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের সাফল্যের মধ্যে অন্যতম হলো গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা। যারা শহরের সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তারা এই ক্লিনিকগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষ, যারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা এখন সহজেই ক্লিনিকগুলোতে এসে সেবা নিতে পারছে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এই উদ্যোগ বিশেষভাবে সফল হয়েছে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে নারীদের সন্তান প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ রয়েছে এবং অনেক ক্লিনিকে নিরাপদ ডেলিভারি ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ক্লিনিকগুলোতে প্রসবপূর্ব সেবা (এএনসি) ও প্রসবপরবর্তী সেবা (পিএনসি) চালু করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে প্রসব হওয়ায় অনেক মা ও শিশু স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা পান। এই ক্লিনিকগুলোতে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, যা প্রমাণ করে যে, সঠিক সেবা এবং সহায়তার মাধ্যমে জীবন রক্ষা সম্ভব। করোনা মহামারির সময়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মীরা সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা করোনা টিকা প্রদানসহ জরুরি সেবা পৌঁছে দিয়েছে গ্রামবাসীর কাছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মানবিকতা গ্রামের মানুষের মধ্যে সেবা গ্রহণের অভ্যাস তৈরি করেছে এবং স্বাস্থ্যসেবায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। যদিও কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যকরভাবে সেবা প্রদান করছে, এই ক্লিনিকের কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ২০১৮ সালের আইনে কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা এখনো কার্যকর হয়নি। ওই বছরের অক্টোবর মাসে পাস হওয়া কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী কর্মীদের সরকারি চাকরির মতো সব সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবতায় কর্মীরা ১৩-১৪ বছর ধরে একই বেতন পাচ্ছেন এবং অনেক সময় তাদের বেতন নিয়মিত নয়। অথচ, এই কর্মীরা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। এমনকি, করোনাকালে অনেক কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (১০৪ জন) সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, কিন্তু তাদের পরিবার কোনো আর্থিক সহায়তা পায়নি। বর্তমানে, কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডার কর্মীরা তিন মাস ধরে বেতনবঞ্চিত রয়েছেন, যা তাদের জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা এই দুরবস্থার বিষয়টি অবগত; তিনি আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতি শুধু তাদের আর্থিক কষ্টে ফেলে দেয়নি, বরং তাদের সামাজিক অবস্থানকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কর্মীদের ন্যায্য বেতন ও সুযোগ-সুবিধার অভাব তাদের প্রতি সমাজের আস্থা ও বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করছে, যা দেশের স্বাস্থ্যসেবায় ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা। কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মীদের প্রধান দাবি হলো তাদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা। তারা বিশ্বাস করেন, রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হলে ২০১৮ সালের আইন অনুযায়ী তারা সরকারি চাকরির মতো সুযোগ-সুবিধা পাবেন, যা তাদের জীবনের অনিশ্চয়তা দূর করবে। এই আইন অনুযায়ী তাদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা উন্নত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। কর্মীরা বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেও তাদের সমস্যার সমাধানে কোনো অগ্রগতি হয়নি। অথচ, অনেক কর্মী তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। বেতন না পাওয়ায় তাদের পরিবারগুলো চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়ছে। এ অবস্থায়, তাদের সন্তানদের শিক্ষার খরচ, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ ছাড়া করোনা মহামারির সময় যারা জীবনবাজি রেখে কাজ করেছেন, তাদেরও সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি। মৃত্যুবরণ করা কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যদিও সে সময়ে তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মীদের আবেদন হলো, সরকারের উচিত দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার পায় এবং তাদের সামাজিক অবস্থান সুসংহত হয়। গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবার অনন্য মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয়। অথচ এই সেবা খাতটি নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং কর্মীরা হতাশায় নিমজ্জিত। কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মীদের সঠিক মূল্যায়ন এবং তাদের ন্যায্য দাবিগুলো পূরণ করা সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীরা যদি সঠিক বেতন ও সুবিধা না পান, তবে তাদের মনোবল কমে যাবে এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। সরকারের উচিত দ্রুত কর্মীদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা এবং তাদের সঠিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা আরও কার্যকর করতে এবং জনগণের মধ্যে আস্থা বজায় রাখতে কর্মীদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রাপ্য সুবিধা দিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়নের জন্য এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক। কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য এই ক্লিনিক বিনামূল্যে মানসম্মত সেবা পৌঁছে দিচ্ছে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকল্পে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের (সিএইচসিপি) বঞ্চনা ও অনিশ্চয়তা দূর করতে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিশ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তরসহ ন্যায্য বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলেই কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাস্থ্যসেবা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হবে, যা প্রকারান্তরে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা আরও কার্যকর করতে এবং জনগণের মধ্যে আস্থা বজায় রাখতে কর্মীদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রাপ্য সুবিধা দিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়নের জন্য এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক। কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য এই ক্লিনিক বিনামূল্যে মানসম্মত সেবা পৌঁছে দিচ্ছে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকল্পে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের (সিএইচসিপি) বঞ্চনা ও অনিশ্চয়তা দূর করতে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিশ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তরসহ ন্যায্য বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলেই কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাস্থ্যসেবা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে

লেখক : অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অন্তর্বর্তী সরকারের রোডম্যাপ ও জনপ্রত্যাশা

মোস্তফা হোসেইন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা শনিবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন।দেশ পরিচালনায় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত জানার জন্য প্রধান উপদেষ্টার এই প্রচেষ্টা সঙ্গত কারণেই মানুষকে কৌতূহলী করেছে। এই সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের অতীতের কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টগুলোর অনেকটা পার্থক্য রয়েছে। অতীতের সরকারগুলোর সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিলো একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। তাদের সংস্কার চিন্তা করতে হয়নি। এমনকি তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও প্রয়োজনীয় আইন বিধি-বিধান তৈরি পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকারকে গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মতো গুরু দায়িত্বও পালন করতে হবে। আগের কেয়ারটেকার সরকারগুলো নিয়মিত কাজগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজ করতে বাধ্য ছিলো না।কিন্তু বর্তমান সরকারকে একটি নির্বাচিত সরকারের মতো সর্ববিষয় পরিচালনা করতে হচ্ছে। আরও একটি ভিন্ন দিক হচ্ছে এই সরকার একটি বিপ্লবের ফসল। তাদেরকে নিয়মিত কাজের বাইরে আগামী রাজনৈতিক সরকারের দিকনির্দেশনাও তৈরি করতে হচ্ছে। দায়িত্বের ক্ষেত্র বেশি হলেও সরকারের আয়তন ছোট। ফলে তাদের কাজের চাপ বেশি। এই সরকারে দেশের সেরা সেরা মানুষগুলোকে এই উপদেষ্টা পরিষদে রাখা হয়েছে,তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা তেমন নেই। যে কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ জরুরি। সেই বিবেচনাতেই প্রধান উপদেষ্টা এবারও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এভাবে মিলিত হয়েছেন।

রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সামনে অগ্রাধিকারযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে সরকার কি কি করতে পারে সেগুলোর মোটামুটি একটি খতিয়ান উপস্থিত করেছে। বিশেষ করে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে গত রোববার সরকারের একজন উপদেষ্টার বক্তব্যের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। তিনিও বলেছেন, নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। এখানে লক্ষ্যণীয় যে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন গত ৫ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করার পর নির্বাচন কমিশন শূন্য হয়ে পড়েছে। মাসাধিককাল গত হওয়ার পরও নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন হয়নি এখনও। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন গঠনের চেয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেই হয়তো সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনের দিকে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে যাচ্ছে না। প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক আছে। অতীতে দেখা গেছে নির্বাচন কমিশন যে সরকারই গঠন করুক না কেন সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থার ঘাটতি থেকেই যায়। যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা তাদের পছন্দ মাফিক লোক দিয়ে কমিশন গঠন করে। নির্বাচন শেষে পরাজিত দলগুলো নির্বাচন কমিশনকে সমালোচনা করে। এমনকি সরকারের বাইরে থাকা দলগুলো নির্বাচনের আগেই তাদের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে থাকে। নির্বাচন শেষে তারা তাদের বক্তব্যই যে ঠিক ছিলো তাও প্রমাণে চেষ্টা করে থাকে। নির্বাচনী আইনগুলো নিয়েও সমালোচনা হয়, আচরণবিধি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে প্রায় নিয়মিত অভিযোগ করতে শোনা যায়-নির্বাচনে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড দেওয়া হয় না। এটা মূলত দলীয় সরকার ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন হলে বেশি হয়। গত কয়েকটি নির্বাচনে মনে হয় নির্বাচনে কারচুপির চেয়ে এই অভিযোগটি কম উচ্চারিত হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে তুলনামূলক এই অভিযোগটি অনুপস্থিত থেকেছে।

তারপর আছে নির্বাচনে কারচুপি, ব্যালট ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের খতিয়ান। এই অভিযোগ দলীয় সরকারের অধীনে কিংবা নির্দলীয় সরকারের অধীনে যে কোনো অবস্থায়ই নির্বাচন হোক না কেন,সবসময়ই হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বিষয়েও বলতে হয়। নির্বাচনী ট্রা ট্রাইব্যুনালে কোনো অভিযোগ দায়ের হলে এমনও দেখা যায়-সরকারের মেয়াদান্তে সেই অভিযোগের ফয়সালা হয়। অভিযোগকারী রায়ের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মনে ক্ষোভ থাকার পরও পারতপক্ষে কোনো অভিযোগ দায়ের করতে আগ্রহ পায় না। নির্বাচনে কারচুপি একটি সাধারণ অভিযোগ। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমবেশি এই অভিযোগ হবেই। অন্তত বিগত সময়ের নির্বাচনগুলোর দিকে নজর দিলে সেটি দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হলে সরকারের সুবিধাভোগী কোনো পক্ষ যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে তাহলে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড আশা করাটা দুরূহ। সেই কথাটি দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলো বলে আসছে। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়ায় মানুষের চাওয়াটা পূরণ হয়নি। অতীতের নির্বাচনগুলো বিশ্লেষণ করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনী প্রচারণায় সবাই যেন সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থাটি করতে হবে এই সরকারকেই। যে কারণে হয়তো বিএনপি মহাসচিব নির্বাচন বিষয়টিকে ১নম্বর অগ্রাধিকার তালিকায় রাখার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছেন। যা তাদের নিয়মিত বক্তৃতা-বিবৃতিতেও বার বার উল্লেখ করে আসছে। নির্বাচন কমিশনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার বিষয়টি নিয়েও কথা হয়। ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনের দলীয় লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হলে বিগত সময়ের কমিশনগুলোর কাজের মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাদের বিরুদ্ধে দলীয় লেজুড়বৃত্তির যে অভিযোগ আনা হয় সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। এবং তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। বিএনপি সেই বিষয়টিও আলোচনায় এনেছে। বর্তমান সরকারের উপদেষ্টাদের একেকজনকে অধিকসংখ্যায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার কারণে সরকারে কাজের স্থবিরতার বিষয়টি শুধু বিএনপিই নয় অন্যদেরও করতে শোনা যায়। এক্ষেত্রে বিএনপির মতো সাবেক ভিপি নুরুল হক নূর-এর মন্তব্যও একই। অবশ্য নূর চেয়েছেন উপদেষ্টা পরিষদকে সর্বদলীয় আদলে গঠন করা হোক। বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করে মন্ত্রণালয়গুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনার পরামর্শ অন্য কয়েকটি দলেরও মধ্যেও আলোচনা হয়েছে। তখন হয়তো অন্তর্বর্তী সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলা যেতে পারে।

গণতন্ত্র মঞ্চ সরকারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মিত আলোচনার ওপর জোর দিয়েছে। যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যে কার্যকরও করেছে। কিন্তু সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এটা আদৌ সম্ভব কিনা দেখার বিষয় আছে।

বামদলগুলোর পরামর্শে সরকারকে জনসম্পৃক্ত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য কাজটি কঠিন। কিন্তু সরকারের জন্য বিষয়টিকে গুরুত্বহীন ভাবার সুযোগ নেই। সেই ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগী হিসেবে রাজনৈতিক শাখা গঠনের বিষয়টি ভাবা দরকার। যাদের কাজ হবে সরকারের হয়ে জনসংযোগের কাজটি করতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই পর্যন্ত রাজনৈতিক সরকারের আদলে তাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরার জন্য নিজেরাই চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সরকারকে ভিন্ন চিন্তা করা দরকার। সেক্ষেত্রে সরকারের আয়তন বৃদ্ধি পেলে সমস্যা কেটে যাবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কেও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টজন বিভিন্ন সময় জানতে চেয়েছেন। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট রূপরেখা নিয়েই সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছতা আনার প্রয়োজনে সরকারকে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। সরকারের গৃহীত অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচিগুলো এখনও স্পষ্ট নয়। সংস্কার কমিশনগুলো কাজ শুরু করার আগেই তারা বলেছে, তারা শুধু প্রস্তাব তৈরি করে সরকারকে দেবে। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলেছেন তাদের প্রস্তাবনা তৈরির সময় তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। তাদের কাজের সুবিধার্থে মনে করি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহলে নিজেদের প্রস্তাবগুলো আরও সমৃদ্ধ হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। অন্তত রাজনৈতিক বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি সহযোগিতা করবে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব অনুযায়ী হয়তো সরকার এগিয়ে যাবে। কারণ রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠাই তাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ না করাই উত্তম বলে মনে করি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই পর্যন্ত রাজনৈতিক সরকারের আদলে তাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরার জন্য নিজেরাই চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সরকারকে ভিন্ন চিন্তা করা দরকার। সেক্ষেত্রে সরকারের আয়তন বৃদ্ধি পেলে সমস্যা কেটে যাবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কেও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টজন বিভিন্ন সময় জানতে চেয়েছেন। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট রূপরেখা নিয়েই সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছতা আনার প্রয়োজনে সরকারকে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। সরকারের গৃহীত অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচিগুলো এখনও স্পষ্ট নয়। সংস্কার কমিশনগুলো কাজ শুরু করার আগেই তারা বলেছে, তারা শুধু প্রস্তাব তৈরি করে সরকারকে দেবে। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলেছেন তাদের প্রস্তাবনা তৈরির সময় তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। তাদের কাজের সুবিধার্থে মনে করি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহলে নিজেদের প্রস্তাবগুলো আরও সমৃদ্ধ হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। অন্তত রাজনৈতিক বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি সহযোগিতা করবে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব অনুযায়ী হয়তো সরকার এগিয়ে যাবে

লেখক: সাংবাদিক,শিশুসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক

লেবাননে গেট ভেঙে শান্তিরক্ষীদের ঘাঁটিতে ইসরায়েলি ট্যাংক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ লেবাননে নিয়ুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের একটি ঘাঁটিতে ট্যাংক নিয়ে প্রধান ফটক ভেঙে জোরপূর্বক প্রবেশ করেছিল দখলদার ইসরায়েলের সেনারা। গত রোববার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে লেবাননে নিয়ুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন। এ ঘটনায় ইসরায়েলের মিত্ররাই দেশটির নিন্দা করছে। লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী শান্তিরক্ষী বাহিনী (ইউনিফিল) বলেছে, দুটি ইসরায়েলি মেরকাভা ট্যাংক তাদের একটি ঘাঁটির প্রধান গেট ধ্বংস করে ফেলে এবং গত রোববার ভোরের আগে জোরপূর্বক প্রবেশ করে। ট্যাংকগুলো চলে যাওয়ার ২ ঘণ্টা পর শান্তিরক্ষীদের অবস্থান থেকে ১০০ মিটার দূরে বিস্ফোরক ফেলে ইসরায়েলি সেনারা।

যেগুলোর ধোঁয়ার কারণে অন্তত ১৫ শান্তিরক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে একটি বিবৃতিতে বলেছেন তারা। এটি মারাত্মক নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা বলে জানায় ইউনিফিল। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, ইরান সমর্থিত গ্রুপ হিজবুল্লাহর জঙ্গিরা ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে ট্যাংক ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। এ ঘটনায় তাদের মধ্যে ২৫ জন সেনা আহত হয়েছে। আক্রমণটি ইউনিফিল ঘাঁটির খুব কাছাকাছি ছিল। একটি ট্যাংক হতাহতদের সরিয়ে আনতে সাহায্য করে, তারপর ইউনিফিল পোস্টের দিকে গিয়েছিল। 'ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আন্তর্জাতিক মুখপাত্র নাদাভ শোশানি সাংবাদিকদের বলেন, 'তারা কোনো ঘাঁটিতে ঢোকার চেষ্টা করছিল না। একটি ট্যাংক আগুন, ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা এবং এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল।'

এক বিবৃতিতে সামরিক বাহিনীটি বলেছে, তারা আহত সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য ধোঁয়া ব্যবহার করেছিল, তবে এ ঘটনা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর জন্য কোনো বিপদের সৃষ্টি করেনি। এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে উদ্দেশ্য করে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মহাসচিব মহোদয়, ইউএনআইএফআইএল বাহিনীকে বিপদমুক্ত করুন। এটি এখনই, অবিলম্বে করা প্রয়োজন।' এই বিষয়ে প্রথম মন্তব্যের পর মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে নেতানিয়াহু জানান, ইসরায়েলি বাহিনী কয়েক বার ইউএনআইএফআইএলকে সরে যেতে বলেছে। কিন্তু তারা বারবার এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের জন্য মানবঢাল তৈরি হয়েছে।

টেসলার বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন, ৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চলে টেসলার তৈরি একটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। তবে গাড়িটিতে কী কারণে আগুন লেগেছিল, তা এখনো জানা যায়নি। গত শনিবার রাতে নিওর শহরের বাইরে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রসিকিউশন অফিস। নিহতরা মেলের একটি রেস্টুরেন্টের কর্মচারী ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাড়িটি অত্যধিক গতিতে চলার সময় একাধিক সড়ক চিহ্নে ধাক্কা খায়। উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই গাড়িতে থাকা চারজনের মৃত্যু হয়েছিল। স্থানীয় একজন বিচারক বার্তা সংস্থা এএফপি'কে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ ও পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গাড়িটির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও করা হবে। ধনকুবের ইলন মাস্ক প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যুতিক গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এর আগেও বেশ কয়েক বার নিরাপত্তা বিষয়ক সমালোচনার মুখে পড়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে টেসলা একটি মডেল এক্স গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত এক প্রকৌশলীর পরিবারের সঙ্গে আইনি সমঝোতায় পৌঁছেছিল।

তাইওয়ান ঘিরে ফের চীনের সামরিক মহড়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তাইওয়ানের চারপাশে সামরিক মহড়া শুরু করলো চীনের যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ। তাইওয়ান বলেছে, উসকানি দিচ্ছে চীন। গতকাল সোমবার থেকে এই সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন। তারা জানিয়েছে, তাইওয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ করছে। সতর্ক করে দিতেই এই মহড়া। কবে এই মহড়া শেষ হবে তা জানানো হয়নি। এই মহড়ার নাম দেয়া হয়েছে, 'সোর্ড ২০২৪বি'। চীনের জানিয়েছে, নৌ ও বিমান বাহিনীর যৌথ অপারেশন করার সক্ষমতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কড়া বার্তাও দেয়া হচ্ছে।

জাতীয় স্বার্থে ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ও আইনি মহড়া করা হচ্ছে। তাইওয়ানের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মহড়া চলছে বলে চীনের সেনার ইস্টার্ন কম্যান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চীনের যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ বিভিন্ন দিক থেকে তাইওয়ানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে ইস্টার্ন কম্যান্ডের মুখপাত্র জানিয়েছেন।

পাকিস্তানকে কৃষি ও টেক্সটাইল খাতে কর ছাড় তুলে নিতে বললো আইএমএফ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তান সরকারকে কৃষি ও টেক্সটাইল খাতে প্রদত্ত কর ছাড় এবং অন্যান্য প্রণোদনা দ্রুত তুলে নিতে বলেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। দাতা সংস্থাটির মতে, এই দুই খাত দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দীর্ঘদিন ধরে বাধাগ্রস্ত করে আসছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আইএমএফ বলেছে, কৃষি ও টেক্সটাইল খাত কেবল পাকিস্তানের জাতীয় রাজস্বে যথাযথ অবদান রাখতে ব্যর্থই নয়, বরং এই খাতগুলো সরকারি তহবিলের একটি বড় অংশগ্রহণ করছে, যা অকার্যকর এবং প্রতিযোগিতাহীন অবস্থায় রয়েছে। আইএমএফের ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি (ইএফএফ) চুক্তির অংশ হিসেবে পাকিস্তানকে দেশটির ৭৫ বছরের পুরোনো অর্থনৈতিক নীতি থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানের অর্থনীতি অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। এটি দেশটির জীবনমান কমিয়েছে এবং ৪০ দশমিক ৫ শতাংশেরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে।

পাকিস্তানের রপ্তানি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য না আসার জন্য দেশটির কৃষি ও টেক্সটাইল খাতকে দায়ী করা হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় দেশটির অর্থনীতি প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত হতে পারেনি। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়ে, টেক্সটাইল খাতের উচ্চমাত্রায় কর ফাঁকির কারণে এটি অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশি সুবিধা পেয়েছে।

ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশের কাছ থেকে অস্ত্রসহ সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ক্যালিফোর্নিয়ার কোচেল্লায় রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনসভা থেকে গত শনিবার অস্ত্রধারী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি শটগান, একটি গুলিভর্তি হ্যান্ডগান, গোলাবারুদ ও একাধিক জাল পাসপোর্ট জব্দ করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। অস্ত্রধারী ওই ব্যক্তি হচ্ছেন ৪৯ বছর বয়সী ভেম মিলার। তিনি নেভাদার লাস ভেগাসের বাসিন্দা। ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশের পার্শ্ববর্তী এলাকা কোচেলার একটি চেক পয়েন্ট থেকে ভেম মিলারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাকে কাউন্টি শেরিফের দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। অস্ত্রের সাথে মিলারের কাছ থেকে জাল লাইসেন্সও জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাউন্টি শেরিফের কর্মকর্তা চাঁদ বিয়ানকো। তিনি বলেছেন, মিলারের গাড়িতে একটি জাল লাইসেন্স পাওয়া গেছে যা তার ওপর সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সিক্রেট সার্ভিস বলেছে, যে তারা গ্রেপ্তারের বিষয়ে সচেতন ছিল এবং শনিবার ঘটে যাওয়া ঘটনার সময় ট্রাম্প বা সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা কেউই কোনো বিপদে পড়েনি। এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তবে ওইদিনই পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মুচলেকায় সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়। ২০২৫ সালের ২ জানুয়ারি তার আদালতে হাজির হওয়ার কথা রয়েছে। রোববার এক সংবাদ সমেলনে রিভারসাইড কাউন্টি শেরিফ চ্যাড বিয়ানকো বলেছেন, 'সন্দেহভাজন (৪৯) ব্যক্তি লাস ভেগাসের বাসিন্দা।

দক্ষিণ কোরিয়াকে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি উত্তর কোরিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিজেদের ভূখণ্ডের আকাশসীমায় আবারও দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন দেখা গেলে পিয়ংইয়ং প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম তাস। উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সতর্ক করে বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন আবারও তার আকাশসীমায় প্রবেশ করলে উত্তর কোরিয়া এটিকে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করবে।

আমরা মনে করি উত্তর কোরিয়ায় যদি কোনো ড্রোন হামলা হয় তাহলে এর পিছনে দায়ী থাকবে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী। এটিকে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হিসাবে বিবেচনা করব। একদিন আগে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করে যে, এমাসের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোনগুলো পিয়ংইয়ংয়ের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়।

'রাশিয়ার হয়ে লড়ছে উত্তর কোরীয় সেনা'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনে অবস্থানরত রুশ বাহিনীকে অস্ত্র ও সেনা দিয়ে সহায়তা করছে উত্তর কোরিয়া। এমতাবস্থায় অংশীদারদের সঙ্গে ইউক্রেনের বহুপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কের পরিবর্তন আসা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। গত রোববার প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় এই কথা বলেছেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। জেলেনস্কি বলেছেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে আরেক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সম্পর্ক দৃঢ় হচ্ছে। এই ঘনিষ্ঠতা কেবল অস্ত্র সরবরাহেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং দখলদারদের (রাশিয়া) সশস্ত্র বাহিনীতে লোকবল প্রেরণ করেও সহায়তা করছে উত্তর কোরিয়া।' দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিম ইয়ং-হিউন গত মঙ্গলবার বলেছিলেন, 'যথেষ্ট সম্ভাবনা' রয়েছে যে, রুশ বাহিনীকে সহায়তা করতে সেনা মোতায়েন করেছে উত্তর কোরিয়া। এক পার্লামেন্টারি শুনানিতে কিম আরও বলেছিলেন, রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর হামলায় উত্তর কোরীয় কয়েকজন সেনা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমের এসব সংবাদ 'সত্যি বলেই মনে করা হচ্ছে'। এদিকে, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তাদের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয় ক্রেমলিন। ইউক্রেনে রুশ বাহিনীকে সহায়তা করতে উত্তর কোরিয়া আসলেই সেনা পাঠাচ্ছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ বলেছেন, 'এটি কেবল আরেকটা গুজব।'

বিনোদন

নায়িকা হতে চান না সামিরা খান মাহি

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডেও ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। সম্প্রতি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হওয়া ভয়াবহ বন্যায় ছুটেছেন মানুষকে সাহায্য করতে। সেই জলে ভাসা অধ্যায় সম্পন্ন করে নিজের চেনা বলয়- অর্থাৎ শুটিংয়েও ফিরেছেন অভিনেত্রী। বর্তমানে নিজের কাজে ব্যস্ত মাহি। যদিও আগের চেয়ে কাজ কমিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে মাহি জানালেন, গখবাঁধা গল্পে কাজ করতে চান না তিনি। সেই সঙ্গে নায়িকাও হতে চান না। ভালো কাজ করে যেতে চান অভিনেত্রী। সম্প্রতি গণমাধ্যমের সঙ্গে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মাহি বলেন, "ক্যারিয়ারের শুরুতে গড়পরতায় অনেক কাজ করেছি। এখন বেছে করছি। গল্প ও মানের দিকে নজর দিচ্ছি। তাই কাজ অনেকটা কম করা হচ্ছে। তাছাড়াও এখন শিল্পীর সংখ্যা অনেক-তাই কাজ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তবে অনেকেই বলে থাকেন, কাজ কম করলে নাকি হারিয়ে যাব। আমি তা বিশ্বাস করি না। এখন সবারই কাজ কম। গত তিন মাসে সেভাবে কাজ হচ্ছে না। আমার কাছেও অনেক কাজের প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু খুব সীমিত কাজ করেছি। কারণ আর কোনো গখবাঁধা গল্পে কাজ করতে চাই না।" সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এ অভিনেত্রী বলেন, "সিনেমা নিয়ে আমারও আগ্রহ রয়েছে। আমিও সিনেমায় কাজ করতে চাই, কিন্তু প্রস্তাব আসে না। ভালো প্রস্তাব পেলে কাজ করব। আমি চাই এমন কোনো কাজ দিয়েই শুরু করতে যা মানুষের মনে সাড়া ফেলবে। শুধু সিনেমা করার জন্য করতে চাই না। আমি নায়িকা হতে চাই না। ভালো কাজ করতে চাই, যা সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। আমাকে সিনেমা অঙ্গনে সেই কাজটি নিজের অবস্থান তৈরি করে দেবে।" সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচরণ করে বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন অনেক অভিনয়শিল্পী। এ প্রসঙ্গে মাহির কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি মনে করি শিল্পীদের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত, তারা শিল্পী। তবে কোনো রাজনৈতিক দলকে পছন্দ থাকতেই পারে, সেটা ভিন্ন বিষয়।

সিনেমা প্রচারণায় যেতে পারেননি পরীমণি

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড নায়িকা পরীমণি মাস কয়েক আগেই 'ফেলুবক্সী' সিনেমার মাধ্যমে নাম লিখিয়েছেন টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। খুব শিগগিরই মুক্তি পাবে সিনেমাটি। 'ফেলুবক্সী' মুক্তির আগে কলকাতায় শুরু হয়েছে প্রচারণা। দুর্গাপূজায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপ থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি অলিগলিতেও দেখা গেছে পরীর এ সিনেমার পোস্টার। এদিকে কলকাতার এমন জোড়ালো প্রচারণায় যেতে পারেননি পরীমণি, তাই রয়ে গেছে আফসোস। মনটাও ভীষণ খারাপ। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে তেমনটিই জানিয়েছেন এ নায়িকা। পরীমনি বলেন, 'পূজার মতো এত বড় একটি উৎসবে ছবির প্রচারণার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অনেক বড় বিষয়। আমার জন্য অনেক ভালো লাগার। খুব ইচ্ছে ছিল, প্রথম প্রচারণায়, পূজার মধ্যে ওদের সাথে থাকব। কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে যেতে পারিনি। মনটা খারাপ। একটা আফসোস থেকে গেল। তবে যা হবে মনে হচ্ছে, ভালো কিছুই হবে।' পরী আরও বলেন, 'আমি এরইমধ্যে যা অনুভব করেছি, ওদের ভালোবাসাটা খুব খাঁটি। টের পাওয়া যায়। কেউ কিন্তু ভালোবাসা দেখালে তা আসল না নকল, বোঝা যাবেই। কলকাতার ওরা আমাকে যে ভালোবাসাটা দেখিয়েছে, তাতে খুব আপন মনে হয়েছে। কাছের মনে হয়েছে। অনেক দিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে থাকলে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়, এটা সে রকমই মনে হয়। আমার সাথে এমনটা হয়েছে। আমি খুবই মনেপ্রাণে ওদের সাথে কাজ করতে চাই। সেই স্বাধীনতাও তারা আমাকে দিয়ে রেখেছে।'

অনিরাপত্তার আতঙ্কে সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের ব্যাপক আলোচিত বাবা সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডে রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে মুম্বাইয়ের প্রশাসন। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত পাওয়ারের দল এনসিপির নেতা বাবা সিদ্দিককে খুনের ঘটনায় মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনার পর বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের বাড়ির নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বাবা সিদ্দিকিকে খুনের দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন। শুধু তাই নয়, তার দাবি, সালমান খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জেরেই খুন করা হয়েছে বাবা সিদ্দিকিকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা এক পোস্টে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পক্ষ থেকে দাবি করে লেখা হয়েছে, "ওম জয় শ্রীরাম, জয় ভারত। আমি জীবনের মর্ম বুঝি, সম্পদ ও দেহকে ধূলো বলে মনে করি। তাই বন্ধুত্বের কর্তব্যকে সম্মান জানিয়ে যা ঠিক তাই করেছি। সালমান খান, আমরা এই যুদ্ধ চাইনি কিন্তু আপনার জন্য আমাদের ভাইকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আজ বাবা সিদ্দিকির ভদ্রতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক সময়ে তিনি মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অফ অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট-এর অধীনে ছিলেন দাউদের সঙ্গে এবং অনুজ থাপনের সাথে তার যোগসূত্র ছিল। বলিউড, রাজনীতি এবং দাউদের সঙ্গে মিলে সম্পত্তি বাড়ানোর যোগসূত্রই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কারও সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তবে কেউ যদি সালমান খান বা দাউদ গ্যাংকে সাহায্য করে, তাহলে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রেমের কথা স্বীকার করলেন শ্রদ্ধা কাপুর

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমানে 'স্ত্রী ২'-এর সাফল্যে ভাসছেন শ্রদ্ধা কাপুর। সিনেমাটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয়ের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। পেছনে ফেলেছে শাহরুখের পাঠান ও জওয়ানের মতো ব্লকবাস্টারকে। আর এই সিনেমার কৃতিত্ব অনেকাংশেই শ্রদ্ধার, এমনটাই মানছেন তার ভক্তরা। শ্রদ্ধাও বেজায় খুশি। কিন্তু এখানেই খুশির কারণ শেষ নয়, ব্যক্তি জীবনেও দারুণ সময় কাটাচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর। কয়েক মাস ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে রাহুল মোদির সঙ্গে নাকি ডেট করছেন নায়িকা। অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব কমই চর্চা হয়। তবে কসমোপলিটনকে দেওয়া নতুন এক সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যে, 'তিনি তার সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন।' আর সেখান থেকেই তার প্রেমের গুঞ্জন আরও জোড়ালো হয়েছে। সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধা তার সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন। নায়িকা বলেছেন, 'আমি আমার সঙ্গীর সঙ্গে একসঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসি। সেটা সিনেমা দেখা হোক, বা ডিনার করতে যাওয়া কিংবা কোথাও ঘুরতে যাওয়া, এই সবই আমার পছন্দের। আমি এমন একজন যে একসঙ্গে এইসব কাজ করতে বা কিচ্ছু না করে কেবল চুপচাপ পাশে বসে সময় কাটাতে পছন্দ করি।' সাক্ষাৎকারে নিজের বিয়ের পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন শ্রদ্ধা। অভিনেত্রী বলেন, 'বিয়েতে বিশ্বাস করা বা না করা নয়, বরং জীবনসঙ্গী হিসেবে সঠিক মানুষটাকে বেছে নেওয়া সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ মনে করেন যে তারা বিয়ে করতে চান, তবে তাদের মধ্যে সম্পর্কটাও দারুণ হওয়া উচিত। তবে তারা যদি মনে করে যে তারা বিয়ে করতে চান না, কেবল একসঙ্গে থাকতে চান, সেক্ষেত্রেও সম্পর্ক দুর্দান্ত হওয়া প্রয়োজন।' এর আগে শ্রদ্ধা তার প্রথম সিনেমা 'আশিকি ২'-এর অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন বলে গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। যদিও তারা কেউই এই বিষয়টি নিয়ে জনসমক্ষে কিছু প্রকাশ করেনি। পরে 'তু ঝুঠি ম্যায় মাক্কার'-এ কাজ করার সময় রাহুল মোদীর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে শোনা গেছে। এখনও দুজন সম্পর্কে রয়েছেন বলেই গুঞ্জন রয়েছে বলিউডের বাতাসে।

সাতক্ষীরা : বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত না হওয়ায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণা করে। নিষ্কাশনের পথ না থাকায় জলাবদ্ধ এলাকায় সাধারণ মানুষের যাতায়াতে ভেলায় ভরসা।

ধান ক্ষেতে পঁচন রোগে সম্পূর্ণ নষ্ট

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : বিগত কয়েক দিনের একাধারে টানা বৃষ্টি পর ভ্যাপসা গরমের কারণে কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় মাঠে কৃষকের ধান ক্ষেত্রে খোল পঁচা রোগ দেখা দিয়েছে। অপরদিকে ২ সপ্তায় ১১০ হেক্টর জমির ধান সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। আবা মাঠের পর মাঠ পচন রোগে আক্রান্ত হয়ে ধান গাছের পাতা মরে যাচ্ছে। অনেক কৃষকের গোটা জমিতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। বিআর-৫১ জাতের ধান ক্ষেতে এই রোগ বেশি দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। কৃষকরা বলছেন, এই রোগের কারণে তাদের ক্ষেত্রের ধানগাছ ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। আগামীতে রোগাক্রান্ত ধান গাছে শীষ বের হবে না, ক্রমান্বয় শুকিয়ে মরে যাবে। যে কারণে এবার ধানের উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে বলে কৃষকরা এমনটা আশা করছেন। এখনই এই রোগ প্রতিরোধ করা না গেলে তারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন কালীগঞ্জ উপজেলার কৃষকরা। এদিকে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে এই রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে কৃষকদের এভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন। কালীগঞ্জ উপজেলার চাপালী গ্রামের কৃষক রাকিব খন্দকার বলেন, ৭ বিঘা জমিতে ৫১ জাতের ধান চাষ করেছেন প্রায় সব জমিতেই এই রোগ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টির পর অল্প সময়ের মধ্যে গোটা জমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধমে গাছের নিচের অংশ থেকে পঁচন দেখা দিচ্ছে,পরে আস্তে আস্তে উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সার-ঔষধ, জমি তৈরীতে চাষ, ধানের জমির আগাছা পরিষ্কার, কাটা-পরিষ্কার সহ লেবার খরচ সহ এক বিঘায় তার ২২ হাজার থেকে ২৩ হাজার খরচ হয়েছে। এই এক বিঘায় তিনি ১৮ থেকে ২০ মণ ধান পাবেন, যা বিক্রি করে ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবেন এমন টা আশা করেছিলেন। এখন যে অবস্থা তাতে ফলন অনেক কমে যাবে। এতে তিনি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন বলে জানান। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ছত্রাকনাশক ওষুধ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজে আসছে না।বিষয়খালীর কৃষক ফজলুর রহমান জানান, বিআর- ৫১ জাতের ধান ৩ বিঘা চাষ করেছেন। গোটা জমিতে এই পঁচন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ধান ক্ষেতের জমিতে গেলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এবার জমিতে ধান গাছ খুব ভালো হয়েছিল। এখন থোড় (শীষ) বের হওয়ার সময়। সেই সময় বৃষ্টির কারণে এই পঁচন রোগ দেখা দিয়েছে। যা মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষক আক্তার হোসেন জানান, দ্রুত এই পঁচন রোগ ঠেকাতে না পারলে কৃষক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। অনেক কৃষক ধারদেনা ও বিভিন্ন এনজিু থেকে লোন তুলে ধান চাষ করেছেন, তারা কিভাবে তাদের ঋণ পরিশোধ করবেন দোকান থেকে সার-ঔষধ বাকিতে নিয়ে দুই বিঘায় চাষ করেছেন তার জমির ধানও পঁচন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ভালো ফলন না পেলে কিভাবে দোকান বাকি পরিশোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তিত এই কৃষক। কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জানান, বৃষ্টির পর এই রোগ দেখা দিয়েছে। তবে সেটা ব্যাপক নয়। তারা কৃষকদের আক্রান্ত জমিতে ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

এতে পঁচন অনেকটা ঠেকানো সম্ভব বলে জানান। ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের বিভাগের উপ-পরিচালক ষষ্ঠি চন্দ্র রায় জানান, কৃষকের ধান ক্ষেতে খোলপঁচা রোগ তেমন একটা এখনও দেখা দিয়েছে বলে তাদের কাছে তথ্য নেই। তবে বৃষ্টির পর খরা হলে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে। তিনি কোন এলাকায় এই রোগ দেখা দিয়েছে তার বিষয়ে তথ্য নিয়ে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। তিনি বলেন, এই রোগে আক্রান্ত ক্ষেতে ছত্রাকনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।এ বছর ঝিনাইদহ ৬ উপজেলায় উপসী জাতের ধান চাষ হয়েছে ৯৬ হাজার ৩০৮ হেক্টর, আর হাইব্রিড ধান চাষ হয়েছে ৮ হাজার ১৮০ হেক্টর। মোট ১ লাখ ৪ হাজার ৪৮৮ হেক্টরে জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এ থেকে ৫ লাখ ৬৮ হাজার ৪০৯ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হবার কথা। কৃষি বিভাগ এই লক্ষ্যমাত্রায় গত ২ সপ্তায় বৃষ্টিতে ১১০ হেক্টর জমির ধান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এতে প্রায় ৬ শত মেট্রিক টন ধান কম উৎপাদন হবে। এই রোগে আক্রান্ত ধান গাছের নিচের অংশ খয়েরি রং ধারণ করছে, যা আস্তে আস্তে গোটা গাছে ছড়িয়ে পড়ছে। একপর্যায়ে ধান গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

মধুখালীতে টানা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি (মধুখালী, ফরিদপুর) : টানা বৃষ্টিতে ফরিদপুরের মধুখালীতে কুমড়া, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, পেঁপে, কলা, ধানসহ শাক-সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে টানা চার দিনের হওয়া বৃষ্টিতে এই ক্ষতি হয়।ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের কুড়ানিয়ারচর গ্রামের কৃষক মোঃ আকরাম হোসেন বলেন ধারদেনা করে এ বছর ৪০ শতাংশ জমিতে মরিচ ও কুমড়া চাষ করেছিলাম। প্রতিটি গাছে ফলন ছিল। বৃষ্টিতে গাছের গোরা পঁচে গাছ মারা গেছে। মরিচের সাথী ফসল হিসাবে ২০ শতাংশ জমিতে মিষ্টি কুমড়া চাষ করেছিলাম। সেই গাছও বৃষ্টিতে মারা যাচ্ছে। গাছে ১০০ থেকে ১২০ পিচ মিষ্টি কুমড়া ধরা অবস্থায় ছিল যার ওজন প্রায় এক থেকে দের কেজিতে পরিণত হয়েছিল। সেগুলো ক্ষেতে তুলতে গিয়ে দেখি সব পঁচে গেছে। ৪০ শতাংশ জমিতে দুই ফসলে প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ করে মাত্র ১২ হাজার টাকার মরিচ বিক্রি করেছি তারপর টানা বৃষ্টিতে সব মরিচ গাছ মরে গেছে। এখন কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। বিষয়টি আমার এলাকার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে সবজিক্ষেত পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। নওপাড়ার এই কৃষকই শুধু নন, সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে মধুখালী পৌর এলাকা সহ কয়েকটি ইউনিয়নের অনেক কৃষকের খেতের ফসল নষ্ট হতে চলেছে।উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের কৃষক মোঃ আবদুর রহমান জানান, টানা বৃষ্টিতে ৩৫ শতাংশ জমির আমনের চারা পানির নিচে তলিয়ে আছে। চারা পঁচে গেলে আবার লাগানো লাগবে। পৌরসদরের ২ নং ওয়ার্ডের কুমড়া চাষী আবদুল আলিম বলেন, বৈকণ্ঠপুর মাঠের জমিতে লাগানো কুমড়া অতিবৃষ্টিতে প্রায় অর্ধেক পঁচে হয়ে গেছে। বাকিগুলোর অবস্থাও ভালো না। বড় ক্ষতিতে পরতে হবে এবার।উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অতিবৃষ্টিতে মধুখালী উপজেলায় ২৪২০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি চাষ করা হয়েছিল এর মধ্যে ফুলকপি ১ হেক্টর, বাঁধাকপি ০.৫, মিষ্টি কুমড়া ৬ হেক্টর, শশা ১ হেক্টর, করলা ০.৫ হেক্টর, পেঁপে ১ হেক্টর, কলা ১ হেক্টর ও অনান্য সবজি ১ হেক্টর পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে।এদিকে টানা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় প্রভাব পরেছে কাঁচা বাজারে। সকল সবজির দাম বেরেছে। বিক্রেতারা বলছেন বৃষ্টিতে সবজির ক্ষতি হওয়ায় বাজারে সবজির আমদানি কম থাকায় দাম কিছুটা উর্ধমূখী। মধুখালী পৌরসদরের কাঁচা বাজার ঘুরে দেখা যায় প্রতিকেজি কাঁচা মরিচ ৪০০ টাকা, বেগুন ৬০ টাকা, পেঁপে ৪০ টাকা, পোটল ৬০ টাকা, ঝিঙ্গা ৬০ টাকা, আলু ৫৫ টাকা, করলা ৬০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।মধুখালী উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মাহাবুব ইলাহী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মেগচামী, গাজনা ইউনিয়নের আগাম শীতকালীন সবজির বেশি ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টিতে কম বেশি সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাজারে দামের প্রভাব পরেছে। আবহাওয়ার উন্নতি না হলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে। ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করে আমরা অধিদপ্তরে প্রেরণ করছি।

সড়কের বেহাল দশা ব্যবসায়ীরা বিপাকে

ব্রাক্ষণবাড়িয়া প্রতিনিধি : আশুগঞ্জ নৌবন্দর-বিশ্বরোড-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর সড়ক চার লেনে উন্নীতকরনের কাজ বন্ধ,সড়কের বেহাল দশা,ব্যবসায়ীরা বিপাকে। ৫১ কিলোমটার মহাসড়কটি ফোরলনে উন্নীতকরনে নর্মাণ ব্যয় ধরা হয়ছে ৫ হাজার ৭'শ ৯১ কোটি টাকা। শুরুতেই নির্মাণ কাজের ধীর গতির কারণে মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহনরে যাত্রীদরে র্দুভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। বেশী বিকপাকে পড়েন ৫ আগষ্টে আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগের পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় এফকন লিমিটেড কাজ ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার কারণে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় এফকন লিমিটেড জনবলসহ তারা বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ায় রাস্তার কাজ সম্পুর্নভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে যাত্রীরা চরম পরেছে বিপাকে।পাশাপাশি আশুগঞ্জ আন্তর্জাতিক নৌবন্দরের ব্যবসায়ীরা তাদেও ব্যবসা-বানিজ্যে নেমে আসে স্থবিরতা। সামান্য বৃষ্টিতেই আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে বন্দরের ঘাট পর্যন্ত রাস্তা যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।শুধু তাই নয় মালঅমাল পরিবহনের সময় রাস্তায় গাড়ী উল্টে পড়ে যায়।এতে মালের পাশাপশি জীবনহানি ঘটে।এই অবস্থায় ভুক্তভোগী জনগণ বলছেন যেন এইরাস্তা দেখভালের জন্য কেউ নেই।এদিকে আশুগঞ্জ আর্ন্তজাতিক নৌবন্দরের ব্যবসায়ী কবির ফকির জানান,আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই বন্দওে ব্যবসা করে আসছি।কিন্তু এইবার আমরা ব্যবসায়ীরা রাস্তার বেহালদশার জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছি।রাস্তার ভাল না থাকায় পরিবহন ভাড়া যেমন বেশী দিতে হচ্ছে তেমনি সময়মত গাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।ফলে আমরা বন্দরের ব্যসায়ীরা উভয় সংকটে আছি।আমার দাবী সরকার যেন দ্রুত রাস্তার সমস্যাটি সমাধান করার পাশাপাশি নতুন করে বন্দও ঘাটে যে উন্নয়ন কাজ চলমান আছে তা দ্রুত শেস করার পদক্ষেপ নেয়।এ বিষয়ে আশুগঞ্জ আর্ন্তজাতিক নৌবন্দরের ইজারাদার জিতু মিয়া বলেন,আমি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঘাট ইজারা নিয়েছি এককোটি ৪০লক্ষ টাকায়।তার সাথে ব্যাট,ট্যাক্স রযছে শতকরা ২৫ পার্সেন্ট। এতে আমার আশুগঞ্জ বন্দরঘাট ইজারামুল্য দাড়িয়েছে প্রায় এককোটি সত্তর লাখ টাবা।ঘাটের যাতায়াতের রাস্তার করুনদশা কারণে মালামাল লোড-আনলোড কমেগেছে প্রায় ৬০ভাগ।তিনি বলেন, আশুগঞ্জ আর্ন্তজাতিক নৌবন্দরের উন্নয়নের লক্ষে ঘাটে আরো চার-পাচটি জেটি র্মিন করছে সরকার।এই উন্নয়ন কাজের জন্য পুরাতন অন্তত ৪টি জেটি পুরাতন জেটি বন্ধ করে কাজ করছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।এর আগে য়েখানে ৬টি জেটি দিয়ে মালঅমাল পরিবহন করা হত।এখন মাত্র ২টি ,জেটি দিয়ে মালামাল পরিবহন করতে হচ্ছে।এত করে আমি কাঙ্খিত রাজস্ব আদায় করতে পারছিনা।এতকিছুর পরও যদি রাস্তার সমস্যা না থাকত কিছুটা পুষিয়ে থাকতে পারতাম।তিনি আশুগঞ্জ নৌবন্দর-বিশ্বরোড-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর সড়ক চার লেনে উন্নীতকরনের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সরকারের উচ্ছ মহলের হস্তক্ষেপ দাবী করেন।

দেবহাটায় জাতীয় দূর্যোগ প্রশমন দিবসে আলোচনা সভা

দেবহাটা প্রতিনিধি : দেবহাটায় জাতীয় দূর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ওই দিবসটি পালনের লক্ষ্যে একটি রেলি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে। পরে দেবহাটা ফুটবল মাঠের মঞ্চে আলোচনা সভা ও দেবহাটা ফায়ার স্টেশনের তত্ত্বাবধানে দূর্যোগকালীন মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবহাটা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শফিউল বাশার। প্রধান অতিথি ছিলেন দেবহাটা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শরীফ নেওয়াজ। চন্ডিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন দেবহাটা কৃষি অফিসার শওকত ওসমান, দেবহাটা উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন, দেবহাটা উপজেলা ক্রীড়া কমিটির সদস্য সহকারী অধ্যাপক ইয়াছিন আলী, দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আর.কে.বাপ্পা, দেবহাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি খায়রুল আলম, দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক কে.এম রেজাউল করিম, দেবহাটা উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাস্টার ইউনুস আলী, সাংবাদিক আবু সাঈদ, দেবহাটা ইউনিয়নের মহিলা ইউপি সদস্য রেহানা খাতুন প্রমুখ।

বন্যার পানি নিষ্কাশনে সেচপাম্পে ঝুঁকছে বানভাসীরা

কেশবপুর প্রতিনিধি : পলিতে নদী ভরাটের প্রভাবে পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হয়ে দু'মাস ধরে পানিবন্দী কেশবপুর ও মনিরামপুরের নিন্মাঞ্চলের জনগণ। বন্যা থেকে রক্ষায় ২৭ বিল ও অন্যান্য এলাকার জনগণ পানি নিষ্কাশনে সেচপাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এজন্যে সেচ কমিটি বিল খুকশিয়ার ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেটের পলি অপসারণ কাজ শরু করেছে। কেশবপুর ও মনিরামপুর উপজেলার ৬ ইউনিয়নের ৬৮টি গ্রামের ২৭ বিলের পানি বিল খুকশিয়ার ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেট দিয়ে হরি নদীতে নিষ্কাশন হয়। হরি নদী ও খুকশিয়ার খালের ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেট পলিতে ভরাটের কারণে ২৭ বিল এলাকায় জলাবদ্ধতা স্থায়ী আকার ধারণ করেছে। ভবদহ এলাকার দু'উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ প্রায় দুই মাস ধরে পানিবন্দী জীবন যাপণ করছে। পানিবন্দী এলাকার জনগণ ৩ যুগ ধরে এভাবেই পানি নিষ্কাশন করে বোরো আবাদ করে আসছে। ৮ অক্টোবর জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৭ বিল বাঁচাও আন্দোলন কমিটি ৫ দফা দাবিতে পানি সম্পদ উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। এছাড়া, ৯ অক্টোবর সুফলাকাটি ইউপি চত্বরে বানভাসীদের বিশাল সমাবেশ হয়েছে। সমাবেশে চেয়ারম্যান এসএম মুনজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পানি সেচ প্রকল্প কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাথরা গ্রামের কৃষক শহিদুল ইসলাম জানান, গত ৭/৮ দিন ধরে বুড়-লি ও পাঁজিয়া-পাথরা বিল এলাকার ৪৭ গ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে ২৪/২৫টি সেচ পাম্প দিয়ে পানি নিষ্কাশন চলছে। এ পর্যন্ত ১৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। অধিকাংশ বাড়িঘর থেকে পানি নামা শুরু হওয়ায় বানভাসিরা সুফল পেতে শুরু করেছে। তাদের দেখে বিল গরালিয়ার প্লাবিত ২৭গ্রামের পানি নিষ্কাশনে ৪টি সেচযন্ত্র দিয়ে এবং ২৭ বিল সেচ কমিটি খুকশিয়া খালের ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেটের পলি ২/৩ দিন ধরে অপসারণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মনিরামপুরে আশাননগর গ্রামের শিক্ষক আদিত্য সরকার বলেন, বানভাসী জমির মালিকরা বিঘা প্রতি ৫'শ টাকা করে ও অবশিষ্ট টাকা ঘের মালিকরা দিয়ে এ সেচকার্য চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ভবদহের জলাবদ্ধ ৫২ বিলের পানি মনিরামপুর উপজেলার কোনাখোলা বাজার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বিল খুকশিয়ায় ঢুকছে। এতে সেচকার্য বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিল খুকশিয়া পানি সেচ প্রকল্প কমিটির আহ্বায়ক ও সুফলাকাটি ইউপি চেয়ারম্যান এসএম মুনজুর রহমান বলেন, হরি নদী ও খুকশিয়া খালের ৮ ব্যান্ড স্লুইচ গেট থেকে হরি নদী পর্যন্ত ২২০ ফুট খাল পলি পড়ে ৫ ফুট উঁচু হয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড হরি নদীর বিল খুকশিয়া থেকে ডুমুরিয়ার শোলগাথিয়া ব্রিজ পর্যন্ত ১ কিলোমিটার পলি অপসারণ কাজ করছে। কিন্তু বিলের পানি থেকে নদীর তলদেশ উঁচু হওয়ায় এতে পানি নিষ্কাশন হবে না। যেকারণে বানভাসীরা বৈদ্যুতিক সেচ মোটর দিয়ে বিলের পানি নিষ্কাশনের দাবি জানিয়ে আসছিল। খালের পলি অপসারণ করতে ৮ ইঞ্চি সাইজের ৮টি বৈদ্যুতিক সেচ মোটর দিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ মাস ব্যাপী ২৭ বিলের পানি নিষ্কাশন কার্যক্রম চলানো হবে। কেশবপুর পাউবো'র উপবিভাগীয় প্রকৌশলী সুমন শিকদার বলেন, কেশবপুরের জলাবদ্ধতা নিরসনে হরিহর, বুড়িভদ্রা, আপারভদ্রা ও হরি নদীর ভরাটকৃত পলি স্কাভেটর দিয়ে অপসারণ কাজ চলছে। কাজ সম্পন্ন হলে দ্রুত পানি সমস্যার সমাধান হবে। উল্লেখ্য, কেশবপুরে ১০৪ গ্রাম প্রায় ২ মাস ধরে প্লাবিত।

কাহারোলে দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে র‌্যালি

কাহারোল প্রতিনিধি : দুর্যোগ আগাম সর্তক বার্তা 'আগামী প্রজম্মকে সক্ষম করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি' শ্লোগানে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস,২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালি, আলোচনা সভা ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল ১৩ই অক্টোবর সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসন কাহারোল এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের আয়োজনে র‌্যালি মহড়া ও আলোচনা সভা মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান। প্রধান অতিথি ছিলেন, কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মোহাম্মদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাহাবুবুরহমান, ৩নং মুকুন্দপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদুজ্জামান লিমন, উপজেলা আইসিটি অফিসার মোঃ আফিজার রহমান, ফায়ার সার্ভিস ইন্সপেক্টর মোঃ রেজাউল করিম, খাদ্য কর্মকর্তা মোঃ শাহীন রানা।

গৌতমাশ্রম বিহারে প্রবারনা পূর্ণিমা ও চীবর দানের প্রস্তুতি

হাটহাজারী প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মির্জাপুর গৌতমাশ্রম বিহারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারনা পূর্ণিমা ও দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসবের প্রস্তুতি সভা গত রোববার অনুষ্ঠিত হয়। বিহারের সভাপতির কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ভদন্ত শাসনানন্দ মহাথের। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক লায়ন অনুপম বড়ুয়া। সভায় আসন্ন শুভ প্রবারনা পূর্ণিমা ও দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানের কর্মসূচি ও করনীয় বিষয় নিয়ে এই দুই বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান মহাসমারোহে, শান্তিপূর্ণ ও ভাব গম্ভীর পরিবেশ উদযাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন, বিজয় দর্শন বড়ুয়া, হরিপদ বড়ুয়া, সাংস্কৃতিক কর্মী রনজিৎ কুমার বড়ুয়া, লোকনাথ বড়ুয়া, সাংবাদিক কেশব কুমার বড়ুয়া, স্বপন কুমার বড়ুয়া, সন্তোষ বড়ুয়া বটন, সুব্রত বড়য়া, বন্দন, সুজন বড়ুয়া মামুন, গোলাপ বড়ুয়া, ছোটন বড়ুয়া প্রমুখ।

বরিশালে মতুয়া মিশনের উদ্যোগে মাতৃপূজা

বরিশাল প্রতিনিধি : ইন্টারন্যাশনাল শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সার্বিক সহযোগিতায় গত রোববার দুপুরে জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার কান্দিরপাড় গ্রামে জীবন্ত মায়ের পূজা (মাতৃপূজা) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই এলাকার হরি-গুরুচাঁদ ও গোপাল চাঁদ মতুয়া মন্দির প্রাঙ্গণে দুপুরে অনুষ্ঠিত মাতৃপূজার পূর্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মতুয়া গৌরাঙ্গ গোঁসাইর সভাপতিত্বে ও মতুয়া মিশন আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধান বাড়ৈর সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকার রমনা হরিচাঁদ মন্দির কমিটির সহ-সভাপতি মতুয়া রতন মন্ডল, যুগ্ন সম্পাদক সমিরন মন্ডল, মতুয়া মিশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সভাপতি ডাঃ মণীষ চন্দ্র বিশ্বাস, আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটির সভাপতি দীনেশ হালদার, সাধারণ সম্পাদক সোহাগ বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক মুকুল ভন্দ্র, মতুয়া তাপস গাইন প্রমুখ।জীবন্ত মাতৃপূজায় একশ' জন বাবা ও মাকে তাদের সন্তানরা ফুল, চন্দন, ধুপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে চোখের জলে পূজা দিয়েছেন। মাতৃপূজায় পৌরহিত্য করেন মতুয়া কৃষ্ণচাঁদ অধিকারী।

আর.ডি.এফ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নাঙ্গলকোট প্রতিনিধি : সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা মূলক সংগঠন রায়কোট ডেভেলপমেন্ট ফ্রেন্ডশিপ "আর.ডি.এফ" এর আয়োজনে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার ৮৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম, ৮ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলার মন্তলী স্কুল এণ্ড কলেজ, রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ৭শ' ১৯জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৭৫ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন নাঙ্গলকোট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুরাইয়া আক্তার লাকী, সহকারী কমিশনার "ভূমি" মেহেদী হাসান, আরডিএফ ছাত্র ফোরাম মুখপাত্র ও ঢাকা তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা জাফর আহমদ মজুমদার, মন্তলী স্কুল এণ্ড কলেজ অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল, নাঙ্গলকোট প্রেস ক্লাব ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাঈন উদ্দিন দুলাল, সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কেফায়েত উল্লাহ মিয়াজী, বাঙ্গড্ডা এডুকেয়ার রেসিডেন্সিয়াল স্কুল প্রধান শিক্ষক নাছির উদ্দিন মজুমদার, ইকুরা মডেল স্কুল প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবুল কাশেম মোল্লা, মন্তলী হাই স্কুল সহকারী প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন মজুমদার, আরডিএফ সভাপতি প্রভাষক জহিরুল ইসলাম মজুমদার, সেক্রেটারি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহফুজ আজিম, নাঙ্গলকোট প্রেস ক্লাব সদস্য সাইফুল ইসলাম, আরডিএফ ছাত্র ফোরাম সভাপতি ও কেন্দ্র সচিব সাইফুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরডিএফ উপদেষ্টা নিজাম উদ্দিন, ডা: ফরিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনসুর আলম মানিক, মাসুম বিল্লাহ হাজারী, সাবেক ছাত্র ফোরাম সভাপতি এম.আই জাহিদ, আরডিএফ ছাত্র ফোরাম সহ-সভাপতি নূরুন নবী রিয়াদ, ইয়াহিয়া খন্দকার, নূর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাফর আহমেদ আপন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান হোসেন, কার্যকরী সদস্য ডা: তারেক, সজীব, রাকিব, জীবন প্রমুখ।২০১৭ সালে আরডিএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা মূলক কাজ করে আসছে।

কাউখালীতে মাছ-মাংসের দাম ক্রেতাদের নাগালের বাহিরে

কাউখালী প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালীতে মাছ মাংসের দাম দিন দিন সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা মাছ ও মাংসের স্বাদ ভুলে যাচ্ছে। অনেকের পক্ষেই এখন মাছ-মাংস কিনে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শুধু মাছের বাজার ঘুরে আসা ছাড়া তাদের ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। গত ১৫ দিনের ব্যবধানে মাছ-মাংসের দাম কেজিতে ৩০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টায় কাউখালী দক্ষিণ বাজারে সাপ্তাহিক হাটের দিনে মাছ-মাংসের বাজার ঘুরে দেখা গেছে গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে মাছের দাম কেজিতে ৩০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে ইলিশ মাছ না থাকার কারণে মাছ ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে অন্যান্য মাছের দাম বৃদ্ধি করে বিক্রি করছে। ১ কেজি ছোট চিংড়ি মাছ ৭৫০ টাকা, ছোট সাইজের দেশি কই মাছ ৫৫০ টাকা, শোল মাছ ৭০০ টাকা, কইয়া বৌল ৬০০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, মরমা মাছ ৪০০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, পাবদা ৩০০ টাকা, রুই ৩০০ টাকা, কাতল ২৬০ টাকা, কোরাল ৬৫০ টাকা, পোমা ৩৫০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। প্রতিটি সামুদ্রিক মাছের দাম কেজিতে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছ বিক্রেতা আসমত আলী ও ইয়াকুব আলী জানান, বাজারে মাছের সরবরাহ কম থাকায় মাছের দাম একটু বৃদ্ধি। মাছ বিক্রেতা

সাইদুল ইসলাম জানান, বাজারে ইলিশ মাছ না থাকা কারণে অন্যান্য মাছের দাম এ সময় একটু বেশি হয়। মাছের সরবরাহ বাড়লে দাম একটু কমবে। মাছ ক্রয় করতে আসা নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাছ-মাংস কিনে খাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দিনমজুর মনসুর আলী বলেন, মাছ-মাংস কিনে খাওয়া আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আমরা শুধু দেখে যাব খাইতে পারবো না। এদিকে মাংসের বাজারও ক্রেতাদের নাগালের বাহিরে চলে গেছে। বয়লার মুরগি ২০০ টাকা, কক ৩৫০ টাকা, সোনালী ৩২০, গরুর মাংস ৮০০ ও খাসির মাংস এক হাজার টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। গত ১৫ দিন ব্যবধানে বয়লার মুরগির দাম কেজিতে ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুরগির ব্যবসায়ী আবদুল করিম বলেন বাজারে মুরগির সরবরাহ কম এবং বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে খামারিদের মুরগি মরে গেছে। তবে সরবরাহ বাড়লে মুরগির দাম কিছুটা কমে যাবে। এদিকে ভুক্তভোগীরা বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল থাকার কারণে মাছ-মাংসের দাম বিক্রেতারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ করেন। সংবাদকর্মী হাফেজ মাসুম বিল্লাহ বলেন, বর্তমানে কোন ব্যবসায়ীদের চাঁদা দিতে হয় না তবে কেন বাজারে এত দাম। বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লা বলেন, আমরা বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করছি।

৪ দিনের ছুটিতে শ্রীমঙ্গলে ছিল পর্যটকের ভিড়

শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পূজার ছুটিতে শ্রীমঙ্গলে ছিল পর্যটকের ভিড়। ৪ দিনের ছুটিতে শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন পর্যটন স্পট, চা-বাগান ছিল লোকে লোকারণ্য। বিশেষ করে লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্কে পর্যটকের ঢল নেমেছিল। গত বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে গত রোববার পর্যন্ত লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্কে পর্যটকের ভিড় লেগেই ছিল। লাউয়াছড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের শ্রীমঙ্গল কার্যালয়ের ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জার মো. শহিদুল ইসলাম জানান, এই ৪ দিনে লাউয়াছড়ায় পর্যটক এসেছে ৪ হাজার ৪৪৯ জন। এতে রাজস্ব আয় হয়েছে ৫ লাখ ২৩ হাজার ৯৯৭ টাকা। চা-বাগানগুলোতে এখন চলছে ভর মৌসুম। চা-বাগান পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। চা-কন্যাদের দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার দৃশ্য দেখতে চা-বাগানগুলোতেও ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। মনোমুগ্ধকর এসব চা -বাগানের দৃশ্য ঘুরে ঘুরে দেখা আর সেলফি তোলায় ব্যস্ত সময় পার করেছেন পর্যটক-দর্শনার্থীরা। শ্রীমঙ্গলের বন্যপ্রাণী সেবা ফাউণ্ডেশনে শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেনি-পেশার ভ্রমনপিপাসুদের ভিড় ছিল চোখে পরার মতো। বিশেষ করে বিভিন্ন পশু-পাখি আর বন্যপ্রাণী দেখে শিশুরা খুব আনন্দে মেতেছিল।শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দুরে মাছের অভয়াশ্রম ও পাখির অভয়ারণ্য প্রসিদ্ধ বাইক্কা বিলে ছুটে গেছেন অনেক দর্শনার্থী। এছাড়াও লাউয়াছড়া ও মাগুরছড়া খাসিয়া পুঞ্জিতেও ছিল আগতদের আনাগোনা। অনেকে ছুটে গেছেন নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠীর পাড়াগুলোতে। খাসিয়া, মণিপুরি, ত্রিপুরা, গারোসহ বিভিন্ন পল্লী ঘুরে তাদের বিচিত্র জীবনধারা ও সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আগত ভ্রমনবিলাসীরা। এছাড়াও বধ্যভূমি-৭১ এ পূজার ছুটির ৪ দিন ভিড় লেগেই ছিল।শ্রীমঙ্গলের রিসোর্ট মালিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, পূজার ছুটিতে শ্রীমঙ্গলের রিসোর্ট, কটেজ, বাংলো, হোটেলগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্যটকের বুকিং ছিল।

গোয়ালন্দে পদ্মার ভাঙন রোধে জিওব্যাগ ফেলা হচ্ছে

গোয়ালন্দ প্রতিনিধি : গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের মুন্সি বাজার এলাকার কাওয়াল জানি গ্রামে ভাঙনের শিকার বেশ কয়েকটি বাড়ি ও কৃষি জমি। ভাঙন প্রতিরোধে গোয়ালন্দ উপজেলা প্রশাসন ও মোস্তফা মেটাল ইন্ডাস্ট্রির সহায়তায় ফেলা হচ্ছে জিওব্যাগ। গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র জিওব্যাগ ফেলানোর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা আবু সাইদ মন্ডল, দেবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুল ইসলাম, মোস্তফা মেটাল ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক সেলিম মুন্সি, তরুণ সমাজ সেবক জামাল মুন্সি প্রমূখ। জানাযায়, দুই সপ্তাহ আগে ভাঙন শুরু হয় মুন্সি বাজারের কাওয়াল জানি গ্রামের মাথায় প্রায় ১০০ ফুটের ভাঙনে বেশ কয়েকটি বাড়ি ও কৃষি জমি নদীতে বিলীন হয়।

বাগেরহাট : বেড়েছে সবজি, মশলা, মাছ ও চালসহ সব ধরনের নিত্য পণ্যের দাম। সব থেকে বেশি বেড়েছে কাঁচা মরিচের দাম।

নরওয়েকে বড়ো ব্যবধানে হারালো অস্ট্রিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে একের পর এক গোল করে যান আরলিং হালান্ড। চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই বলতে গেলে গোলের বন্যা বইয়ে দিতে থাকেন নরওয়ের এই ফুটবল তারকা। কিন্তু সেই হালান্ড মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখলেন উয়েফা নেশন্স লিগে। অস্ট্রিয়ায় খেলতে গিয়ে ৫ গোল হজম করে এসেছে হালান্ডের দেশ নরওয়ে। হার মেনেছে ৫-১ গোলের ব্যবধানে। অস্ট্রিয়ার লিনজে অনুষ্ঠিত নেশন্স লিগে খেলতে গিয়েছিলো নরওয়ে; কিন্তু হালান্ডকে এভাবে স্তব্ধ করে দেবে স্বাগতিকরা, তা হয়তো তিনি নিজে কল্পনাও করতে পারেননি। জোড়া গোল করেন অস্ট্রিয়ার মার্কো আর্নাটোভিক। এছাড়া বাকি গোলগুলো করেন পেন ফিলিপ লিয়েনহার্ট, স্টেফান পোশ এবং মিকায়েল গ্রেগরিটখ। নরওয়ের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন আলেকজান্ডার সোরলথ। এই পরাজয়ের পরও কিন্তু উয়েফা নেশন্স লিগে বি-৩ গ্রুপে নরওয়ে শীর্ষেই রইলো। তবে এ ম্যাচের মধ্য দিয়ে এই গ্রুপটিতে তুমুল লড়াই সৃষ্টি হয়েছে। তিন দলেরই পয়েন্ট সমান ৭ করে। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শীর্ষে নরওয়ে। অস্ট্রিয়া সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় এবং একই পয়েন্ট নিয়ে স্লোভেনিয়া রয়েছে তৃতীয় স্থানে। নরওয়ের হয়ে সব সময়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা হালান্ড। গত বৃহস্পতিবারই স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছিলেন তিনি। নরওয়ে জিতেছিলো ৩-০ গোলে। হালান্ডের নামের পাশে নরওয়ের জার্সিতে লেখা হলো ৩৪ গোল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন তিনি। ম্যাচ শুরুর ৬ মিনিট পরই অস্ট্রিয়ার গোলে শট নেন হালান্ড। কিন্তু পোস্টে লেগে ফিরে আসে বলটি। দুই মিনিট পর আবারও গোল করার কাছাকাছি গেলেও ব্যর্থ হন তিনি। উল্টো কাউন্টার অ্যাটাকে (৮ম মিনিটে) অস্ট্রিয়ার অধিনায়ক মার্কো আরনাটোভিক জোরালো এক শটে নরওয়ের জালে বল জড়িয়ে দেন। ৩৯ মিনিটে আলেকজান্ডার সোরলথ সমতায় ফেরান নরওয়েকে। ওই একটাই গোল করতে সক্ষম হয় আরলিং হালান্ডের দেশ। ১-১ গোলে সমতায় থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে অস্ট্রিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে, ৪৯তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন মার্কো আরনাটোভিক। ৫৮ মিনিটে তৃতীয় গোল করেন ফিলিপ লিয়েনহার্ট। ৬২ মিনিট চতুর্থ গোল করেন স্টেফান পোশ। ৭১ মিনিটে ৫ম বার নরওয়ের জালে বল জড়ান মিখায়েল গ্রেগরিটখ।

আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার কামিন্দু

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার ট্র্যাভিস হেড ও স্বদেশী প্রবথ জয়সুরিয়াকে পেছনে ফেলে আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন কামিন্দু মেন্ডিস। গতকাল সোমবার বিকেলে সেপ্টেম্বর মাসের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে আইসিসি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এই পুরস্কার জিতলেন তিনি। এর আগে মার্চে আরও একবার জিতেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে কামিন্দু চারটি টেস্ট খেলে রান করেছিলেন ৪৫১টি। গড় ছিল ৯০.২০। বিশেষ করে ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট হাতে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম আট টেস্টের প্রত্যেকটিতেই পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েন। এছাড়া এ সময় টেস্টের ৭৫ বছরের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০০ রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন। ৮ টেস্টের ১৩ ইনিংসে ১০০০ রান করে তিনি স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি অপরাজিত ১৮২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। তবে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে তার খেলা ১১৪ রানের ইনিংসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল দলের জন্য। দল যখন ৮৮ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসেছিল তখন শতরানের ইনিংস খেলে দলকে টেনে তুলেছিলেন।

ফিনল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরলো ইংল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : আগের ম্যাচে ঘরের মাঠেই গ্রিসের কাছে ২-১ গোলে হেরে গিয়েছিলো ইংল্যান্ড। এবার ফিনল্যান্ড গিয়ে জয়ে ফেরাটা ছিল ইংলিশদের জন্য খুব জরুরি। সে কাজটাই করে দিলেন জ্যাক গ্রিলিস, ট্রেন্ট আলেজান্ডার আরনল্ড এবং ডেকলান রাইস। হেলসিংকি অলিম্পিক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে এই তিনজনের গোলে উয়েফা নেশন্স লিগে ফিনল্যান্ডকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে এসেছে ইংল্যান্ড। গ্রুপ বি-২ এ এই জয়ের ফলে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকলো ইংল্যান্ড। পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গ্রিস। ফিনল্যান্ড চার ম্যাচের সবগুলোতেই পরাজয়। ফলে কোনো পয়েন্ট নেই তাদের। ম্যাচের পর আইটিভিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইংলিশ ফুটবলার জ্যাক গ্রিলিশ বলেন, 'আমার মনে হয়, আমাদের আরও অনেকগুলো গোল পাওয়া উচিৎ ছিল। বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে। কারণ, তখন ম্যাচ অনেক ওপেন হয়ে গিয়েছিলো।' তিনি আরও বলেন, 'প্রথমার্ধে খেলাটা একটু কঠিনই ছিল আমাদের জন্য। তবুও আমরা প্রথমার্ধে ১-০ গোলের লিড নিয়েছিলাম। এরপরই আমরা ম্যাচে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হই।' ম্যাচের ১৮তম মিনিটে গোলের সূচনা করেন জ্যাক গ্রিলিশ। যখন অ্যাঞ্জেল গোমেজ দারুণ একটি বুদ্ধিদীপ্ত পাস দেন গ্রিলিশকে। তিনি দারুণ শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। এরপর ৭৪তম মিনিটে প্রায় ২০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিকে ফিনল্যান্ডের জালে বল জড়ান অ্যালেকজান্ডার আরনল্ড। এর ১০ মিনিট পর পরবর্তিত খেলোয়াড় ওলি ওয়াটকিন্সের ক্রস থেকে বল পেয়ে ফিনল্যান্ডের জালে আলতো শটে জড়িয়ে দেন ডেকলান রাইস। ৮৭তম মিনিটে একটি গোল পরিশোধ করে ফিনল্যান্ড। আর্তু হসকনেন গোলটি করেন স্বাগতিকদের হয়ে।

শ্রীলংকাকে হারিয়ে জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্পোর্টস ডেস্ক : ১৮০ রানের টার্গেটে দুই ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং ও এভিন লুইসের ঝড়ো হাফ-সেঞ্চুরিতে শ্রীলংকার বিপক্ষে জয় দিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলংকাকে। এই জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ক্যারিবীয়রা। ডাম্বুলায় টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অষ্টম ওভারে ৫৮ রানে ৩ উইকেট হারায় শ্রীলংকা। টপ-অর্ডারে পাথুম নিশাঙ্কা ১১, কুশল মেন্ডিস ১৯ ও কুশল পেরেরা ৬ রানে আউট হন। চতুর্থ উইকেটে ৫২ বলে ৮২ রানের জুটিতে শ্রীলংকাকে লড়াইয়ে ফেরান কামিন্দু মেন্ডিস ও অধিনায়ক চারিথ আসালঙ্কা। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় হাফ-সেঞ্চুরির ইনিংসে ৫টি চার ও ২টি ছক্কায় ৪০ বলে ৫১ রান করে থামেন কামিন্দু। ২৯ বলে টি-টোয়েন্টিতে ষষ্ঠ হাফ-সেঞ্চুরি তুলে ৫৯ রানে আউট হন আসালঙ্কা। ৩৫ বলের আসালঙ্কার ইনিংসে ৯টি চার ছিলো।

শেষদিকে ভানুকা রাজাপাকসার ১১ বলে ১টি করে চার-ছক্কায় ১৭ রানের সুবাদে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রানের লড়াকু সংগ্রহ পায় শ্রীলংকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোমারিও শেফার্ড ২টি উইকেট নেন। ১৮০ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তুলে ৪.৪ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ৫০'এ নেন দুই ওপেনার কিং ও লুইস। পাওয়ার প্লেতে দল পায় ৭৪ রান। ২৫ বলে টি-টোয়েন্টিতে ১১তম অর্ধশতক করেন কিং। নবম ওভারের প্রথম বলে ১'শ স্পর্শ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ঐ ওভারেই টি-টোয়েন্টিতে ২৭ বলে ১১তম হাফ-সেঞ্চুরি করেন লুইস। লুইস-কিংয়ের ঝড়ো হাফ-সেঞ্চুরিতে ৯ ওভারে ১০৭ রান পেয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দশম ওভারের প্রথম বলে লুইসকে শিকার করে ক্যারিবীয়দের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন শ্রীলংকার পেসার মাথিশা পাথিরানা। ৫টি চার ও ৪টি ছক্কায় ২৮ বলে ৫০ রান করেন লুইস। লুইস ফেরার পর ৭ রানে আউট হন তিন নম্বরে নামা শাই হোপ। এক প্রান্ত আগলে রানের চাকা সচল রেখেছিলেন অন্য ওপেনার কিং।

তবে ১২তম ওভারে দলীয় ১২৮ রানে কিংকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান স্পিনার কামিন্দু। ১১ বাউন্ডারি ও ১ ওভার বাউন্ডারিতে ৩৩ বলে ৬৩ রানের দারুন ইনিংস খেলেন কিং। কিং-লুইসের দারুন শুরুতে পরবর্তীতে জয় পেতে সমস্যা হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৫ বল বাকী রেখে জয়ের স্বাদ পায় তারা। মিডল অর্ডারে রোস্টন চেজ ১৯, অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল ১৩ ও শেরফান রাদারফোর্ড অপরাজিত ১৪ রান করেন। শ্রীলংকার পাথিরানা ২টি উইকেট নেন। ম্যাচ সেরা হন কিং।

অর্থনীতি

রেমিট্যান্স আসায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

অর্থনীতি ডেস্ক : ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স আহরণে হঠাৎ শীর্ষ উৎস দেশ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি থেকে সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় ৩৯ কোটি ডলার। গত মাস পর্যন্ত শীর্ষে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে ৩৬ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগের মাস আগস্টে এসেছিল ২৯ কোটি এবং জুলাইয়ে ছিল ২৪ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমন সময়ে রেমিট্যান্স বাড়ল যখন সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার কমিয়েছে। আবার বাংলাদেশে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির নানামুখী কারণ থাকতে পারে। বড় কারণ হতে পারে- গত ১৯ সেপ্টেম্বর দেশটি এক ধাপে নীতি সুদহার শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়েছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশে সুদহার বাড়ছে। আবার বৈদেশিক মুদ্রায় সঞ্চয়ের বিভিন্ন নীতিমালা সহজ হয়েছে। আবার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য, সরকার পরিবর্তনের পর হুন্ডি কমাসহ বিভিন্ন কারণে রেমিট্যান্স বাড়তে পারে। এ ছাড়া বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ডলার কেনে। তবে ব্যাংকের কাছে বিক্রির সময় অনেক ক্ষেত্রে যে দেশের এক্সচেঞ্জ হাউস ওই দেশের রেমিট্যান্স হিসেবে বিক্রি করে। এটিও অন্যতম কারণ হতে পারে। এ ছাড়া সরকার পরিবর্তনের পর গোপনে দর বেশি দিয়ে ডলার কেনার প্রবণতা কমেছে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, প্রবাসী আয় বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি রয়েছে। বেশ কিছু দিন ডলারের দর স্থিতিশীল আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উন্নতি হচ্ছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। তবে একটি কারণ হলো- যে দেশের এক্সচেঞ্জ হাউস রেমিট্যান্স কেনে সাধারণত ওই দেশের রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশে আসে। ফলে ঢালাওভাবে বলা যাবে না, এর সবই যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অনেকদিন ধরে শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ ছিল সৌদি আরব। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত শীর্ষে উঠে আসে। গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসার পরও চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের হিসাবে শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। তিন মাসে আমিরাত থেকে এসেছে ১০৩ কোটি ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ৯২ কোটি ডলার। পর্যায়ক্রমে সৌদি আরব থেকে ৮৬ কোটি ডলার, মালয়েশিয়া থেকে ৬২ কোটি এবং যুক্তরাজ্য থেকে ৫৬ কোটি ডলার এসেছে। সব মিলিয়ে প্রথম তিন মাসে দেশে মোট ৬৫৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে যা ৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ বেশি। প্রথম তিন মাসের রেমিট্যান্সের মধ্যে ৪০০ কোটি ডলার বা প্রায় ৬২ শতাংশ এসেছে শীর্ষ পাঁচ দেশ থেকে। করোনা-পরবর্তী অর্থনীতিতে বাড়তি চাহিদা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে যায়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক সুদহার অনেক বাড়লেও ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে গত বছরের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে ৯ শতাংশ সুদহারের সীমা দেওয়া ছিল। কম সুদে টাকা নিয়েই পাচারের অভিযোগও রয়েছে। ২০২১ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সুদহার ছিল ২ শতাংশের নিচে। বাড়াতে বাড়াতে তা ৫ দশমিক ২৫ থেকে ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়। দীর্ঘদিন পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর এক ধাপে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশীয় পয়েন্ট ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আগে যুক্তরাজ্য, চীনসহ আরও কয়েকটি দেশ সুদহার কমালেও বাংলাদেশে এখন ঘটছে উল্টোটা। গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর এরইমধ্যে দুই দফায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট করে বাড়িয়ে রেপোর সুদ নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ। চলতি মাসে আরও এক দফা সুদ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন গভর্নর। ফলে বাজারে সুদহার বাড়ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, অর্থ পাচারের প্রবণতা কমে আসায় এখন খোলাবাজারের সঙ্গে ব্যাংকের ডলার দরে পার্থক্য কমেছে। ফলে ডলারের দর স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। এতে করে রেমিট্যান্স দ্রুত বাড়ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে গত বুধবার ১৯ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে। আগের মাস একই সময়ে যা কমে ১৯ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছিল। এর আগে ২০২১ সালের আগস্টে সর্বোচ্চ যা ৪৮ বিলিয়নের ওপরে ওঠে।

নানা সংকটের মাঝেও বাড়ছে বিশ্ব বাণিজ্য

অর্থনীতি ডেস্ক : আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস খানিকটা বাড়িয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। সংস্থাটি বলেছে, চলতি বছর বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্যে গড় প্রবৃদ্ধি হতে পারে ২ দশমিক ৭ শতাংশ। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল ট্রেড আউটলুক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস আপডেট প্রতিবেদনে এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত এপ্রিল মাসে প্রকাশিত সংস্থার প্রতিবেদনে পূর্বাভাস ছিল ২ দশমিক ৬ শতাংশ।

বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ে ডব্লিউটিওর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, আঞ্চলিক সংঘাত ও নীতিগত অনিশ্চয়তা বাড়াসহ নানামুখী সংকটের মাঝেও ধীর গতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুদ্ধার হচ্ছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে মূল্যস্ফীতি অনেক কমে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমাতে পেরেছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো সুদহার কমানোয় বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে। এতে বিশ্ব বাণিজ্যেও গতি বাড়বে।

এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি কমে আসায় পরিবার পর্যায়ে প্রকৃত আয় বাড়বে। এতে ভোক্তা ব্যয়ও বাড়াবে। পণ্য বাণিজ্যে যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। গত বছর বিশ্ব বাণিজ্যে কোনো প্রবৃদ্ধি হয়নি।

শরিয়াহ্‌ভিত্তিক লেনদেন বোর্ড চালুর পরিকল্পনা

অর্থনীতি ডেস্ক : ইসলামী শরিয়াহ্‌ভিত্তিক কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচার জন্য ইসলামি ক্যাপিটাল মার্কেট নামে নতুন একটি লেনদেন প্ল্যাটফর্ম করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। পরিকল্পনা অনুযায়ী, এ প্ল্যাটফর্মে শুধু শরিয়াহ্? ধারায় ব্যবসা পরিচালনা করে, এমন তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হবে। একইভাবে শরিয়াহ্ বন্ডও কেনাবেচার সুযোগ থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নতুন প্ল্যাটফর্ম হবে অনেকটা ডিএসইর এসএমই বা অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডের (এটিবি) লেনদেনের মতো। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ব্রোকারেজ হাউস পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পৃথক লেনদেন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সব ধরনের লেনদেন পরিচালনা করতে হবে। তবে একই শেয়ার মূল লেনদেন বোর্ডেও থাকবে। বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে যেগুলো শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যবসা ও সার্বিক লেনদেন পরিচালনা করে, বিশ্বখ্যাত আর্থিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এসঅ্যান্ডপির ফর্মুলা অনুযায়ী ডিএসই এসব কোম্পানির শেয়ার নিয়ে ডিএসইএস নামে শরিয়াহ্ সূচক গণনা করছে। তবে এ সূচকে কোন শেয়ারগুলো অন্তর্ভুক্ত, তা প্রকাশ করে না। চাইলে অর্থের বিনিময়ে ডিএসইর কাছ থেকে কেনা যায়। নতুন ইসলামিক লেনদেন বোর্ড চালু হলে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক শেয়ার ও বন্ডের তালিকা উন্মুক্ত থাকবে। পৃথক ইসলামিক লেনদেন বোর্ড করার কারণ জানতে চাইলে স্টক এক্সচেঞ্জের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি অনুযায়ী সব লেনদেন সুদবিহীন হওয়া বাধ্যতামূলক। বর্তমানে কেউ যখন শরিয়াহ্ সূচকভুক্ত শেয়ার কিনছেন, তাঁর বিনিয়োগ হয়তো শরিয়াহ্? মাফিক হলো। কিন্তু তিনি যে লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগ করলেন, তা শরিয়াহ্ মাফিক হবে তার নিশ্চয়তা নেই। যেমন, যে ব্রোকারেজ হাউসের মাধ্যমে শেয়ার কেনাবেচা করছেন, যে ব্রোকারেজ হাউস হয়তো সুদভিত্তিক ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করছে। একইভাবে স্টক এক্সচেঞ্জসহ অন্য বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হয়তো সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। ইসলামিক লেনদেন প্ল্যাটফর্ম হলে ব্রোকারেজ হাউস থেকে স্টক এক্সচেঞ্জকে এই লেনদেন বোর্ডের মাধ্যমে কেনাবেচায় সম্পৃক্ত সবাইকে পৃথক শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকে পৃথক অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে, যাতে এ-সংক্রান্ত সব অর্থ আলাদা রাখা যায়। এমনকি বিনিয়োগকারীকেও ইসলামি শরিয়াহ্ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করতে হবে। কতদিনের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্ম হবে জানতে চাইলে ডিএসইর ওই কর্মকর্তা জানান, এজন্য নাসডাক স্টক এক্সচেঞ্জের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ম্যাচিং ইঞ্জিন দিয়ে লেনদেন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হচ্ছে। নাসডাক তাতে রাজি হয়েছে। ডিএসইর নতুন পরিচালনা পর্ষদে বিষয়টি উপস্থাপন হবে বলে জানান তিনি।

অর্থনীতি ডেস্ক : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল দেশের মানুষ। অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বে পড়ার শঙ্কা থেকে বেঁচে ফিরে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীরাও পান নতুন প্রাণ। তবে তার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র চার দিন। গত দুই মাসে ৯২ শতাংশ শেয়ারের দরপতনে দিশেহারা বিনিয়োগকারীরা। শেয়ারবাজার-সংশ্লিষ্টদের মতে, এ অবস্থার কারণ- বিগত সরকারের সময় হওয়া লুটপাটে অর্থনীতির ক্ষতগুলো প্রকাশের পর বিনিয়োগকারীরা অর্থনীতির ভবিষ্যৎ বুঝতে সময় নিচ্ছেন। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং কারসাজি চক্রের অনুপস্থিতিতে তাদের দেখে যারা বিনিয়োগ করতেন, তাদের বিনিয়োগ কমেছে। এর বাইরে মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবও আছে। সরকার বদলের পর গত ৬ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত চার দিনে তালিকাভুক্ত ৩৯৭ কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৩৫০টিরই দর বাড়ে। ১০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ দর বাড়ে ৭৮টির। তাতে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৭৮৬ পয়েন্ট বা ১৫ শতাংশ বেড়ে ৫৯২৪ পয়েন্ট এবং এক দিনের শেয়ার কেনাবেচা ২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল। গত ১২ আগস্ট থেকে ছন্দ পতন শুরু হয়। গত দুই মাসে ৩৬৭ শেয়ারের দর পতন হয়েছে। অন্তত ১০ শতাংশ দর হারিয়েছে ৩২০ শেয়ার, পতনের হার ৩০ শতাংশ ছাড়িয়েছে ৭১টির। গত বুধবার ৯৮ পয়েন্ট বৃদ্ধির পরও এ সময়ে সূচকের পতন হয়েছে ৫৯৪ পয়েন্ট বা ১০ শতাংশ। সর্বশেষ সাত কার্যদিবসের গড় লেনদেন নেমেছে পৌনে ৪০০ কোটি টাকায়। আবার এ সময়ে যেমন নতুন বিও অ্যাকাউন্ট খোলা ও বিনিয়োগ বেড়েছে, তেমনি অ্যাকাউন্ট শেয়ার-শূন্য হওয়াও বেড়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সাকল্যে ৭ হাজার ৪০৬টি নতুন বিও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে ৬ হাজারের বেশি অ্যাকাউন্টে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে। আবার এই একই সময়ে প্রায় ১০ হাজার অ্যাকাউন্ট শেয়ার-শূন্য হয়েছে। অর্থাৎ এসব অ্যাকাউন্টধারী বিনিয়োগকারী তাদের সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়াগ্রস্ত দেশ পাকিস্তানের শেয়ারবাজার যখন রেকর্ড উত্থান হচ্ছে, তখন দুর্নীতিবাজ সরকারের পতনের পর শেয়ারবাজারের অবস্থার উন্নতির কথা, সেখানে উল্টো পতনের ধারা কেন- এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সবাই।

বিশ্ববাজারে সোনার দামে অস্থিরতা

অর্থনীতি ডেস্ক : বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড গড়ার পর কিছুটা দরপতন হলেও এখন ফের দাম বাড়ছে দামি এই ধাতুটির। দুদিনে প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ৫০ ডলার। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি বছরের জুন মাস থেকে সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়। গত ৭ জুন প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ২ হাজার ২৯৩ ডলার। এরপর দফায় দফায় দাম বেড়ে ১৬ জুলাই প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৪৬৮ ডলারে ওঠে। এখানেই সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা থামেনি। এরপরও সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা চলতে থাকে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ইতিহাসে প্রথমবার প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬০০ ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। এ রেকর্ড গড়ার পরও সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬৮২ ডলার পর্যন্ত ওঠে। এটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম। এই রেকর্ড দাম হওয়ার পর সোনার দাম কমার প্রবণতা দেখা যায়। কয়েক দফায় দাম কমে ১ অক্টোবর প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬৩১ ডলারে নেমে আসে। এরপর কয়েক দফায় সোনার দামে উত্থান-পতন হলেও দাম কমার পাল্লা ভারী হয়। এতে ১০ অক্টোবার লেনদেনের একপর্যায়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৬০৬ ডলারে নেমে যায়। এই মূল্য সংশোধনের পর ১০ অক্টোবর লেনদেনের শেষদিকে আবার সোনার দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়। যা অব্যাহত থাকে গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস অর্থাৎ ১১ অক্টোবরও। এতে গত সপ্তাহের লেনদেন শেষে প্রতি আউন্স সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৫৭ ডলারে। এর মধ্যে সপ্তাহের শেষদিন প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ২৩ দশমিক ৮৫ ডলার বা শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ।

বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমার মধ্যে গত ২৯ সেপ্টেম্বর দেশের বাজারে সোনার দাম কিছুটা কমানো হয়। সে সময় সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ২৫৯ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় এক লাখ ৩৭ হাজার ৪৪৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ২০১ টাকা কমিয়ে এক লাখ ৩১ হাজার ১৯৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ৩৮ টাকা কমিয়ে এক লাখ ১২ হাজার ৪৫৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম ৮৭৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ৯২ হাজার ২৮৬ টাকা।

৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫

৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩

৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫
৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩
৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫
৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩
৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫
৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩
৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫
৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩
৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫
৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩
৪ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৫
৬ দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক — দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক ৩